উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জামাতি-যোগের অভিযোগ শুভেন্দুর ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

পরীক্ষা ও শিক্ষা সংস্কারে নজর প্রহ্লাদের ৭

গুলির নির্দেশ কার, শা-কে চিঠি রাহুলের

মোদি ক্ষমা চান, দাবি বিরোধীদের ৭

শিলিগুড়ি ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 27 July 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 70

সরকারের তদন্ত রিপোর্টে হইচই

জিটিএ-তে ৯৩২ নিয়োগই অবৈধ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নিয়োগ দুর্নীতির প্রথম তদন্ত রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তৃণমূলের আমলে জিটিএ-র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে 'ব্যাক ডোর' দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে ৯৩২ জন শিক্ষক। প্রতি শিক্ষক নিয়োগে লেনদেন হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকাও। ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম কোনও দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ল রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের একটি বিশেষ দল ওই তদন্ত করেছে। সম্প্রতি রিপোর্ট জমা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে। জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অতীতেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতে মামলাও চলছে। এরমধ্যেই রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন করে শুরু হওয়া তদন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভিত নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল।

- নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে নতুন সরকারের প্রথম তদন্ত রিপোর্ট জমা হল
- জিটিএ-র বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত করা ৯৩২ জন শিক্ষকের নিয়োগকে 'সম্পূর্ণ অবৈধ' বলল কমিটি
- বহু শিক্ষককে প্রথমে 'ভলান্টিয়ার' বা অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পর নিয়মিত করা হয়েছিল বলে তদন্ত রিপোর্টে দাবি
- নির্ধারিত নির্বাচন পরীক্ষা ছাড়াই কয়েকশো প্রার্থীকে নিয়োগ বা সুপারিশ এবং অনুমোদিত পদের চাইতেও বেশি সংখ্যায় নিয়োগ হয়েছে
- সরকারি নির্ধারিত সর্বোচ্চ ২৪০ টাকা ডেভেলপমেন্ট চার্জের বদলে বহু স্কুলে ছাত্রপিছু ৭০০ থেকে ১,৬০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, সরকার পরিবর্তনের পরই শিক্ষক নিয়োগ সহ জিটিএ-র শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ তোলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা। মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানান তাঁরা। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা দপ্তরকে তদন্তের নির্দেশ দেন। শিক্ষা দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'বিনয় তামাং জিটিএ-র চেয়ারম্যান থাকাকালীনই নিয়োগগুলো হয়েছে। রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখ করা রয়েছে। যে পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়েছে তা কোনওভাবেই বৈধ হতে পারে না। রাজ্য সরকারের নিয়োগের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই পছন্দের লোকেদের শিক্ষক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এবিষয়ে জানতে একাধিকবার বিনয়কে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। মেসেজ পাঠালেও উত্তর দেননি। সদ্য প্রাক্তন জিটিএ-র প্রধান সচিব অনীত থাপাও বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি। তবে দুর্নীতিতে জড়িতদের কঠোর শাস্তি চেয়েছেন বিমল গুরুং। তাঁর কথা, 'যাঁরা আইন ভেঙে শিক্ষক নিয়োগ করে যোগ্যদের বঞ্চিত করেছেন, তোলাবাজি করেছেন তাঁদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।'

এরপর দশের পাতায়

আঠারোর শুনেছি

জয়ধ্বনি

শনিবার দুপুর অবধি গমগম করত যে যন্তরমন্তর, রবিবার সকালে সেখানে শুধুই নিস্তব্ধতা। নয়াদিল্লিতে।

আজাদি বললেই খুব মারুক পুলিশ : শমীক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ জুলাই : বেরোজগারি সে আজাদি আর বলা চলবে না। ভুখমারি সে আজাদি স্লোগানও বারণ। আজাদি শব্দটিতেই নিষেধাজ্ঞা। গণতন্ত্রে বহু স্বরের প্রবক্তা ছিলেন যিনি, সেই শমীক ভট্টাচার্যের মুখে শোনা গেল শুধু বলা বারণ নয়, বললে কড়া শাস্তিও। বিজেপির রাজ্য সভাপতি পুলিশকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'এই স্লোগান দিলে এমন মারুন যাতে সোজা হয়ে বাড়ি ফিরতে না পারেন।'

শমীকের কথায়, 'কলকাতায় যদি এসব কেউ বলে, তাহলে যাতে পিজি, এনআরএস-এর ইমার্জেন্সি ঘুরে বাড়ি যেতে হয়।' রবিবার একথার ২৪ ঘণ্টা আগে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগের কথা বলে হুমকি দিয়েছিলেন, এমন দাওয়াই দেওয়া হবে যা তিন পুরুষও ভুলবে না।' আজাদি, আজাদি স্লোগানকে তিনি এর আগেও কটাক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর আজাদি স্লোগানের আর কোনও কারণ নেই।

তাঁর কথায়, 'বামপন্থীরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। তাই বলে এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। আমরা এই দেশদ্রোহিতা, রাষ্ট্রবিরোধিতা চলতে দেব না।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেরই রবিবার প্রতিধ্বনি শোনা গেল তাঁর দলের রাজ্য সভাপতির মুখে। রবিবার ছিল কার্গিল দিবস। কার্গিলে শহিদ কণাদ ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সভায় শমীকের মুখে শোনা গেল, 'পশ্চিমবঙ্গে এসব চলবে না।' তাঁর ভাষায়, 'এরাজ্যে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শে বিশ্বাসী সরকার রয়েছে এখন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।'

> **কলকাতায় যদি এসব কেউ বলে, তাহলে যাতে পিজি, এনআরএস-এর ইমার্জেন্সি ঘুরে বাড়ি যেতে হয়।**
>
> **-শমীক ভট্টাচার্য**
> *রাজ্য সভাপতি, বিজেপি*

'সেই অখণ্ডতায় যাঁরা আঘাত হানতে চান'- তাঁদের বিরুদ্ধে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী বিজেপির রাজ্য সভাপতি। একইদিনে নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' শোনার পর শুক্রবার ধর্মতলায় বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন ও ককরোচ জনতা পার্টির সমাবেশের সময় বিশৃঙ্খলার ঘটনা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'এই শক্তিটা বিদেশিদের মদতপুষ্ট হতে পারে। ওঁদের সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্ক নেই। ওঁরা ছাত্র নন।'

আজাদির স্লোগান ওই মিছিলে উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে বিজেপির মনোভাব শমীক ও শুভেন্দুর কথায় স্পষ্ট। তৃণমূলের মমতাপন্থী শিবিরের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'যাঁরা দেশবিরোধী কথা বলবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনে কড়া ব্যবস্থা হোক। কিন্তু তার জন্য হাসপাতালে পাঠানো মানে নৈরাজ্য তৈরি করা। কেউ খারাপ স্লোগান দিলেও তাঁকে মারার বিধান দিতে পারি না। এটা গণতান্ত্রিক দেশ। কোর্ট আছে কী করতে!'

এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, 'আসলে ওরা আজাদি শব্দটা শুনলেই ভূত দেখে। ওরা বলছে আমরা নাকি কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বলছি। এটা বিজেপি, আরএসএস-এর পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার। আমরা বলেছি, ভুখমারি সে আজাদি, ভেদভাব সে আজাদি, পক্ষপাত সে আজাদি। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করেনি সরকার। আমরা তাই খাদ্য, বৈষম্য ও বিভাজনের রাজনীতি থেকে স্বাধীনতা দাবি করেছি।'

নয়াদিল্লির যন্তরমন্তর থেকে কলকাতার রাজপথে আজাদি স্লোগানে যেন ঘুম ছুটে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের।

এরপর দশের পাতায়

পদ্মের ঘরেই ক্ষোভের সুর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : এ যেন বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। বিজেপির ঘরে বিদ্রোহের আঁতুড়। না, দলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ নয়। একেবারে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দানা পেকেছিল বিজেপি পরিবারে। শুধু সাধারণ কর্মী-সমর্থক নয়, দলের মন্ত্রীর ছেলেমেয়েরা যন্তরমন্তরের দাবির স্বপক্ষে ঝাঁপিয়ে

বাধ্য হয়ে পিছপা কেন্দ্র

পড়েছিলেন। দলের ভোটব্যাংক বিগড়ে যেতে পারে, বোঝার পর কেন্দ্রীয় সরকারের আর পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

নিট কেলেঙ্কারি ও শিক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদে জমাট বাঁধা ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল বিজেপিমনস্ক পরিবারে। আগমার্কা বিজেপি সমর্থক, এমনকি পদ্ম প্রতীকে জয়ী সাংসদ, বিধায়ক কিংবা মন্ত্রী বাবা-মায়ের মতামতের তোয়াক্কা না করে ছেলেমেয়েরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। কেউ দূরে থেকে সমর্থন করেছেন, সাহায্য করেছেন নানাভাবে।

এরপর দশের পাতায়

ভারোত্তোলনে সোনা জয়ের পর সাইখোম মীরাবাই চানু।

সোনায় হ্যাটট্রিক মীরাবাই চানুর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ জুলাই : প্যারিসের স্বপ্নভঙ্গ থেকে গ্লাসগোয় হ্যাটট্রিক। এই লম্বা পথটা নিশ্চিতভাবেই অনেকটা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটেছে তাঁর। তবে অলিম্পিকের মঞ্চে আক্ষেপ থাকলেও, কমনওয়েলথ গেমসে নিজের আধিপত্য আরেকবার প্রমাণ করলেন ভারতের সোনার মেয়ে সাইখোম মীরাবাই চানু। রবিবার গ্লাসগোতে ৪৮ কেজি বিভাগে স্ন্যাচ এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মোট ১৯০ কেজি ওজন তুলে দেশকে ২০২৬ গেমসের প্রথম সোনা এনে দিলেন তিনি। একইদিনে চানামবাম ঋষিকান্ত সিংয়ের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ভারোত্তোলক হিসেবে পদক জিতলেন ৩১ বছর বয়সি এই তারকা। এই নিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে টানা তিনবার সোনা জেতার অনন্য নজির গড়লেন মীরাবাই। এর আগে ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্ট ও ২০২২ সালে বার্মিংহামেও সোনা জিতেছিলেন তিনি। কাকতালীয়ভাবে, ২০১৪ সালে তাঁর প্রথম কমনওয়েলথ পদক (রুপো) এসেছিল এই গ্লাসগোতেই।

এদিন প্রতিযোগিতায় এক নম্বর বাছাই হিসেবে একেবারে শেষে মঞ্চে আসেন চানু। বাকি প্রতিযোগীরা যখন পদকের জন্য মরিয়া, তখন ভারতীয় তারকার লক্ষ্য ছিল শুধু নিজের সেরাটা নির্ভুলভাবে তুলে ধরা। স্ন্যাচে তাঁর প্রথম চেষ্টাটি নিখুঁত না হওয়ায় বাতিল হয়ে যায়। তবে তাতেও মুখে সেই চেনা হাসিটি অমলিন ছিল। কোচ বিজয় শর্মার সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করে দ্বিতীয় চেষ্টায় ফিরে এসে ৮২ কেজি তুলে গেমস রেকর্ড গড়েন তিনি। এখানেই না থেমে তৃতীয় চেষ্টায় ওজন বাড়িয়ে ৮৫ কেজি অনায়াসে তুলে নেন চানু। ভেঙে দেন গত বছর আহমেদাবাদে গড়া নিজেরই ৮৪ কেজির কমনওয়েলথ রেকর্ড। একমাত্র নাইজিরিয়ার রুথ আসুকো এনিয়োং খানিকটা লড়াই করলেও স্ন্যাচে ৭৭ কেজিতেই থেমে যান।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

ভগবানের আঙিনায় বিভেদের স্থান নেই

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অপূর্ব মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা উত্তরবঙ্গকে 'মিনি ইন্ডিয়া' বা 'ক্ষুদ্র ভারত' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি বাঁক থেকে মালদার আম বাগান, ডুয়ার্সের বনাঞ্চল থেকে কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ- এই বিস্তীর্ণ জনপদে যুগ যুগ ধরে বাঙালি, রাজবংশী, আদিবাসী, নেপালি, বিহারি, মাড়োয়ারি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে আসছেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ কিংবা জৈন, সব ধর্মের মানুষের এক অভূতপূর্ব, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান এই অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এত ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে যে ঐক্যের ছবি এখানে দেখা যায়, তা সত্যিই ব্যতিক্রমী। সম্প্রদায় বা ধর্মের পরিচয় ছাপিয়ে মানুষের আত্মিক পরিচয়টাই উত্তরবঙ্গে সবসময় বড় হয়ে উঠেছে।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, এই মজবুত সম্প্রীতির শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য অতীতে বহুবার নানা অশুভ চক্রান্ত হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি ও পারস্পরিক বিশ্বাস বারবার সেই চক্রান্তকারীদের ব্যর্থ করেছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নয় বছরের অপেক্ষার অবসান আজ

২০১৭ সালে পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে বর্ধমান রোড উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কোভিড পরিস্থিতির কারণে দু'বছরেরও বেশি সময় নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল। রেল অংশের নির্মাণকাজ শেষ হতে দেরি হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে আজ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : দীর্ঘ নয় বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সোমবার বহু প্রতীক্ষিত বর্ধমান রোড উড়ালপুলের উদ্বোধন হতে চলেছে। এজন্য রবিবার থেকেই এয়ারভিউ মোড় এলাকায় সাজোসাজো রব পড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এর উদ্বোধন করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, সোমবার এই উড়ালপুল উদ্বোধন নিশ্চিত হলেও তিনি এয়ারভিউ মোড়ে এসে উদ্বোধন করবেন কি না, তা এখনও চূড়ান্তভাবে জানানো হয়নি। উত্তরকন্যায় রিভিউ বৈঠক শেষে সেখান থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও উদ্বোধন হতে পারে। তবে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এয়ারভিউ মোড়ে আসতে পারেন ধরে নিয়ে প্রশাসন সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি সেরে রেখেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা রবিবার সরেজমিনে গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কোন পথ দিয়ে আসবেন, কনভয় কোথায় রাখা হবে এবং নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে এয়ারভিউ মোড়ে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ

উড়ালপুলে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। রবিবার সকালে। ছবি : সূত্রধর

আলোচনা করেন। পুলিশ কমিশনার পরে উড়ালপুলের ঝংকার মোড় অংশও পরিদর্শন করেন। এয়ারভিউ মোড়ে ফিরে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে পরে তিনি আলাদাভাবে বৈঠক করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ সোমবার বিশেষ ট্রাফিক পরিকল্পনাও তৈরি করেছে। অন্যান্য দিনের মতো ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ির প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। পাশাপাশি টোটো সহ অন্যান্য যানবাহনের চলাচলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিধিনিষেধ জারি করা হতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, জংশন থেকে এয়ারভিউ মোড়মুখী বাস দার্জিলিং মোড় দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। নৌকাঘাটের দিক থেকে আসা বাসও বিকল্প পথে চালানো হবে। ভেনাস মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়মুখী টোটো ও অন্যান্য গাড়ি সেবক মোড় হয়ে চেকপোস্টের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। দার্জিলিং মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়মুখী গাড়িও প্রয়োজনে গুরুংবস্তি ও চার্চ রোড দিয়ে চালানো হবে। তবে এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে কি না, তা মুখ্যমন্ত্রীর এয়ারভিউ মোড়ে আসার ওপরই নির্ভর করবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশের দাবি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এয়ারভিউ মোড়ে মূল মঞ্চ তৈরি হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা এয়ারভিউ ট্রাফিক গার্ড সংলগ্ন একটি হোটেলের সামনের অংশে করা হয়েছে। ফলে কিছু সময়ের জন্য এয়ারভিউ মোড় থেকে সেবক মোড়মুখী দুই লেন বন্ধ রাখতে হবে।

এরপর দশের পাতায়

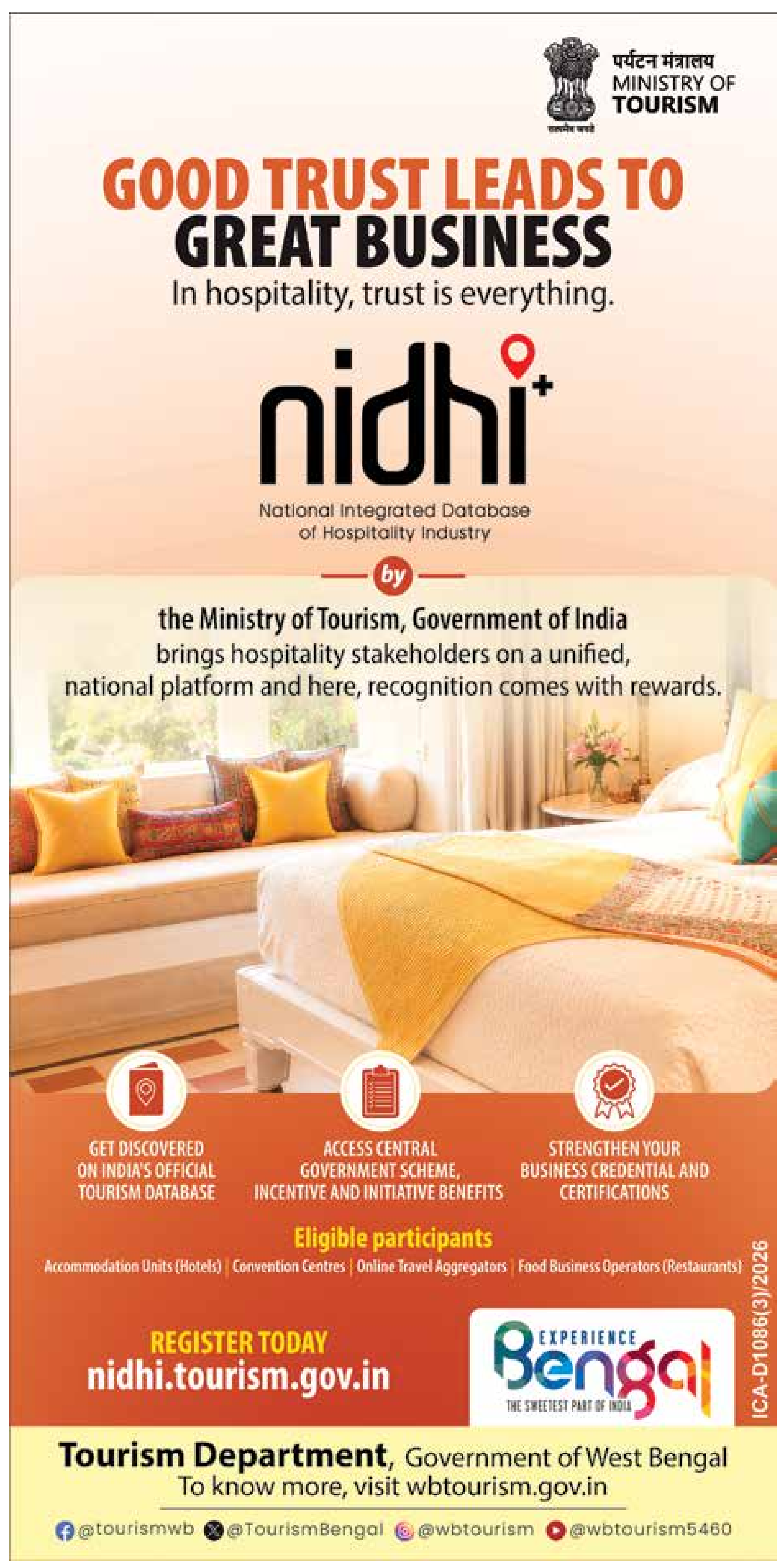

বিগত সরকারকে দুষলেন বনমন্ত্রী

বৃক্ষরোপণে চারার অভাব

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুলাই : বৃক্ষরোপণে বাধা হচ্ছে চারাগাছের অভাব। চলতি বছরে রাজ্যজুড়ে প্রায় ১০ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বন দপ্তর। প্রায় মাসখানেক থেকে গাছ লাগানো চলছে। তবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনের জন্য বন দপ্তরের কাছে পর্যাপ্ত চারাগাছ নেই বলেই খবর। এই অবস্থায় বিভিন্ন নার্সারি থেকে গাছের চারা কিনতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। এতে মোটা টাকা খরচ হচ্ছে। সমস্যার জন্য বিগত সরকার তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করছেন বর্তমান বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। রবিবার ডুয়ার্সকন্যায় এই বৃক্ষরোপণ নিয়ে একটি বৈঠকে যোগ দিতে এসে এমনই অভিযোগ করেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'বন দপ্তরের একটি কাজ হল নতুন চারা তৈরি করা। আগের সরকার সেই কাজ করেনি। চারাগাছ রাখেনি। এখন আমাদের চারাগাছ কিনতে হচ্ছে।' বনমন্ত্রী আরও জানান, চারাগাছ তৈরি করতে না পারার পিছনে আরেকটি কারণ বনকর্মীদের অভাব। বন দপ্তরের প্রায় ৮০ শতাংশ পদ ফাঁকা রয়েছে। যে সংখ্যক কর্মী রয়েছেন তাঁদের দিয়েই কাজ করাতে হচ্ছে। বনকর্মীদের এজন্য ধন্যবাদও দিয়েছেন মন্ত্রী।

ডুয়ার্সকন্যায় বৃক্ষরোপণ নিয়ে সমন্বয় বৈঠক।

প্রতি বছর জুন মাস থেকে বন দপ্তর গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করে। এবারও সেইমতো পরিকল্পনা করা হয়। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে গাছ লাগানো শুরু হয়। তবে গাছ লাগানো গতি পায় ১৪-২০ জুলাই অরণ্য সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে জানান, রাজ্যে ৭ কোটি ২০ লক্ষ গাছ লাগাতে হবে। পরে তা বাড়িয়ে ১০ কোটি করা হয়। সেইমতো বন দপ্তরও কাজ শুরু করে। তবে বাড়তি চারা নিয়ে চিন্তা শুরু হয় তারপরই। এত চারা বন দপ্তরের বিভিন্ন নার্সারিতে ছিল না। সমস্যা মেটাতে চারা কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সুন্দরবনে আড়াই কোটি ম্যানগ্রোভ শীতের প্রথমদিক থেকে লাগানো শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, গোটা রাজ্যজুড়ে বাকি সাড়ে সাত কোটি গাছ লাগানো হবে। বনমন্ত্রীর নিজের জেলায় ৩০ লক্ষ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুধু কুমারগ্রাম বিধানসভাতেই ১০ লক্ষ গাছ লাগানো হবে। এত গাছ কীভাবে লাগানো হবে তা নিয়ে রবিবার ডুয়ার্সকন্যায় আলোচনা হয়। বনমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের আরেক মন্ত্রী বিশাল লামা, দুই বিধায়ক পরিতোষ দাস ও লক্ষ্মণ লিম্বু সহ জেলা প্রশাসনের সব দপ্তরের আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বন দপ্তর, পুলিশ, এসএসবি, বায়ুসেনা থেকেও আধিকারিকরা উপস্থিত হন। মনোজ বলেন, 'শুধু বন দপ্তরের সীমানায় গাছ লাগালেই এত পরিমাণ গাছ লাগানো যাবে না। তাই সব দপ্তরকেই গাছ লাগাতে বলা হল।'

র‍্যাংকিংয়ে নজর কাড়ল দুই মেধাবী

মালদার রাজবীর দত্ত ও গঙ্গারামপুরের প্রিয়ব্রত সরকার।

মালদা ব্যুরো

২৬ জুলাই : সর্বভারতীয় নিটে সাফল্য পেলেন মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দুই পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে মালদার রাজবীর দত্তের রি-নিটে অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ৮৭১। আগামীতে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে রাজবীর এইমস-এ ভর্তি হতে চান। চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছেও রয়েছে তাঁর। অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠেঙ্গাপাড়া-বোয়ালদহ গ্রামের মেধাবী ছাত্র প্রিয়ব্রত সরকার চরম আর্থিক সংকটের মধ্যেও ভালো ফল করেছেন। ঠেঙ্গাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা প্রিয়ব্রতর র‍্যাংক ৭৮৪। দুই মেধাবীর সাফল্যে খুশি তাঁদের পরিজন ও স্থানীয়রা।

মালদা শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মকদুমপুর এলাকার বাসিন্দা রাজবীর। বাবা উজ্জ্বল দত্ত পেশায় শিক্ষক। রাজবীর শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়া ছিলেন। উচ্চমাধ্যমিকেও জেলায় মেধাতালিকায় নাম রয়েছে তাঁর। রাজবীরের কথায়, 'আমি রাত জেগে তেমন পড়াশোনা করতাম না। একাদশে পড়ার সময় থেকেই নিটের প্রস্তুতি শুরু করি। বড় কোনও কোচিং-এ ভর্তি না হয়ে বাড়িতে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়েছি। প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছিল। তবে পরীক্ষা দিয়ে বুঝেছিলাম সাফল্য মিলবে।' রবিবার মালদার সংগীতশিল্পীদের সংগঠন নর্থ বেঙ্গল স্টেজ ফোরামের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

প্রিয়ব্রতের সাফল্যের পথ সহজ ছিল না। বাবা প্রেমানন্দ সরকার একসময় নিজের তাঁতে কাপড় বুনে সংসার চালাতেন। কিন্তু করোনা অতিমারির পর সেই কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে অন্যের তাঁতে কাজ পেলে তবেই তাঁর রোজগার হয়। যদিও ছেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপস করেননি। নিজের সাফল্য নিয়ে প্রিয়ব্রত বলেন, 'এই ফলাফলে আমি ভীষণ খুশি। এত ভালো র‍্যাংক হবে, সত্যিই ভাবিনি। এতে সবচেয়ে বড় অবদান আমার শিক্ষকদের এবং বাবা-মায়ের। তাঁদের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ। এই দীর্ঘ যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি।'

প্রিয়ব্রতর কথায়, 'ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হব, তা এখনও ঠিক করিনি। তবে একজন ভালো চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করাই আমার স্বপ্ন।' প্রিয়ব্রতের এই সাফল্যে বোয়ালদহ গ্রামে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী নিটে রাজ্যের সেরা ১০০ জনকে সংবর্ধনা দেবেন। সেখানে ডাক পেয়েছেন প্রিয়ব্রত, রাজবীর দুজনেই। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সংবর্ধনা নেবেন তাঁরা।

কমবয়সিদের উদ্ধারে তৎপর রেল

নিউজ ব্যুরো

২৬ জুলাই : গত ১৮ থেকে ২০ জুলাই-এর মধ্যে আরপিএফ কর্মীরা বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেন থেকে বেশ কয়েকজন নাবালক-নাবালিকাকে উদ্ধার করেন। আরপিএফ কর্মীরা গত ১৮ জুলাই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ১২ বছরের এক নাবালককে উদ্ধার করেন এবং আলিপুরদুয়ারের শিশুকল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেন। ১৯ জুলাই নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে আরপিএফের তরফে ট্রেন নম্বর ২২৫০৪ থেকে চারজন নাবালিকাকে ও একই দিনে কিশনগঞ্জে ট্রেন নম্বর ১৫৯১০ থেকে ১০ বছরের এক ছেলেকে উদ্ধার করা হয়। কাটিহার স্টেশন থেকে ১৪ বছরের এক কিশোরী মেলে। আরেক কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আবার গোয়ালপাড়ায় ২০ জুলাই একটি ১৩ বছরের ও কামাখ্যা স্টেশনে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে উদ্ধার করা হয় বলে জানান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

রাসায়নিক নিয়ে শুভেন্দুর হস্তক্ষেপ দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ জুলাই : সোমবার জলপাইগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহারের ইস্যুতে এনএবিএল স্বীকৃত ল্যাবরেটরির টেস্টিং রিপোর্ট ছাড়া সোমবার থেকেই কাঁচা পাতা না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি। এমন আবহে চরম সংকটের আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এটা একটা জটিল সমস্যা। চায়ে যে নিষিদ্ধ রাসায়নিক মিলছে সেটা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বলেই এমনটা হচ্ছে। একমাত্র সরকারি কড়া পদক্ষেপ ছাড়া ওই বিক্রি আমাদের বা কারও পক্ষেই বন্ধ করা সম্ভব নয়।' এবিষয়ে 'নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন' জানিয়েছে, সম্প্রতি কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা ও নামী প্যাকেটার্স জানিয়েছে, কেনা চায়ে নিষিদ্ধ রাসায়নিক মিলছে। ফলে সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সব বহুজাতিক সংস্থা ও প্যাকেটার্সরা জানিয়ে দিয়েছে,

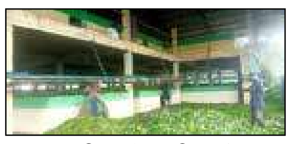

ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা ফ্যাক্টরিতে ঝাড়াই বাছাই চলছে।

নিষিদ্ধ রাসায়নিকযুক্ত চা বিক্রি হলে মূল্য ফেরত দিতে হবে। এরপরই অ্যাসোসিয়েশন জানায়, সোমবার থেকে পাতা বিক্রির সময় রিপোর্ট না দেখালে তাঁরা আর তা কিনবেন না। এদিকে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট পাওয়ার কোনও পরিকাঠামো এখানে নেই। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নীরজ পোদ্দার বলেন, 'আমরা নিরুপায়। এতে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনিতেই চায়ের নিলামমূল্য ক্রমশ কমছে। তার ওপর যদি তৈরি চা, ক্রেতারা নাই কেনেন তবে উৎপাদন চালু থাকবে কার জন্য? সমস্যার সমাধান সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একজোট হতে হবে।'

রাজগঞ্জের ক্ষুদ্র চা চাষি পার্থ দেবনাথ বলেন, 'যে বা যারাই নিষিদ্ধ রাসায়নিকের ব্যবহার ক্ষুদ্র চা চাষে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞানতাবশত করছেন তা রাতারাতি আমরা বলে বন্ধ করতে পারব না। মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।' সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, মূলত যে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের জন্য এই সমস্যা তার নাম মোনোক্রোটোফস। ২০২৩ সালে কেন্দ্র সরকার চা শিল্পে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। যদিও বাজারে এখনও তা মিলছে। চটজলদি ফল পেতে অনেকে এর ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছেন যা ল্যাবরেটরির রিপোর্টে ধরা পড়ছে।

প্রতিযোগিতা

গঙ্গারামপুর, ২৬ জুলাই : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির গঙ্গারামপুর শহর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রবিবার দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৬। এদিন শহরের মোট আটটি বিদ্যালয়ের ১২৫ জন প্রতিযোগী তাতে অংশ নেয়।

নৃত্য, সংগীত, বসে আঁকো, আবৃত্তি, কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সহ মোট ১৫টি বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিটি বিভাগ থেকে প্রথম স্থানাধিকারী পরবর্তীতে গঙ্গারামপুর মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবিটিএ'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তুষারকান্তি ঘোষ, গঙ্গারামপুর শহর আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক রাজর্ষি চৌধুরী প্রমুখ।

সার মহার্ঘ, দুশ্চিন্তায় চাষিরা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৬ জুলাই : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও বীজের দাম বাড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষকদের নাভিশ্বাস উঠেছে। শামুকতলা, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা, কালচিনি, মাদারিহাট এবং আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় আমন ধান ও শাকসবজি চাষ শুরু হলেও, কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এমন সংকটের মুখে রাসায়নিকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

বর্তমান বাজারে ৪৫ কেজির ইউরিয়ার সরকারি নির্ধারিত মূল্য ২৬৬ টাকা ৫০ পয়সা হলেও, খুচরো বাজারে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে কৃষকদের। এছাড়াও ডিএপি, পটাশ, বিভিন্ন এনপিকে, এসএসপি বিকোচ্ছে বেশি দামে। ব্যবসায়ীদের মতে, গত এক বছরে বিভিন্ন কোম্পানির কীটনাশকের

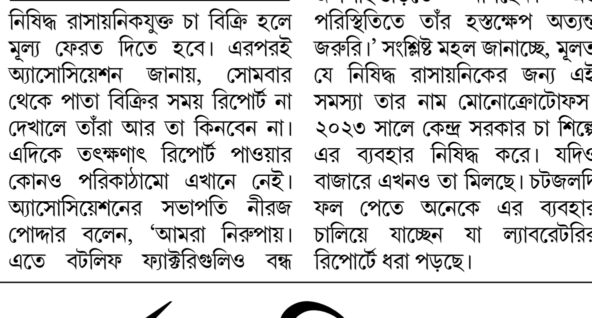

শামুকতলায় জমিতে ধান রোপণ করা হয়েছে।

দাম ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর থেকে বস্তাপ্রতি সারের দাম ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের পর ফসফেট ও পটাশজাত কাঁচামালের আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি, সমুদ্রপথে পরিবহণ ব্যয় এবং আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সার ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যয় এবং বর্ষার আগে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে এই চাপ তৈরি হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি এলাকার কৃষক নিতাই বর্মন বলছেন, 'সংসার চালানোর খরচ বাড়ার পাশাপাশি জমিতে সার, কীটনাশক, বীজ ও ডিজেল কিনতে আগের চেয়ে অনেক বেশি টাকা লাগছে। চাষের সঠিক দাম না মিললে খরচ তোলাও কঠিন হয়ে পড়বে।' কুমারগ্রামের কৃষক রতন দাস বলেন, 'প্রতি বিঘা জমিতে আগের তুলনায় কয়েক হাজার টাকা বেশি খরচ হলেও সেই অনুপাতে ফসলের দাম পাওয়া যায় না।'

এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। জেলা কৃষি দপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, সরকার ভরতুকির মাধ্যমে কৃষকদের নির্ধারিত মূল্যে সার সরবরাহ করছে। কোথাও যাতে কৃত্রিম সংকট বা অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি না হয়, তার জন্য নিয়মিত নজরদারি চলছে। পাশাপাশি, জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গোবর সার, ভার্মিকম্পোস্ট, সবুজ সার এবং জৈব বর্জ্য থেকে তৈরি কম্পোস্টের ব্যবহার বাড়ালে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব। এতে চাষের খরচ কমার পাশাপাশি মাটির জৈব গুণাগুণ, উর্বরতা এবং জলধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

১২৩০ জনের রক্তদান আলিপুরদুয়ারে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুলাই : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'মানবিক মুখ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম বর্ষের মেগা রক্তদান শিবির দিনশেষে পরিণত হল এক উৎসবে। রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরে আয়োজিত ওই মেগা ক্যাম্পে উৎসাহের সঙ্গে সর্বমোট ১২৩০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। আয়োজকদের পক্ষে জানানো হয়েছে, এবারের শিবিরে প্রথমবার রক্ত দিয়েছেন ৪৬৭ জন এবং মহিলা রক্তদাতার সংখ্যা ছিল ৩৮৯। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন,

শহরের ৩টি বেসরকারি হলঘরে ওই রক্তদান শিবির হয়। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ নয়, শিবিরে আলিপুরদুয়ার ও কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি অসম এবং মহারাষ্ট্রের মতো ভিনরাজ্য থেকেও একাধিক মানুষ এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেছেন। বিপুল পরিমাণ এই রক্ত সংগ্রহের জন্য এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল, বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, কোচবিহার মেডিকেল কলেজ এবং দিনহাটা ব্লাড ব্যাংক মিলিয়ে মোট ৬টি ব্লাড ব্যাংকের বিশেষ দল উপস্থিত ছিল। গত বছর ওই মেগা ক্যাম্পে মোট রক্তদাতার সংখ্যা ছিল ১২৯০। মূলত মানুষের মনে থাকা রক্তদান ভীতি কাটানোর উদ্দেশ্যেই প্রতিবার ওই শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা। অনেক রক্তদাতা জানান, রক্তদান করতে ভালোই লাগে। তাই প্রতিবারই এখানে এসে রক্ত দিয়ে যান তাঁরা। এবারের এই আয়োজন একদম উৎসবের চেহারা নিয়েছে।

সংস্থার সম্পাদক রাতুল বিশ্বাস বলেন, 'মানুষের ভয় কাটিয়ে তাঁদের রক্তদানে উৎসাহিত করার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। যাঁরা বিভিন্ন রাজ্য ও জেলা থেকে এসে রক্ত দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আগামীদিনেও সবাইকে এভাবেই রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে পরাস্ত হবে। প্রেমের সম্পর্কে সামান্য জটিলতা। ঈশ্বর বিশ্বাস গভীর হবে। মিথুন : দীর্ঘদিনের কাজের সাফল্য আজ পাবেন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কর্কট : কোনও সমস্যার সমাধান হবে আজ। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। অর্থাগমও হবে। সিংহ : অহেতুক আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কথাবার্তায় খুব সংযমী থাকুন। কন্যা : পিঠ ও কোমরের ব্যথা বৃদ্ধি পাবে। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা। নতুন জমি কিনতে পারেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আজ প্রশংসিত হবেন। ব্যবসার কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। ধনু : ভাইয়ের সঙ্গে অযথা মতান্তর। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান কোনও দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন। মকর : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। অন্যের কথায় কোনও অচেনা আর্থিক সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করবেন না। কুম্ভ : আইনি সমস্যা কাটায় স্বস্তি। সন্তানের পড়াশোনার জন্য অর্থব্যয় হবে। ব্যবসায় বাবার সহায়তা লাভ। মীন : অংশীদারি ব্যবসায় মতান্তর ঘটলেও, পরে তা স্বাভাবিক হবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ শ্রাবণ, ১৪৩৩, ভাঃ ৫ শ্রাবণ, ২৭ জুলাই, ২০২৬, ১০ শাওন, সংবৎ ১৩ আষাঢ় সুদি, ১২ শফর। সূঃ উঃ ৫।৮, অঃ ৬।২০। সোমবার, ত্রয়োদশী অপরাহ্ন ৪।১৪। মূলানক্ষত্র দিবা ১১।৩৪। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ১২।৪৯। তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৪ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১১।৩৪ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, অপরাহ্ণ ৪।১৪ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৪৭ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ৩।২ গতে ৪।৪১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১১। ৪৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১১। ৩৪ গতে যাত্রা মধ্যম, দিবা ১২।৩৮ গতে পূর্বেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৩।২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট। অপরাহ্ণ ৪।১৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৮ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১১।১৯ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৩।৩৩ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

হারানো/প্রাপ্তি

I, Prasad Sarkar, S/o Netai Sarkar, Vill : Bibek Nagar, PO Hamiltonganj, Kalchini, Alipurduar. My SC Certificate No. WB2001SC201501620 dated 09.07.2015 is lost. If found, please call on : 9734769807. (C/123050)

UTTARBANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar
West Bengal-736165
Advt. No. UBKV/Rect./03/2026
Dated 24.07.2026
Walk-in-interview will be held for Part-Time Guest Lecturer in Computer Science and Engineering on purely temporary basis. Relevant details are available at the University website **www.ubkv.ac.in**
Sd/- Registrar (Actg.)
Date : 24.07.2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
e-NIT NO: -WBIW/EE/TBED/e-NIT-02/2026-27. Separate Tenders are invited by the Executive Engineer, Teesta Barrage Electrical Division on behalf of the Governor of West Bengal from eligible & resourceful contractors having sufficient credential and financial capability for execution of similar nature of work. Publication date: 27.07.2026 at 10:30 Hrs. Bid Submission start date: 27.07.2026 at 11:00 Hrs. Bid Submission end date: 05.08.2026 up to 13:00 Hrs. Tender ID: 2026_IWD_1034018_1. Detailed information regarding the e-NIT will be available in the Website:www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in. Executive Engineer, TeestaBarrage Electrical Division Tinbatti, Siliguri. ICA-T13460(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near – Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. 1) NIT080/Engg/2025–26 of SJDA (3rdCall) & 2) NIT081/ENGG/2025-26 of SJDA (2nd Call). Name of Work: 1) Construction of Pucca Road at Goli No. 4 Ward No. 14 under Jalpaiguri Municipality, Jalpaiguri & 2) Construction of Bituminous Road at Ward No. 25, Agantuk Goli under Jalpaiguri Municipality. Amount put to Tender- 1) Rs. 48,54,490.00 & 2) Rs. 34,42,495.00. Earnest Money- 1) Rs. 97,090.00 & 2) Rs. 68,850.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 27.07.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 14.08.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 17.08.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T13470(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি Amrit Saha আমার আধার কার্ড নং 3043 9188 9792 -তে নাম ও ঠিকানা ভুল থাকায় গত 22.07.26 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট (17368) বলে আমি Amrit Saha এবং Amrito Saha ঠিকানা ১২৯ পান্ডাপাড়া কলোনি স্ট্রিট নং ৮ ওয়ার্ড নং ১৩ P.S কোতোয়ালী P.O+DT - জলপাইগুড়ি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/122484)

•

আমি Arup Kanti Dhar, লাইসেন্সে Arup Dhar নথিভুক্ত হয়েছে। 24/7/26 তারিখে APD E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Arup Dhar থেকে Arup Kanti Dhar হইলাম। (C/122080)

•

আমি Sushil Pal, লাইসেন্সে Sushil Paul নথিভুক্ত হয়েছে। 6.5.2021 তারিখে APD E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sushil Paul থেকে Sushil Pal হইলাম। (C/122081)

•

আমি কবিতা বর্মন, স্বামী- ভিক্টর বর্মন, পিতা- দেবেন্দ্র নাথ ডাকুয়া, গ্রাম ও পো- বড় শালবাড়ি, থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার। আমার স্কুল সার্টিফিকেটে নাম আছে বিন্দেশ্বরী ডাকুয়া। 3/7/26 তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে স্বীকারোক্তি করিতেছি Bindeswari Dakua ও Kabita Barman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

•

আমি প্রদীপ রায়, পিতা নলীন্দ্র নাথ রায়, গ্রাম ও পো- নাটাবাড়ি, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। আমার 2000 সনের W.B.B.S.E. বোর্ডের মাধ্যমিক অ্যাডমিট, মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট (রোল- 1781 নং- 0338), রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নং- P321-01088 of 98-99 (IX)) পিতার নাম ভুলবশত উল্লেখ আছে Nalindra N Roy. 22/7/26 তারিখ তুফানগঞ্জ প্রথম শ্রেণি Ld. J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি সঠিক নাম Nalindra Nath Roy. Nalindra Nath Roy ও Nalindra N Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

•

আমি Atowar Hossain, S/o- Chhader Ali, গ্রাম- দেবত্তর চাড়ালজানী, পো- নাটাবাড়ি, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। আমার 1999 সনের W.B.B.S.E. বোর্ডের মাধ্যমিক অ্যাডমিট, মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট (রোল- 2301 নং- 0450), রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (নং- D321-01078 of 97-98 (IX)) পিতার নাম ভুলবশত উল্লেখ আছে Sader Ali. 18/7/26 তারিখ তুফানগঞ্জ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি সঠিক নাম Chhader Ali. Chhader Ali ও Sader Ali এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন-১৫০০০/-, পেট্রোল আলাদা। (M) 8116743501. (C/122931)

•

শিলিগুড়িতে ট্রাভেলিং এজেন্সির স্কুল বাস Data Entry করার জন্য মহিলা প্রয়োজন। Ph-7384259925. (C/122930)

•

Wanted a Female Assistant Teacher B.Sc Pure Science preferably B.Ed, SC category in maternity leave vacancy upto 27.12.2026. Apply to the Headmistress with biodata and Xerox copies of all testimonials within 10 days. Headmistress, Taraknath Sindurbala Balika Vidyalaya, P.O. Khoribari, Dist. Darjeeling, Pin 734427. Mob-9434350411. (C/122929)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, B+ বয়স 40 এর মধ্যে ID ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M No-7719279659. (C/123046)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Mohammad Rafique, S/o- Abdul Hakim, R/o 25/D, Rental Housing Estates, Maheshmati, P.S.-English Bazar, Dist-Malda, Pin-732101 (W.B.) আমার মেয়ের নাম-Sahila Nigar, পাসপোর্টে নং-U4985249 আমার নাম ভুল থাকায় গত ৮.৭.২০২৬-এ নোটারি পাবলিক মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে (নং-২০), আমার নাম Rafique Mohammad থেকে Mohammad Rafique করা হল, যা উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123045)

•

আমার কন্যা Supriya Barman-এর জন্ম শংসাপত্র নং CHAK (209/2014 তাং 14-10-2014, যেখানে আমার নাম Subodh Barman নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 10-07-2026, C.J. (J.R. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nudin Barman এবং Subodh Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ও পোঃ মরিচবাড়ি, থানা ঃ পুন্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/122616)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Electronic bids are invited by the Executive Engineer, Teesta Mechanical Division for 04 nos. Work from bonafide, resourceful contractor, Abridged e-NIT No : WBIW/EE/TMD/e-NIT-01/2026-27 Last date of bid submission : 11-08-2026. Detailed NIT may be seen at www.wbiwd.gov.in, wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Teesta Mechanical Division, I&WD, Tinbatti, Siliguri, Pin : 734005. ICA-T13459(3)/2026

আজ টিভিতে

চিকিৎসাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক তরুণীর ন্যায়বিচারের লড়াই।
তিলোত্তমা সন্ধে ৬.৩০ প্রতিদিন **স্টার জলসায়**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ কেলোর কীর্তি, দুপুর ১২.৪৫ অলৌকিক, বিকেল ৩.০০ প্রেমী নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৬.৪৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.০০ সাত পাকে বাঁধা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বড়বউ, দুপুর ১.৩০ বন্ধন, বিকেল ৪.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ৮.০০ বারুদ, ১১.১৫ নবাব
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শপথ নিলাম, বেলা ১১.০০ চৌধুরী পরিবার, দুপুর ২.০০ তোমায় পাবো বলে, বিকেল ৫.০০ মাটির মানুষ, সন্ধে ৭.০০ বাবা তারকনাথ, রাত ১০.৩০ চাওয়া পাওয়া
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হাত বাড়ালেই বন্ধু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সোনার সংসার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি
স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.১০ শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা, বিকেল ৩.৫৯ সোলজার, সন্ধে ৬.৩৮ গার্ডিয়ান, রাত ৮.৪৯ হঙ্গামা, ১১.২৩ হিরোপন্তি

মঙ্গলচণ্ডী সন্ধে ৬.৩০
কালার্স বাংলা

শোলে দুপুর ২.৩৪
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

মৃত্যুর মুখে শ্রীনিবাস। ফেরাতে কি পারবে কমলা?
তোলপাড় মহাসপ্তাহ **কমলা নিবাস** সন্ধে ৬.৩০ **জি বাংলা**

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দিব্যি চলছে পাচার

অবাধে যাতায়াত বালি ও গোরু-মোষের গাড়ির

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : দিনের আলোয় ঘোষপুকুর হয়ে যাতায়াত করছে বালিভর্তি ডাম্পার, অতিরিক্ত পণ্যবাহী লরি। আর রাত বাড়লেই ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গোরু, মোষের গাড়িগুলিকে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর এভাবেই শিলিগুড়ি মহকুমা হয়ে ফের বেআইনি কারবার জাঁকিয়ে বসছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও পুলিশ এবং পরিবহণ দপ্তর এই ধরনের ঘটনা সেভাবে মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি, রাস্তায় পুলিশ এবং মোটর ভেহিকল ইনস্পেক্টর (এমভিআই) সবসময় টহল দেন। বেআইনি কারবার দেখলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে সাধারণ মানুষের মতে, রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। কিন্তু বেআইনি কারবারে লাগাম টানা যায়নি। বালি সিন্ডিকেট পুনরায় রমরমিয়ে চলছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রসঙ্গে দার্জিলিং পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, 'পুরো বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়া থানা এবং ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' আবার দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ওভারলোডিং রুখতে এমভিআইরা রাস্তায় থাকেন। তার পরেও কীভাবে অতিরিক্ত পণ্য নিয়ে গাড়িগুলি চলাচল করছে তা খতিয়ে দেখা হবে।'

ঘোষপুকুর ট্রাফিক সিগন্যাল হয়ে বালিবোঝাই লরির যাতায়াত।

শিলিগুড়ি মহকুমায় বালি পাচারের সিন্ডিকেট বহু পুরোনো। গত চার বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক দাপুটে জনপ্রতিনিধির পরিচালিত সিন্ডিকেট মূলত এই বালি পাচারের কারবার পরিচালনা করেছে। তাঁর মদতেই মহকুমার প্রায় প্রতিটি নদী থেকে কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করে অবাধে বালি তুলে পাচার করা হয়েছে। কারবার চালিয়ে ওই জনপ্রতিনিধি কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ ছিল, সেসময় সবকিছু জেনেও প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসেছিল। মহকুমায় বালি পাচারের কোটি কোটি টাকার ভাগ কলকাতাতেও পৌঁছে যেত বলে অভিযোগ ছিল। রাজ্যে সরকার বদলের পর এই অবৈধ কারবার বন্ধ হবে বলে আশা করেছিলেন মহকুমাবাসী। মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন যে কোনও পাচারচক্র, সিন্ডিকেটরাজ বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে।

প্রতিদিন ঘোষপুকুরের বিভিন্ন নদী থেকে বালি তুলে ডাম্পার এবং অন্য গাড়িতে বাইরে পাচারের ছবি ধরা পড়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি গাড়িতেই ওভারলোডেড বালি বাইরে পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু তাই নয়, অন্যান্য পণ্যেরও ওভারলোড গাড়ি জাতীয় সড়ক হয়ে পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে বলে অভিযোগ। দিনে বালি তো চলছেই। তার পাশাপাশি রাত নামতেই গোরু, মোষবোঝাই গাড়িগুলি ঘোষপুকুর হয়ে বাংলাদেশমুখী হচ্ছে। অভিযোগ, ফাঁসিদেওয়া থানার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রতি রাতেই বাংলাদেশে গোরু, মোষ পাচার হয়। কিছু গাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলা হয়ে বিধাননগর, ঘোষপুকুর হয়ে ফাঁসিদেওয়ায় ঢুকছে। কিছু গাড়ি আবার বিহার থেকে খড়িবাড়ির চেকরমারি সীমান্ত দিয়ে এরাজ্যে প্রবেশ করে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাস্তা ধরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে ফুলবাড়ি বাইপাস ধরে সীমান্তে পৌঁছাচ্ছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক প্রশাসন, দাবি স্থানীয়দের।

- প্রতিদিন ঘোষপুকুরের বিভিন্ন নদী থেকে বালি তুলে ডাম্পার এবং অন্য গাড়িতে বাইরে পাচারের ছবি ধরা পড়েছে
- প্রত্যেকটি গাড়িতেই ওভারলোডেড বালি বাইরে পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়
- রাত নামতেই গোরু, মোষবোঝাই গাড়িগুলি ঘোষপুকুর হয়ে বাংলাদেশমুখী হচ্ছে

লাল মাটিতে গেরুয়া আগ্রাসন

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : একসময় যে মাটি চিনেছিল লাল পতাকার লড়াই, আজ সেখানেই জমি শক্ত করছে গেরুয়া শিবির। শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির হাতিঘিসার কথা বলা হচ্ছে। নকশাল আন্দোলনের পীঠস্থানে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে সংঘ পরিবার দীর্ঘদিন ধরে মেপে পা ফেলছিল। তার ফলও পেয়েছে তারা। এতদিন সেখানে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হলেও দলের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করতে পারেনি নেতৃত্ব। ছোট মিছিল বা বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু গত শনিবার থেকে এই হাতিঘিসাতেই শুরু হয়েছে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবির। এমন বড় আকারে আয়োজন এই প্রথম বলে দাবি করছে নেতৃত্ব।

হাতিঘিসা হাইস্কুলে বিজেপির ওই মণ্ডলের শিবির বসেছে। কিন্তু শিবিরের গেটে ছিল না দলীয় পতাকা বা চিহ্ন। বদলে ছিল মঙ্গলঘট আর ভারতমাতার ছবি। সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের তফাতটা ছিল চোখে পড়ার মতো। দলেরই অভিজ্ঞ নেতারা পাঠ দিলেন আদিবাসী, রাজবংশী কর্মীদের। নকশালপন্থার অবশিষ্টাংশ মুছে দিয়ে লাল মাটিকে সনাতন

হাতিঘিসা

ভাবাবেগে মুড়ে দিতে এই চাল রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভাবাচ্ছে।

রবিবার শিবিরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন গিয়েছিলেন। তিনি শিবিরে ভিড় দেখে উৎসাহিত হয়েছেন। ২০২১ সালেই এই বিধানসভায় পদ্ম ফুটেছিল। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের আগে হাতিঘিসার মতো জায়গায় সংগঠনের প্রকাশ্য কাজে নানা প্রতিকূলতা ছিল। এদিনের শিবিরে শুধু বুথ সভাপতিদের থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে বেশি করে নেতাদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মণ্ডল, শক্তি স্তরের নেতারাও শিবিরে ছিলেন।

হাতিঘিসা এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশ বসবাস করেন। সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে নিজেদের সুরক্ষার বিষয়টি সব সময়ই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। আরএসএস ও বিজেপি ঠিক এই অনুভূতির জায়গাতেই কাজ শুরু করেছে। কলার গাছ, মাঙ্গলিক ঘট কিংবা দেশমাতৃকার বন্দনার মধ্য দিয়ে তাঁরা এই বার্তাই দিতে চাইছেন যে, এই মতাদর্শ কোনও বিদেশি বা আরোপিত বিষয় নয়। বরং তা এদেশেরই মাটি ও আদি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর ফলে আদিবাসী সমাজ অতি সহজেই এই ভাবাবেগকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে। আনন্দময় বলেন, 'দলের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। বিজেপি সব সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়ন করছে। জনজাতিদের কথা বেশি করে ভাবে।'

ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডের গর্তে পড়ে বিকল হয়ে মাঝপথে দাঁড়িয়ে লরি। অন্য গাড়িচালকদের সতর্ক করতে গর্তে রাখা হয়েছে চাকা (ওপরে)। লরির লম্বা লাইনে ভোগান্তি নিত্যদিনের ঘটনা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : সেল্ফ হেল্প গ্রুপের কোষাধ্যক্ষকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত মুক্তি পাল নিজেও ওই গ্রুপের সদস্য। রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনাটি ঘটে। খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন মধুছন্দা ঘোষ নামে ওই কোষাধ্যক্ষ। যদিও মুক্তি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অভিযোগ, মুক্তি ঋণ নিয়ে শোধ করছিলেন না। ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার সহ ওই গ্রুপের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তার মধ্যস্থতায় তিনি গত সপ্তাহে টাকা শোধ করেন। এরপর মুক্তি ও তাঁর মেয়ে মধুছন্দাকে গালিগালাজ ও হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার বিবেক সিং বলেন, 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের দুর্নীতি হয়েছে। সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে।'

ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : সাউন্ড বক্সের আড়ালে ব্রাউন সুগার পাচারের চেষ্টা! যদিও সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ ও এসওজি'র যৌথ অভিযানে। রবিবার পরিবহণনগর এলাকা থেকে ২৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে সইদুল ইসলাম কালিয়াচকের বাসিন্দা এবং শচীনকুমার ঠাকুর কিশনগঞ্জের। সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ওই দুই ব্যক্তিকে পুলিশ প্রথমে আটক করে। এরপর তাঁদের সঙ্গে থাকা সাউন্ড বক্স থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।

চুরিতে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : কর্মস্থল থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ও ল্যাপটপ চুরির অভিযোগে রবিবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম বরুণ সরকার। তিনি পরিমলনগরের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, গত মাসে মাটিগাড়া থানা এলাকার এক দোকানের মালিক অভিযোগ করেন, তাঁর দোকানের সুপারভাইজার টাকা ও ল্যাপটপ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। পরে টাকা ও ল্যাপটপ ফেরত চাইলে দোকান মালিককে হুমকি দেওয়া হত বলে অভিযোগ।

বকেয়া না পেলে চলবে আন্দোলন

আজ জরুরি বৈঠক লংভিউ বাগানে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : লংভিউ চা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে ফের হস্তক্ষেপ দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের। সোমবার কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে লংভিউ চা বাগানেই জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেই বৈঠকে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা থাকবেন বলে খবর। অন্যদিকে, শনিবার কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া বাগানের মালিক গোবিন্দ গর্গকে রবিবার কার্সিয়াং আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শ্রমিকরা বলছেন, বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন সহ সমস্ত আন্দোলন জারি থাকবে।

আন্দোলনকারী শ্রমিক সংগঠন হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সুমেন্দ্র তামাংয়ের কথায়, 'কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক সোমবার দুপুরে লংভিউতে এসে বৈঠক করবেন। সেখানে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক সহ প্রশাসনের সমস্ত দপ্তরের প্রতিনিধি থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।'

২০১৪ সাল থেকে লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) নিয়ে সমস্যা চলছে। এই খাতে শ্রমিকদের মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকায়। এছাড়া শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি, লিভ ট্রাভেল অ্যালাউন্স (এলটিএ), ৭৮ জন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি, অফিস কর্মীদের বেতন সহ মোট বকেয়ার পরিমাণ আরও প্রায় তিন কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া মেটানোর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন শ্রমিকরা। প্রথম দিকে অবস্থান বিক্ষোভ, পরবর্তীতে রিলে অনশন কর্মসূচি করেন শ্রমিকরা। তাতেও কাজ না হওয়ায় এবার পালা করে পাঁচদিন করে অনশনে বসছেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রবিবার দার্জিলিং থেকে একটি পদযাত্রাও শুরু হয়েছে। এই পদযাত্রাটি এদিন সন্ধ্যায় কার্সিয়াং পৌঁছায়। সোমবার কার্সিয়াং থেকে লংভিউয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন সকলে। পদযাত্রাটি গন্তব্যে পৌঁছালে জনসভাও করা হবে।

এদিকে, বাগান শ্রমিকরা ৯৪ দিন ধরে আন্দোলনে শামিল হওয়ায় বাগানের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে মালিকপক্ষকেও বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। শ্রমিকরা অবশ্য বলছেন, মজুরি না পেলে কেন কাজ করব? পিএফ, বকেয়া মজুরি সমস্ত কিছু মিটিয়ে দেওয়া হোক। পরদিন থেকেই আবার প্রত্যেকে কাজে যোগ দেবেন।

চা শ্রমিক সংগঠনগুলির একাংশের বক্তব্য, বাগান মালিককে গ্রেপ্তার করার আগে প্রশাসন তাঁকে আলোচনায় বসে বকেয়া মেটানোর জন্য চাপ দিতে পারত। কিন্তু এভাবে মালিক গ্রেপ্তার হওয়ায় শ্রমিকদের বকেয়া আদায় আরও অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সুমেন্দ্রর বক্তব্য, 'বকেয়া না মেটা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন থেকে সরছি না।'

আন্দোলনকে সমর্থন করে পদযাত্রা। রবিবার।

> **কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক সোমবার দুপুরে লংভিউতে এসে বৈঠক করবেন। সেখানে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক সহ প্রশাসনের সমস্ত দপ্তরের প্রতিনিধি থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।**
>
> **সুমেন্দ্র তামাং**
> সম্পাদক, হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন

রাস্তার শিলান্যাস

নকশালবাড়ি, ২৬ জুলাই : রবিবার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করল নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি। কুমার শিজোত যাওয়ার বেহাল রাস্তার জন্য নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকায় গার্ডওয়াল এবং রাস্তার উপর বালি ফেলা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন কাজের শিলান্যাস করেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা শৈলেন রায়। মাস দুয়েক আগে বৃষ্টির জল জমে গোটা রাস্তা ভেঙে যায়। ফলে যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়। এই নিয়ে বিজেপি কর্মীরা নকশালবাড়ির বিডিও-কে অভিযোগ জানান। তারপরেই তৎপর হয়েছে প্রশাসন।

'এক হাঁড়ি' ব্যবস্থা জনগণনায়

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : ডিজিটাল পদ্ধতিতে হতে চলা জনগণনার কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে 'এক হাঁড়ি' ব্যবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'সেল্ফ এনুমারেশন' অর্থাৎ 'স্ব-গণনার' সময় আমজনতাকে এই বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। এনিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং পাড়ায়-পাড়ায় হোর্ডিং লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামীদিনে শহরজুড়ে এনিয়ে মাইকিংও করা হবে বলে জানা গিয়েছে। লক্ষ্য, স্ব-গণনায় সাবলীলভাবে আমজনতা যাতে অংশ নিতে পারে। এক পুর আধিকারিক বলেন, 'অগাস্ট মাসের প্রথম ১৫দিন স্ব-গণনার কাজ চলবে। এই সময় শহরের বাসিন্দারা নির্দিষ্ট পোর্টালে লগ ইন করে পরিবার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আপলোড করার সুযোগ পাবেন। একটি পরিবারের তরফে যে কোনও একজন তথ্য আপলোড করলেই হবে। তবে, এক্ষেত্রে যদি কেউ কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, সেক্ষেত্রে পুরনিগম কিংবা বরো অফিসে গিয়ে সহযোগিতা নিতে পারবেন।'

পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডকে প্রায় ১২০০টি এনুমারেটর ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। ৬০০ জন এনুমারেটরকে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। সোমবার থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬০০ জন এনুমারেটরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পৃথক পাঁচটি বরোতে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, এনুমারেটর হিসেবে শিক্ষক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশাকর্মী ও নির্মল সাথীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। অগাস্ট মাসের ১৬ তারিখ থেকে তাঁরা শহরের বিভিন্ন বাড়িতে যাবেন। 'এক হাঁড়ি' কনসেপ্টে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সবটাই ডিজিটাল মাধ্যমে হবে। সেই কাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপর্বে এনুমারেটরদের সমস্তকিছু বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট অ্যাপে জনগণনার তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে এক হাঁড়ি কনসেপ্ট মেনে চলা হবে। এক্ষেত্রে কোনও পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলে সেটা এক হাঁড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। তবে কোনও ক্ষেত্রে তা যদি ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে ওই পরিবারের ক্ষেত্রে হাঁড়িপিছু সদস্যর তথ্য সংগ্রহ করা হবে। স্ব-গণনার ক্ষেত্রেও পরিবারের সদস্যদের এই বিষয়টি মেনে চলতে হবে। যৌথ পরিবার হলে একজন সদস্য নির্দিষ্ট পোর্টালে লগ-ইন করে তথ্য আপলোড করলেই হবে। তথ্য আপলোড হলেই আইডি পেয়ে যাবেন। ১৬ তারিখের পর সেই আইডি এনুমারেটরদের হাতে তুলে দিলেই হয়ে যাবে।

তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, কোনও পরিবারের তরফে যদি তথ্য গোপন করা হয়? এনিয়ে সেন্সাস কর্তারা জানাচ্ছেন, এখন তথ্য যাচাইয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। সাধারণ মানুষ যে তথ্য দেবেন, তা সত্যি বলে ধরে নেওয়া হবে। সেই তথ্যই পোর্টালে লিপিবদ্ধ করা হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন নির্ভুল তথ্য দেন।

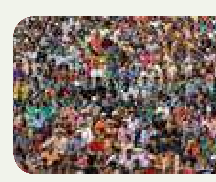

- অগাস্ট মাসের প্রথম ১৫ দিন স্ব-গণনার কাজ চলবে
- এই সময় শহরের বাসিন্দারা নির্দিষ্ট পোর্টালে লগ ইন করে পরিবার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আপলোড করার সুযোগ পাবেন
- একটি পরিবারের তরফে যে কোনও একজন তথ্য আপলোড করলেই হবে

বাম-বিজেপি সংঘর্ষ কোচবিহারে

কোচবিহার, ২৬ জুলাই : রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না কোচবিহারে। শনিবার রাতে এবিএন শীল কলেজের হস্টেলে এবিভিপি ও সেখানকার পড়ুয়াদের সংঘর্ষের রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার দুপুরে বিজেপি এবং ডিওয়াইএফআইয়ের সংঘর্ষে গুঞ্জবাড়িতে উত্তেজনা ছড়ায়। দুই পক্ষের সংঘর্ষের পাশাপাশি একটি টোটো, স্কুটার এবং পেট্রোল পাম্পে ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। রবিবার ডিওয়াইএফআইয়ের একটি সাংগঠনিক কর্মসূচি ছিল গুঞ্জবাড়ির পঞ্চানন ভবনে। অভিযোগ, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচি রুখতে সেখানে অংশ নিতে যাওয়ার পথে জেলার পাঁচটি জায়গায় মোট সাতটি গাড়ি ভাঙচুর করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

এরপর কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়িতে কর্মসূচি চলাকালীন সেখানে বেশ কিছু বিজেপির কর্মী-সমর্থক ঢুকে তা বানচাল করার চেষ্টা করেন। সেই সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভবনের বাইরে থাকা একটি পেট্রোল পাম্পে আশ্রয় নেন বিজেপির কর্মীরা। সেখানে গিয়ে আক্রমণ করেন ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মীরা। দুই পক্ষের সংঘর্ষে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছেন। ডিওয়াইএফআইয়ের নেতা সৈনিক শূর বলেছেন, 'প্রশাসনিক অনুমতি নিয়ে আমরা দলীয় কর্মসূচি করছিলাম। হঠাৎ বিজেপির গুন্ডারা ভিতরে ঢুকে হামলা চালায়। রাজ্যের গুন্ডা দমন আইন এখন কোথায় গেল?' তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমরা গুন্ডাদের প্রতিরোধ করেছি। ওদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আরও বেশি প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।' বিজেপির জেলা সহ সভাপতি দীপা চক্রবর্তী বলেছেন, 'বিজেপি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বামেরা যখন বিরোধী ছিল তখন তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে ভয় পেত। তখনও তারা বিজেপির ওপর আক্রমণ করত এখনও তাই করার চেষ্টা করছে।'

অভিযোগ, দিনহাটা থেকে কোচবিহারে কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে ঘুঘুমারিতে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এছাড়াও ডাউয়াগুড়ি, চিলাখানা, তুফানগঞ্জ ও মারুগঞ্জে কর্মীদের বাধা দিয়েছে বিজেপি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা অনুপ পাত্র - কে 18.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72L 73435 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির তৈরি করা বিজয়ীদের দীর্ঘ তালিকায় যুক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমি সত্যিই প্রশংসা করি যে তারা এত কম মূল্যে এই সুযোগটি সম্ভব করে তুলেছে। আমি শুধু এই বিশাল পুরস্কারের জন্যই কৃতজ্ঞ নই বরং ডিয়ার লটারি অগণিত মানুষকে যে আশা জোগায় তার জন্যও কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জঙ্গলে ডাবল ডেকার লেনের ভাবনা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৬ জুলাই : কোনও গতির ধরাবাঁধা সর্বোচ্চ সীমা নেই। ডুয়ার্সের জঙ্গলের বুক চিরে হুহু করে ছুটছে গাড়ি। কিন্তু তাতে কোনও বন্যপ্রাণের ক্ষতি হওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। কারণ মাটির সমতলে নয়, গাড়ি ছুটছে একেবারে দোতলা রাস্তার উপর দিয়ে।

স্বপ্ন মনে হচ্ছে? নীচে অটুট সবুজ বন, মাথার উপর দিয়ে ছুটছে দূরপাল্লার যান- এমন দিন হয়তো আর বেশি দূরে নেই। লাটাগুড়িতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এমনই রাস্তা বানাবার চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্য একটাই-গতিও থাকবে, প্রকৃতিও থাকবে। কেবল বুনো বাঁচাবার কথা তো নয়, চার লেনের জাতীয় সড়ক বানাতে গিয়ে যাতে হাজার হাজার গাছ কাটতে না হয়, তার বিকল্প হিসেবেই ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের জঙ্গল অংশে ডাবল ডেকার লেন তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও গোটা বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে।

সম্প্রতি চালসা গোলাই থেকে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট পর্যন্ত ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-এর হাতে এসেছে। বর্তমানে প্রকল্পের ডিপিআর (ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরির কাজ চলছে। এনএইচআইডিসিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার রাহুল গুপ্তা বলেন, 'ডাবল ডেকার রোড প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। পরিবেশ ও বনাঞ্চলের ক্ষতি যতটা সম্ভব এড়িয়ে কীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়, সেই বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

এই ব্যবস্থায় বর্তমান রাস্তার উপরে আরও একটি উঁচু রাস্তা বা ফ্লাইওভার তৈরি করা হবে। নীচের রাস্তা দিয়ে স্থানীয় যানবাহন চলবে, আর উপরের রাস্তা ব্যবহার করবে দ্রুতগতির ও দূরপাল্লার যানবাহন। ফলে নতুন করে রাস্তা চওড়া করার প্রয়োজন অনেকটাই কমবে।

এই মুহূর্তে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ ডাবল ডেকার হাইওয়ে চালু রয়েছে, ভারতে এমন উদাহরণ নেই। তবে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড করিডর নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আর পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভেও এনএইচ-৪৪'এর কিছু অংশে এলিভেটেড সেকশন ও আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে। যদি শেষপর্যন্ত ডুয়ার্সে জঙ্গল বাঁচিয়ে ডাবল ডেকার লেন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়, তবে তা উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি গোটা দেশেই পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো নির্মাণের এক নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ডুয়ার্সের অন্যতম দর্শনীয় আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে।'

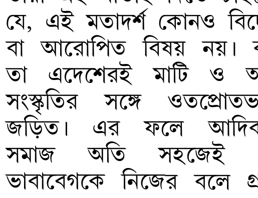

- লাটাগুড়ি-গরুমারা জঙ্গলের প্রায় ৮ কিলোমিটার অংশে গাছ কাটা এড়াতে ডাবল ডেকার লেনের ভাবনা
- নীচের স্তরে স্থানীয় যান, উপরের স্তরে দূরপাল্লার যান চললে বনাঞ্চলের ক্ষতি অনেকটাই কমবে
- এটি উত্তরবঙ্গের নতুন আকর্ষণ হতে পারে

বৈদ্যনাথ আসলি আয়ুর্বেদ

আপনার পরিবারে কারও কি হাই ব্লাড সুগার আছে?

করলা আর জামুনের দ্বিগুণ শক্তির সাহায্যে আপনার স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখুন।

করলা জামুন জুস

- ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে
- সুগার মেটাবলিজম উন্নত করে

চিনি কৃত্রিম রং কৃত্রিম ফ্লেভার নেই

Scan to buy www.baidyanath.com 9798678474, 8420044204

সেতুর দেখা নাই রে...

লাল ফিতের ফাঁসে আটকে রয়েছে উত্তরবঙ্গের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ। যেমন ইসলামপুরের দলঞ্চার উপর সেতু। দিনের পর দিন ফাইলবন্দি থাকা সেইসব প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী? জবাবদিহি চাইতেই শুরু হল 'ফাইলবন্দি উত্তর'।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৬ জুলাই : 'কী দাদা, ব্রিজ হবে নাকি?' দলঞ্চার সাঁকো পেরোতে পেরোতে পাশের ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন মহম্মদ জৈনুল। প্রশ্ন শুনে রীতিমতো ঝাঁঝিয়ে উঠলেন আখতার। উত্তর এল, 'ক্ষমতায় থাকতে এরা কোনও কাজ করবে না। আর এখন বিধানসভায় ব্রিজের দাবি তুলে আমাদের আইওয়াশ করছে!'

বুঝতে অসুবিধা হয় না, আখতার কার কথা বলছেন। তাঁর নিশানায় স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল, যিনি সম্প্রতি বিধানসভার অধিবেশনে দলঞ্চা নদীতে সেতু তৈরির দাবি রাখেন। কিন্তু এই প্রশ্নও তো স্বাভাবিক, দীর্ঘ ১৫ বছর তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল, তখন সেতু তৈরি হল না কেন?

তৃণমূল আমলে সরকারকে সেতুর জন্য স্থানীয়রা পিলারের একাংশ ও অ্যাপ্রোচ রোডের জন্য জমি দান করেন। তা সত্ত্বেও সেতু তৈরির ফাইল বিশবাঁও জলে। বরাদ্দ মেলেনি। প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছিলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে ফাইল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তারপর কী হল, জানা যায়নি। আর

■ পিলারের একাংশ ও অ্যাপ্রোচ রোডের জন্য জমি দান করেন স্থানীয়রা, তা সত্ত্বেও সেই ফাইল বিশবাঁও জলে, বরাদ্দ মেলেনি

■ এখন বিধায়ক বিধানসভায় সেতু তৈরির দাবি তুলছেন, জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে

তাই বিধায়কের বিধানসভায় সেতু তৈরির দাবিকে আদতে 'আইওয়াশ' ছাড়া আর কিছু মনে করছেন না বাসিন্দারা।

আসলে সেই বাম আমল থেকে দলঞ্চায় সেতু তৈরির দাবি চলে আসছে। মাঝে নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। সেতুর দাবিতে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি, রাস্তায় আগুন জ্বেলে বিক্ষোভ- সবই হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতঃপর ভোট এসেছে, গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেতু তৈরি হয়নি। গত পাঁচ দশকে সাঁকো ভেঙে যাওয়া, জলের তোড়ে তলিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। সাঁকো থেকে পড়ে দুর্ঘটনার রেকর্ড কম নয়।

ইসলামপুর শহরে যাওয়ার ক্ষেত্রে দলঞ্চার এই নদীপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা সাঁকোটি ব্যবহার করেন। সেতুর জন্য জমি দিয়েছিলেন আফাজুল হক। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'নেতা-মন্ত্রী সহ প্রশাসনের কর্তারা বলেছিলেন, জমি দাও, সেতু নাও। অথচ এতদিন কেটে গেল, আদৌ সেতু হবে কি না, সেই খবরটুকু আমাদের কাছে নেই।' আরেক জমিদাতা মহম্মদ আবাইদুল্লার ক্ষোভ, 'ভোটের নামে সেতুর টোপ নতুন নয়। এই খেলা দশকের পর দশক চলছে।'

রবিবার সাঁকোর কাছে পৌঁছাতেই দেখা গেল, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, শ্রমিক, পড়ুয়া সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মাথাপিছু ১০ টাকা ঘাট মালিককে দিয়ে সাঁকো পার করছেন। একসঙ্গে দুজন থাকলে ভাড়া ১৫ টাকা। ঘাট মালিক ইদাদুল হকের কথা, 'বাঁশের যা বাজারমূল্য তাতে আমরা নিরুপায়। সেতু হলে এলাকার উন্নতি হবে। বাজারঘাট বসবে। সেই আশায় দিন গুনছি।'

স্থানীয়রা জানালেন, ইসলামপুর থেকে জগতাগাঁও যেতে সাঁকো পেরোনোটাই শর্টকাট। অন্যথায় মাটিকুন্ডা দিয়ে ঘুরপথে যেতে হয়। পাটাগড়ার বাসিন্দা মুখতার আলি খান বললেন, 'সব রাজনৈতিক গল্প। কত বার সেতু হবে শুনলাম, কিন্তু হল না। নেতারা তো আর ভোগান্তিতে পড়েন না। ফলে আমাদের যন্ত্রণা বুঝবেন না।'

মানুষের ক্ষোভ ও ভোগান্তির প্রশ্নে কানাইয়া অবশ্য বলছেন, 'আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন একাধিক সেতু হয়েছে। তবে দলঞ্চায় সেতুর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বিধানসভায় যেমন বলেছি, তেমনই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে জানিয়েছি। আশা করি তিনি পদক্ষেপ করবেন।'

পড়ুয়া সংকটে বাংলামাধ্যম

বন্ধের মুখে প্রাইমারি স্কুল

মহম্মদ হাসিম

নানা সমস্যায় ধুঁকছে মিরজাংলা প্রাইমারি স্কুল। নকশালবাড়ি ব্লকে।

নকশালবাড়ি, ২৬ জুলাই : মাত্র ছয়জন পড়ুয়া। শিক্ষক তিনজন। একসময় পড়ুয়াদের কোলাহলে গমগম করত যে ক্লাসরুম, করিডর, খেলার মাঠ- সেখানেই এখন কেবল একরাশ নীরবতা। প্রতিদিন সর্বসাকুল্যে এক থেকে দুজন পড়ুয়া স্কুলে আসে। কোনওদিন আসে না কেউ। পড়ুয়াসংকটে ধুঁকছে নকশালবাড়ি ব্লকে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মিরজাংলা প্রাইমারি স্কুল।

বিগত তিন বছরে ওই স্কুলে একজন পড়ুয়াও ভর্তি হয়নি। আগামী কয়েক বছরে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। অথচ স্কুলটিতে পরিকাঠামোর খামতি নেই। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকায় গড়ে তোলা হয়েছে মিড-ডে মিলের জন্য পাকা রান্নাঘর, শৌচালয়। রয়েছে পাঁচটি ক্লাসরুম, খেলার সামগ্রী ও বিশাল মাঠ। সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। বিএডিপি ফান্ড থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে সমস্ত বিদ্যালয় চত্বরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়েছে।

তাহলে কেন পড়ুয়া সংখ্যা এত কম? শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, গ্রামের আশপাশে বাংলামাধ্যমের হাইস্কুল না থাকায় পঞ্চম শ্রেণির পর ভর্তি নিয়ে সমস্যায় পড়ে পড়ুয়ারা। তাছাড়া গ্রামের কাছে রয়েছে একাধিক সরকারি হিন্দিমাধ্যম এবং বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। স্থানীয়রা ওই হিন্দি ও ইংরেজিমাধ্যমেই ছেলেমেয়েদের ভর্তি করছেন। তাই পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও ব্রাত্য সরকারি বাংলামাধ্যম প্রাইমারি স্কুল।

কিন্তু অন্য কোনও উপায়ে কি স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা বাড়ানো যায় না? শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তাঁরা এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু কেউ রাজি হননি বলে দাবি। স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রশ্মি কুল্লু বলেন, 'আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কাছে ইংরেজি অথবা হিন্দিমাধ্যম চালু করার দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দাবি পূরণ হয়নি। এখন অনেকে দিনমজুরি করেও ছেলেমেয়েদের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াচ্ছেন। এখানে সেই ব্যবস্থা করলে স্কুলটা বেঁচে থাকত।'

১৯৭৩ সালে বিজলি নদীর তীরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রায় দুই একর জমির উপর স্থাপিত হয়েছিল মিরজাংলা প্রাইমারি স্কুল। ১৩ বছর আগেও ওই স্কুলে ২০০ পড়ুয়া ছিল। আর এখন? পঞ্চম শ্রেণিতে একজন, চতুর্থ শ্রেণিতে তিনজন এবং তৃতীয় শ্রেণিতে দুজন পড়ুয়া। চতুর্থ শ্রেণির আবার দুজন পড়ুয়া স্কুলে আসে না কারণ তারা বিশেষভাবে সক্ষম। গত তিন বছর প্রি-প্রাইমারি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কোনও পড়ুয়া নেই। সেখানে শিক্ষক রয়েছেন তিনজন। দুজন স্থায়ী এবং একজন প্যারাটিচার।

এদিকে, মিরজাংলা প্রাইমারি স্কুল প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছেন নকশালবাড়ি সার্কেলের এসআই চিরঞ্জিৎ ঘোষ। তিনি কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। তবে নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা। বিডিও এবং এসআই-এর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমি খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে জানাব।'

এসআইআর-এ নাম বাদে নতুন উদ্বেগ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-এর পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়াদের উদ্বেগের শেষ নেই। নাম তুলতে দিনকয়েক আগেও নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। তার ওপর জন্মমৃত্যুর সার্টিফিকেট নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য তদন্ত শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া লোকজনের একাংশের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও পুরসভা থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জন্মমৃত্যুর ভুয়ো সার্টিফিকেট বার করা হয়েছে। ফুলবাড়ি-১ ও ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বহু মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে তদন্ত শুরু হতেই এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে, দাবি তৃণমূল নেতা ইয়ানুল হক মুন্সির। তাঁর কথায়, 'ভোটারদের হয়রান করতে বিজেপি

> আমাদের নাম ট্রাইবিউনালে আবেদনের পরও ভোটার তালিকায় ওঠেনি। তাই মেয়ের জন্মের শংসাপত্র বৈধ থাকবে কি না বুঝতে পারছি না।
>
> **সামসুল মহম্মদ** পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা

সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। জন্মমৃত্যুর সার্টিফিকেট নিয়ে তদন্তের নামে আগামীদিনে আবার মানুষকে লাইনে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই শংসাপত্রের জন্য কাকে, কখন ডেকে পাঠানো হবে- তা নিয়ে বাসিন্দারা চিন্তিত।'

পরিবারের চার সদস্যের নাম বাদ গিয়েছে ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা সামসুল মহম্মদের। বলছিলেন, 'দুই বছর আগে মেয়ে হয়েছে। তার জন্মের সার্টিফিকেট রয়েছে। এদিকে, আমাদের নাম ট্রাইবিউনালে আবেদনের পরও ভোটার তালিকায় ওঠেনি। তাই মেয়ের জন্মের শংসাপত্র বৈধ থাকবে কি না বুঝতে পারছি না।'

যদিও বাংলাদেশ থেকে এ দেশে আসা সেখানকার সংখ্যালঘুদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই বলে জানিয়েছেন বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রাহুল বর্মন। তিনি বলেন, 'যারা টাকা খাইয়ে জন্মের শংসাপত্র বানিয়েছে, সেই অনুপ্রবেশকারীদের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হবে।'

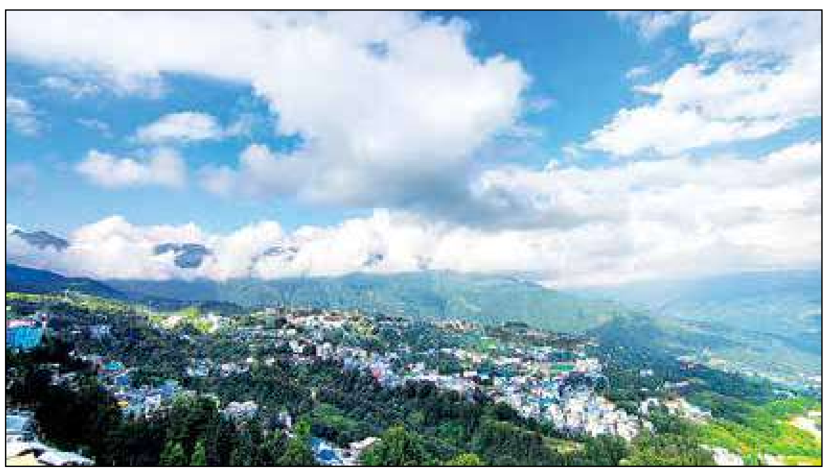

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেঘের ভেলা।। *অরুণাচলপ্রদেশের তাওয়াং মনাস্টেরিতে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের অর্ক দে।*

রিলসে ট্রাফিক আইন ভাঙলে ব্যবস্থা

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : সামাজিক মাধ্যমে রিলসে ভিউ বাড়ানোর জন্য ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করলেই এবার মোবাইলে চলে আসতে পারে চালানের মেসেজ। শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে শুধু রাস্তাতেই নয়, সামাজিক মাধ্যমের ওপরও নজর রাখা শুরু করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ।

রিলস তৈরির নামে ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী কোনও গাড়ি কিংবা বাইক সামাজিক মাধ্যমে নজরে এলেই সেই নম্বর প্লেটকে চিহ্নিত করা হবে। এমনকি এ ধরনের কোনও রিলসে নম্বর প্লেট নজরে না পড়লেও যে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ওই রিলস ছাড়া হবে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে যোগাযোগ করা হবে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'শহরে ট্রাফিক আইন ভাঙা সংক্রান্ত কোনও ধরনের দৃশ্য নজরে পড়লেই আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রিলসে ভিউ বাড়ানোর জন্য বাইক বা গাড়িতে অনেক সময়েই বিপজ্জনকভাবে স্টান্টবাজি করতে দেখা যাচ্ছে। রিলসের আকারে সেই দৃশ্য পোস্ট করে নিজেদের 'কুল'

মোবাইলে পৌঁছে যাবে চালান

দেখানোর পাশাপাশি তথাকথিত ফেমাস হওয়াই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি এ রকমই এক রিলসে দেখা গিয়েছে, একটি গাড়ি চেকপোস্ট থেকে চম্পাসারি মোড়ের দিকে যাচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে চলা ওই গাড়িতে কয়েকজন তরুণ বসে রয়েছেন। চলন্ত গাড়িতেই কয়েকজন তরুণ মদ্যপান করছেন। বিষয়টা ইতিমধ্যেই ট্রাফিক প্রশাসনের নজরে এসেছে। ভিডিও দেখে প্রয়োজনীয় চালান কাটার প্রস্তুতি শুরু করেছে ট্রাফিক প্রশাসন।

সম্প্রতি বর্ধমান রোড উড়ালপুলেও রাতে একটি স্কুটারে দুই তরুণী ও এক তরুণকে একসঙ্গে বিপজ্জনক স্টান্ট করে রিলস বানাতে দেখা গিয়েছে। ওই রিলসে দেখা গিয়েছে, ট্রিপল ক্যারি করার সময় চালক ওই তরুণ দুই হাত ছেড়ে দিয়েছেন। মাঝে বসা এক তরুণী মোবাইল ওপরে তুলে তিনজনকে দেখিয়ে 'ডায়ালগ' বলছেন।

সম্প্রতি একটি রিলসে দেখা গিয়েছে, সেবক রোডে রাতে চলন্ত বাইকে এক তরুণ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সামনে থেকে কেউ সেই রিলস বানাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে থাকা ওই তরুণের পিছনে বসা আর এক তরুণের হাতে মদের বোতল। সেবক রোড এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'রংটংয়ের রাস্তাতেও বিপজ্জনকভাবে বাইক দিয়ে রিলস বানানো হচ্ছে।'

মানব পাচার রোধে জোর সচেতনতায়

খড়িবাড়ি, ২৬ জুলাই : বিশ্ব মানব পাচারবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে যৌথভাবে বাইক র‍্যালির আয়োজন করল এসএসবি-র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন ও শিলিগুড়ি সেবাকেন্দ্র। রবিবার সকালে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে বাইক র‍্যালিটি শুরু হয়ে নকশালবাড়ি, পানিঘাটা ও দুধিয়া হয়ে মিরিকে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন এসএসবি-র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট ধীরজ পাওয়ার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেপাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের ডিএসপি বিকাশ থাপা, নেপাল পুলিশের ডিএসপি নিশেষ চাপাগাই, সেবাকেন্দ্রের পরিচালক ফাদার নরেশ বেক সহ এসএসবি-র আধিকারিকরা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট ধীরজ পাওয়ার বলেছেন, 'ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মানব পাচারের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এই বাইক র‍্যালির মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে, যাতে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ চোখে পড়লে দ্রুত প্রশাসন বা সীমান্তরক্ষা বাহিনীকে জানানো হয়। এছাড়া চাকরি, অর্থ বা উন্নত জীবনের প্রলোভনে সাধারণ মানুষ যাতে প্রতারিত না হন, সে বিষয়ে সজাগ করতেই এই সচেতনতা অভিযান।'

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। রবিবার ঘটনাটি ঘটে ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় সত্তরোর্ধ্ব এই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়।

শিলিগুড়িতে পুনর্বাসন দাবি

নিতাই সাহা ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : গতি পাচ্ছে উত্তরের ট্রেন চলাচল। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের পাশাপাশি শিলিগুড়ি-নিউ জলপাইগুড়ি ডাবল লাইনের কাজে আর দেরি করতে চাইছে না রেল। তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের ক্ষেত্রে যেমন সমীক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে, তেমনই ডাবল লাইনের জন্য চলছে উচ্ছেদ সংক্রান্ত নোটিশ ধরানো। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং পুনর্বাসনের দাবিতে যথারীতি উদ্বেগে থাকা বাসিন্দাদের নিয়ে আন্দোলনের পথে সক্রিয় সিপিএম।

বাংলায় রেলপ্রকল্পের ক্ষেত্রে জমিজট কাটছে এবং এখন পর্যন্ত প্রয়োজনের ২৭ শতাংশ জমি পাওয়া গিয়েছে বলে শুক্রবারই রাজ্যসভায় জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। জানা গিয়েছে, এনজেপি-আলুয়াবাড়ি রুটের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের জন্য যে সমীক্ষা শুরু হয়েছে, তাতে মূলত দেখা হচ্ছে জমি সংক্রান্ত বিষয়টি। হাতে যে জমি রয়েছে, তাতে দুটি লাইন তৈরি সম্ভব কি না, নিজস্ব কতটা জমি দখল হয়ে রয়েছে, এমন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি রাজ্যের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করবে রেল। এই প্রকল্পটি রেলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেন এই রুটে চলাচল করায়, আপ ও ডাউন দুটি লাইনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কোনওভাবে একটি ট্রেন লেট করলে তার প্রভাব পড়ছে বাকি ট্রেনগুলির চলাচলে। তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের কাজ শেষ হলে ট্রেন চলাচলে গতি বাড়ার পাশাপাশি নতুন ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা। জানা গিয়েছে, কাটিহার ডিভিশনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিশেষ একটি দল সমীক্ষার কাজ করছে। ওই কাজ শেষ হলেই ডিপিআর তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের পর আলুয়াবাড়ি থেকে কিশনগঞ্জ পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন পাতা হবে। সর্বশেষ পর্যায়ে মালদা পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন পাতা হবে। সমীক্ষা প্রসঙ্গে কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম (এনজেপি) অজয় সিং বলেন, 'রেলমন্ত্রকের তরফে অনুমোদন মেলার পরই বিশেষ দল নির্দিষ্ট প্রকল্পের সার্ভের কাজ শুরু করেছে। শীঘ্রই প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে।'

এনজেপি থেকে আলুয়াবাড়ি রুটে রেলের সমীক্ষা

অন্যদিকে এনজেপি-শিলিগুড়ি ডাবল লাইনের জন্য উচ্ছেদ নোটিশ দেওয়া শুরু করেছে রেল। পুনর্বাসনের দাবিতে পালটা আন্দোলনে নেমেছে সিপিএম। শনিবার রেলের তরফে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রেল কলোনি এলাকায় উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শনগর, দুর্গানগর, তেঁতুলতলা এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডের স্বামীনগরে রেল কলোনিতে বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে রবিবার সভা করা হয়। পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার।

চলন্ত বাসে অসুস্থ চালক

নকশালবাড়ি, ২৬ জুলাই : অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন এক মহিলা সহ দুই শিশুকন্যা। শিলিগুড়ি থেকে পানিট্যাঙ্কিগামী এক বাসের চালক রবিবার নকশালবাড়ি থানার সামনে পানিঘাটা মোড়ে বাস চালাতে চালাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় রাস্তার পাশে স্কুটার নিয়ে দাঁড়িয়ে ওই মহিলা আনারস কিনছিলেন। তাঁর পাশে দুটি বাচ্চা মেয়ে ছিল। আচমকা বাসটি মহিলার দিকে এগিয়ে আসে। যদিও কোনওভাবে চালক বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করেন। যদিও বাসের ধাক্কায় স্কুটারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়রা চালককে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ফাঁসিদেওয়া, ২৬ জুলাই : নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি-নকশালবাড়ি শাখার যৌথ পরিচালনায় রবিবার বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ফাঁসিদেওয়া বালিকা বিদ্যালয় এবং বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই আয়োজন হয়েছিল। আবৃত্তি, সংগীত, একক নৃত্য, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। ১৫০ জন প্রতিযোগী মোট ৩২টি ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, সভাপতি শুক্লা দাস, সহ সভাপতি কাজল দাস প্রমুখ।

রক্ষা বুনোর

আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুলাই : গত দুই মাসে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেল ট্র্যাকে প্রায় ৫০টি বা তার বেশি হাতি ও বন্যপ্রাণী পারাপারের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। তবে বর্ষা বা প্রজননের সময় হাতি ও হরিণের মতো বন্যপ্রাণীর ট্র্যাক পারাপার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের তৎপরতায় কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। বনাধিকারিকদের বক্তব্য, এই সময় সাধারণত বনাঞ্চলে মানুষের অবাধ যাতায়াত বন্ধ থাকায় কোলাহল কম থাকে। যে কারণে এই তিন মাস হাতি, হরিণ জাতীয় বন্যপ্রাণীরা অবাধে জঙ্গল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গল লাগোয়া রেল ট্র্যাকে চলে আসার ঘটনাও বৃদ্ধি পায়। লোকোপাইলটরা তাই সতর্ক থাকছেন বলে জানান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আসিফ আলি। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৯ জুন মাদারিহাট-হাসিমারা রুটে দুটি শাবক সহ তিনটি হাতি ট্র্যাক পার হওয়ার সময় লোকোপাইলট বা চালক দূর থেকেই তা দেখতে পেয়ে ট্রেন থামিয়ে দেন। এতেই হাতিগুলি রক্ষা পায়।

প্রশ্নের মুখে মহানন্দার ইকো সেনসিটিভ জোন

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : সম্প্রতি মহানন্দা অভয়ারণ্যের চারপাশের এক কিলোমিটার এলাকাকে 'ইকো সেনসিটিভ জোন' ঘোষণা করার বিষয়ে বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁয়ের উপস্থিতিতে শিলিগুড়িতে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিসর ৩ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ১ কিলোমিটার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। এভাবে ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিসর কমালে বাস্তুতন্ত্র এবং বন্যপ্রাণের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলো।

শনিবার শিলিগুড়ি এবং ডুয়ার্সের বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা হয়। সেখানে ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিসরের পরিমাণ এক কিলোমিটার করা হলে বাস্তুতন্ত্র এবং বন্যপ্রাণের ওপর কী বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। এক কিলোমিটারের পরিবর্তে সমীক্ষা করে অভয়ারণ্যের যেদিকে যতটা প্রয়োজন, ততটা ইকো সেনসিটিভ জোন করার বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়। এই প্রস্তাব দ্রুত বনমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে।

মহানন্দা অভয়ারণ্য উত্তরবঙ্গের জীববৈচিত্র্যের প্রাণকেন্দ্র। এই অভয়ারণ্য সংলগ্ন অনেক জায়গায় পর্যটক টানতে অপরিকল্পিতভাবে বহু বাণিজ্যিক নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে এলিফ্যান্ট করিডরগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এর জেরে প্রায়শই লোকালয়ে বন্যপ্রাণী

ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে শিলিগুড়িতে বৈঠক।

ঢুকে পড়ছে বলে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলোর দাবি।

অবসরপ্রাপ্ত বন আধিকারিক মানব চক্রবর্তী বলেন, 'পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য ইকো সেনসিটিভ জোন গুরুত্বপূর্ণ। আগে এই জায়গায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন থাকত। কিন্তু বর্তমানে ইকো সেনসিটিভ জোনকে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করার ফলে বন্যপ্রাণীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, হাতি করিডরের সামনে রিসর্ট গড়ে উঠেছে। মানুষ ও বন্যপ্রাণীদের সংঘাত বাড়ছে।'

সরকারি পশু হাসপাতালের এক চিকিৎসকের আশঙ্কা, 'রিসর্টের নিয়ন আলো পশুদের মিলনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। রিসর্টে ব্যবহৃত প্লাস্টিক খেয়ে বন্যপ্রাণীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ডিজের তীব্র আওয়াজে প্রাণীরা ঠিকমতো বিশ্রাম নিতে পারছে না। বিকট শব্দে ভয় পেয়ে তারা যাতায়াতের রাস্তা বদলে ফেলছে।'

ইকো সেনসিটিভ জোন ১-১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মহানন্দা অভয়ারণ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চলে সব জায়গায় এক কিলোমিটার ইকো সেনসিটিভ জোন যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'ঐরাবত'-এর সদস্য অভিযান সাহা। তাঁর কথায়, '২০২৪ সালের নোটিফিকেশনে মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোন ৩ কিমি থেকে কমিয়ে ১ কিমি করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকারও ১ কিমি ইকো সেনসিটিভ জোন করতে চাইছে। কিন্তু জঙ্গলের চারপাশে সমানভাবে ইকো সেনসিটিভ জোন থাকতে পারে না।'

অভিযান বলছিলেন, 'অভয়ারণ্যের পশ্চিমদিকে রোহিণী হয়ে বামনপোখরি ফরেস্ট দুধিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানে ৫ কিমি ইকো সেনসিটিভ জোন করা হলে হাতি করিডর বেঁচে যাবে। সঠিক সমীক্ষা করে ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিসরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।'

ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু বললেন, 'টি ট্যুরিজমের নামে ইকো সেনসিটিভ জোনে রিসর্ট তৈরি হলে বাস্তুতন্ত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য।'

কুমন্তব্যে গ্রেপ্তার

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে ফেসবুক লাইভে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল গোবরডাঙ্গা থানার পুলিশ। অশ্লীল মন্তব্যের লিংকও পুলিশকে দিয়েছেন অভিযোগকারী।

ড্রোনে নজরদারি

খনি এলাকায় মাফিয়াদের দাপট রুখতে ইসিএল ও সিআইএসএফের উদ্যোগে ড্রোনে নজরদারি। জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যের ১৫৪টি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার ৯১৬ মেট্রিক টন চোরাই কয়লা।

রেশনিং ব্যবস্থা

ডবল ইঞ্জিনের সরকার থাকা সত্ত্বেও বালি কালোবাজারিতে লাগাম নেই দুবরাজপুরে—এই অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৪ জুলাই থেকে বালিতে 'রেশনিং ব্যবস্থা' চালুর কথা জানিয়েছে স্থানীয় বিজেপি।

সাক্ষাৎ

নদিয়ায় তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য টিনা ভৌমিক সাহার সঙ্গে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের সাক্ষাতে তীব্র চাপানউতোর। সম্প্রতি টিনার বাড়ি থেকে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছিল।

গঙ্গাসাগরে পর্যটন বিকাশে উদ্যোগ : শংকর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ জুলাই : মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে শুধু মেলাই নয়, সারা বছর সাগর এলাকায় পর্যটনের বিকাশ গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিচ্ছে পর্যটন দপ্তর। মকর সংক্রান্তির মেলার পাশাপাশি সারা বছরই যেন গঙ্গাসাগরে পর্যটকের ঢল থাকে, সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। গঙ্গাসাগরকে পূর্ণাঙ্গ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ 'ব্লুপ্রিন্ট' তৈরি করা হচ্ছে। রবিবার

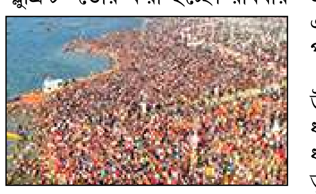

'ওয়ার্ল্ড ম্যানগ্রোভ ডে' উপলক্ষ্যে রায়চকে আয়োজিত এক সেমিনার শেষে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে এই কথা বলেছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

মন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে লাখ লাখ মানুষ গঙ্গাসাগরে আসেন। কিন্তু পর্যটন দপ্তর চায়, কেবল মেলার সময়েই নয়, সারা বছরই মানুষ এখানে ঘুরতে আসুক।' এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাগরে থাকার সুব্যবস্থা, ভালো খাবারদাবার ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার সার্বিক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস উপলক্ষ্যে রায়চকের এই সেমিনারে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যটন দপ্তরের পাশাপাশি বন ও মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক এবং স্থানীয় হোটেল-রিসর্টের মালিকরা এই বৈঠকে অংশ নেন। আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা জানান, আয়লা বা আমপানের মতো বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা অপরিসীম।

মন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, 'শুধু সরকারি উদ্যোগ দিয়ে ম্যানগ্রোভ বাঁচানো সম্ভব নয়, এর জন্য স্থানীয় মানুষদের সচেতন হতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে। সকলকে একজোট হয়েই আমাদের এই পরিবেশ রক্ষায় কাজ করতে হবে।'

অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরের ধাঁচেই এবার গঙ্গাসাগরকে বিশ্বমানের ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। আর সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্রের 'প্রসাদ' প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে নবান্ন। গত ১৫ জুলাই কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রককে লেখা একটি চিঠিতে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব সৌমিত্র মোহন জানিয়েছেন, সর্বভারতীয় আধ্যাত্মিক গুরুত্বের কারণে গঙ্গাসাগরের পর্যটন সম্ভাবনা বিপুল। প্রস্তাবিত এই মেগা-উন্নয়ন প্রকল্পে আধুনিক পরিকাঠামো, দর্শনার্থীদের সুবিধা, রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট, স্মার্ট মোবিলিটি এবং ভিড় সামলানোর উন্নত ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পিডব্লিউডি দ্রুত এর ডিটেইল প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করবে বলে রাজ্য জানিয়েছে।

নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ এবং রাজপথে হলুদ ট্যাক্সির যুগলবন্দি। রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই

লেনিন-কার্ল মার্কস অতীত

পুজোর আগে বদলাচ্ছে রাস্তার নাম

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ জুলাই : সুরাবর্দি অ্যাভিনিউর পর আরও একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম বদল করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। বিশ্ব বাংলা সরণি, লেনিন সরণি, কার্ল মার্কস সরণি, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের মতো রাস্তার নাম বদলে যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে দেওয়া কমিটির নামের সুপারিশেই নতুন নামকরণ হবে রাস্তাগুলির।

সূত্রের খবর, বিশ্ব বাংলা সরণির নাম পরিবর্তিত হয়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নাম আনা হতে পারে। প্রশাসনিক দিক থেকে বিশ্ব বাংলা সরণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। নিউটাউন ও বাইপাসের সংযোগকারী প্রধান রাস্তায় পুজোর আগেই বসতে পারে নামের নতুন ফলক। কেএমডিএ ইতিমধ্যেই নাম পরিবর্তনের পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছে।

কলকাতায় কোনও মোগল, পাঠান, ব্রিটিশের নামে নামকরণ থাকবে না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো কমিটিও গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ করা নাম পৌঁছোয় সরকারের কাছে। তাই সরকারি অনুমোদনের পরেই ধাপে ধাপে বদলে ফেলা হবে শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তার নাম। কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্তিক মহারাজ বলেন, '১০টি নাম নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের ধারণা বদলে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। বিদেশিরা তাদের সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। ভারতীয় উৎকর্ষের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের নামেই নামকরণ হোক।'

জানা গিয়েছে, দ্রুত মন্ত্রীসভার বৈঠকে কমিটির প্রস্তাবিত নামগুলির অনুমোদন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে লেনিন সরণির নাম বদল প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপির জন্মের আগে থেকে লেনিনের নামে রাস্তা তৈরি হয়েছিল। নাম পরিবর্তন করতে যাওয়া আসলে ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা। যেভাবে তৃণমূল করত, সেই কাজই করছে।'

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'লেনিন সরণির নাম পরিবর্তন হলে তো বামপন্থীদের মুখ খোলা দরকার।' একাধিক রাস্তার নাম বদল প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'সবকিছুর ওপর রাজনৈতিক রং চাপানোর চেষ্টা। বহুত্ববাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দেশে এটা কি সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত।' বিরোধী থাকাকালীনও লেনিন সরণি সহ একাধিক নাম পরিবর্তনের দাবি তুলেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু।

> বিজেপির জন্মের আগে থেকে লেনিনের নামে রাস্তা তৈরি হয়েছিল। নাম পরিবর্তন করতে যাওয়া আসলে ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা। যেভাবে তৃণমূল করত, সেই কাজই করছে।
>
> **সুজন চক্রবর্তী**
> সিপিএম নেতা

বিদেশি মদত দেখছেন শুভেন্দু

ধর্মতলার হিংসায় জামাতি-যোগ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ জুলাই : নিট কাণ্ডে ধর্মতলায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতিবাদ মিছিলে সাংবাদিক নিগ্রহ ও অশান্তির ঘটনায় জামাতি ও মৌলবাদী যোগসূত্রের অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নন্দীগ্রামে শুভেন্দু বলেন, 'রাষ্ট্রবাদী সরকার আসার পর খারিজি মাদ্রাসার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। অবৈধ ওবিসি শংসাপত্র পেয়েছিল, তা নিয়ে হাইকোর্টের রায় কার্যকর করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে পশু হত্যা আইন কার্যকর, সাউন্ড পলিসিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই রাগ থেকেই দুষ্কৃতীরা এমন কাজ করেছে।' মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, 'ওটা বামেদের মিছিল ছিল না। ধৃতদের সঙ্গে ককরোচ পার্টি, নিট আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই। এরা জামাতি, মৌলবাদী। ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চায়। গুন্ডাদমন আইনে ব্যবস্থা হবে।' অপরদিকে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'শুধু বর্তমান ঘটনা নয়, এর আগে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলিও এই নতুন আইনের মাধ্যমে বিচার করা হবে।'

ছাত্রদের মিছিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি বিকৃত করে প্রদর্শনের অভিযোগে এদিন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে আনন্দপুর, বিধাননগর সাইবার থানাতেও অভিযোগ করেছে বিজেপি। তবে শ্রীলেখার মন্তব্য, 'অ্যারেস্ট করলে করুন। আবার একটা আন্দোলন হবে।'

এদিকে, শুক্রবারের ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ১৪ জন অভিযুক্ত। এদিন তাদের আদালতে পেশ করা হয়। জামিনের আবেদন করেন তাদের আইনজীবী। সরকারি আইনজীবীর দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। আপাতত ধৃতদের দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যে ৫ জন অভিযুক্তর নামোচ্চারণ করেন তাঁদের মধ্যে ধৃত মহম্মদ আফরোজেরও নাম ছিল। বাকি চার অভিযুক্ত খিদিরপুরের নাহিদ, একবালপুরের তানভির ও নিজাম, ওয়াটগঞ্জের রাহুল জামালেরও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মহম্মদ আফরোজ মেটিয়াব্রুজ এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। স্থানীয় বিধায়ক আবদুল খালেক মোল্লার সঙ্গে ভোট প্রচার, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর ছবি দেখা গিয়েছে সমাজমাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, 'শুক্রবারের মিছিলের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক ছিল না। যাদের দেখা গিয়েছে ওরা ভালো তৃণমূলের ভালো ছেলেরা। এটা আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন? বালিশদের লোকজন যদি গিয়ে অসভ্যতা করে এটা অন্যায়।' কিন্তু বিধায়ক আবদুল খালেক মোল্লা দাবি করেছেন, 'নির্বাচনি প্রচারের সময় বহু মানুষ আশপাশে থাকেন। তাই বলে তিনি তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী নন। আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হলে কোনও আপত্তি নেই।' এর আগেও পুরোনো অপরাধের রেকর্ড রয়েছে আফরোজের।

সম্প্রতি গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সে কাজ করা এই অভিযুক্ত বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে কয়েক বছর আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গার্ডেনরিচের ধৃত মহম্মদ আজাদের সঙ্গেও তৃণমূলের যোগসূত্র প্রকাশ্যে এসেছে। এছাড়া ধৃত খালিদ রেজা কংগ্রেস সমর্থক বলেই স্থানীয় সূত্রে পরিচিত। বাকিদেরও রাজনৈতিক যোগ ও পুরোনো অপরাধের রেকর্ড খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনা পরিকল্পিত, বাংলাদেশের জামাত যোগ, বিদেশি টাকা ঢুকেছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দা কর্তারা। তবে ধর্মতলার ঘটনায় দায় ঝাড়তে ব্যস্ত বাম নেতারা।

সাংবাদিক নিগ্রহ ও অশান্তিতে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, সৃজন ভট্টাচার্য, শতরূপ ঘোষ, মধুজা সেন রায় প্রমুখ হামলার নেপথ্যে সংবাদমাধ্যমের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন।

> ওটা বামেদের মিছিল ছিল না। ধৃতদের সঙ্গে ককরোচ পার্টি, নিট আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই। এরা জামাতি, মৌলবাদী। ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চায়। গুন্ডাদমন আইনে ব্যবস্থা হবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

খরিফ শস্য চাষের প্রস্তুতি। রবিবার বীরভূমের যাদবপুর গ্রামে। -পিটিআই

ন'দিন ধরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন রাজ্যে

কলকাতা, ২৬ জুলাই : আগামী ৯ থেকে ১৭ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে পালিত হবে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এবছর 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর উদযাপনকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, জেলা প্রশাসন, পুরসভা, পঞ্চায়েত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারী অনুষ্ঠানে নাগরিকদের অংশ গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া, দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া ও জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব ড. সৌমিত্র মোহনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলা ও ব্লক স্তরে তিরঙ্গা র‍্যালি, প্রভাতফেরি, সাইকেল ও ই-বাইক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি, সরকারি ভবন, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, বাস টার্মিনাস ও বাজার এলাকায় তিরঙ্গা থিমে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকবে। স্কুল-কলেজে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উক্তি ও চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি জাতীয় পতাকার ইতিহাস নিয়ে প্রদর্শনী, কুইজ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং তিরঙ্গা রঙ্গোলি তৈরির মতো কর্মসূচিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্যোগটি সফল করতে জেলা প্রশাসন, কলকাতা পুরসংস্থা, পুরসভা, পঞ্চায়েত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে মাঠপর্যায়ের ও ডিজিটাল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি 'বন্দে মাতরম' গীত পরিবেশনের ওপর। 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের ওয়েবসাইটে সেলফি আপলোড করলে ছবির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'বন্দে মাতরম'-এর লিরিক্স যুক্ত হবে বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে।

কর্মসূচি সফল করতে প্রতিটি জেলা ও কলকাতা পুরসভাকে দেড় লক্ষ করে এবং কালিম্পং জেলাকে ২০ হাজার জাতীয় পতাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি, জেলাপিছু ১ লক্ষ, মহকুমাপিছু ৫০ হাজার, ব্লক ও পুরসভাপিছু ২০ হাজার এবং পৌরনিগমপিছু ১ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দের কথাও জানানো হয়েছে। কর্মসূচি শেষে বিস্তারিত প্রতিবেদন ও আলোকচিত্র নবান্নে জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে।

প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি সভা

কলকাতা, ২৬ জুলাই : শহিদ দিবসের ভিড় থেকে উজ্জীবিত কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিগ্রেড। এবার তাঁরা শুরু করে দিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি। রবিবার তোপসিয়ার তৃণমূল ভবনে ছাত্র-যুব নেতাদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুব সভাপতি অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াংকা অধিকারী, আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরী প্রমুখ। প্রস্তুতি সভায় উঠল কলেজ গেট না ছাড়ার স্লোগান। এক যুব নেতার কথায়, 'গোটা রাজ্যে আমাদের নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত। আরও আক্রমণ আসবে। তবে পিছিয়ে গেলে চলবে না। আঘাত আসলে পালটা আইন মেনে প্রত্যাঘাত হবে।'

অভিযেকের খোলা চিঠি

কলকাতা, ২৬ জুলাই : সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা বা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে দেশের যুবসমাজ ও ছাত্রদের দেশজোড়া আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ঘটনাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক তরুণ প্রজন্মের জয় বলে উল্লেখ করেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার নিজের সমাজমাধ্যমে দেশের মিলেনিয়াল ও 'জেন জি'-র উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লেখেন তিনি। এই আন্দোলনকালে নীরব থাকার তারকা, ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ও সমাজমাধ্যম প্রভাবীদের একাংশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি লিখেছেন, 'অনেক তারকা, নেটপ্রভাবী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্র তারকারা দেশের তরুণ ও ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। ভয়, সতর্কতা কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ, যাই কারণ হোক না কেন, তাঁদের সেই নীরবতা অনেক বড় বার্তা বহন করে।'

দেশের ছাত্র ও যুব প্রজন্মকে তাঁদের পছন্দের আইকন বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, 'সিনেমার বা খেলার টিকিট কাটা অথবা ডিজিটাল মাধ্যমে কাউকে সাবস্ক্রাইব করার আগে তরুণদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কি আদৌ তাঁদের আদর্শ বা মূল্যবোধের সম্মান করেন?' অভিষেকের আর্জি, 'নতুন করে ভেবে দেখার সময় এসেছে, যাঁরা জনগণের করতালিতে তারকা হয়ে, সংকটের সময়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর সাহস পান না, তবে কি তাঁরা সেই করতালি পাওয়ার যোগ্য।' সমাজমাধ্যমের লাইক, শেয়ার বা ভিউকে কেবল বিনোদন হিসেবে না দেখে সেটিকে একটি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করার কথা বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখার শেষে তরুণদের সচেতনতার বার্তা দিয়ে অভিষেক বলেন, 'ইতিহাস যখন সাহসের পরীক্ষা নেয়, তখন নীরব থাকা মানে কোনও নিরপেক্ষ অবস্থান নয়, তা আসলে একটি পক্ষকে সমর্থন করা। আপনার কাটা প্রতিটি টিকিট, ইন্টারনেটে দেওয়া প্রতিটি ভিউ, লাইক, শেয়ার বা ফলো, এগুলো কেবল কেনাকাটা বা ক্লিক নয়, এগুলো আসলে একেকটি নীতিগত অনুমোদন।'

আজ অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘটের ডাক

কলকাতা, ২৬ জুলাই : ১২ ঘণ্টা অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘটের ডাক দিল সিটু। সোমবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত ১১ দফা দাবিতে প্রতিবাদ করবেন চালকরা। ফলে সপ্তাহের প্রথম দিনেই ভোগান্তির মুখে পড়তে হতে পারে নিত্যযাত্রীদের। রবিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দাবিগুলি তুলে ধরেছে সিটু।

তাদের দাবি, ক্যাবের নতুন ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে। বৃদ্ধি করতে হবে এসি লাক্সারি ক্যাবের ভাড়া। বাণিজ্যিক কাজে ব্যক্তিগত বাইক-গাড়ির ব্যবহার করা যাবে না। বাণিজ্যিক গাড়ির দূষণ পরীক্ষায় মোবাইল নম্বর ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শহর কলকাতায় সিএনজির তীব্র সমস্যা রয়েছে, তা দ্রুত মেটাতে হবে। তাই সকাল ১১টায় রামলিলা পার্কে সমস্ত চালকদের জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে।

দেওয়াল চিত্রে নানা রংয়ের গল্প। ধর্মতলা চত্বরে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

অগাস্টে রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ জুলাই : দেশের শিল্পায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যজুড়ে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে নতুন নীতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালিয়ে আগামী অগাস্ট মাসেই এই নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের মধ্যে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রের ভাবনার সঙ্গে কীভাবে তাল মিলিয়ে চলা যায়, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লির দরবারে আলোচনা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। অর্থমন্ত্রী আলাদাভাবে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে এবং শিল্পমন্ত্রী বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে।

নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ১৫ অগাস্ট এই শিল্পনীতি ঘোষণার একটি প্রাথমিক তারিখ ভাবা হলেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ বিষয়ে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানান, 'আগামী অগাস্টেই রাজ্যের শিল্পনীতি ঘোষণা হবে। তবে তার দিন এখনও ঠিক হয়নি। রাজ্যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রস্তাবিত শিল্প সম্মেলন নিয়েও এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বিষয়টি সরকারের ভাবনাচিন্তার মধ্যে রয়েছে।'

বর্তমানে রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান। এদিকে নবান্ন সূত্রে যতদূর খবর, রাজ্যের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকারের প্রথম তালিকায় রেখে কাজ শুরু করেছে শিল্প দপ্তর। ইতিমধ্যে শিল্পমন্ত্রীকে মাথায় রেখে একটি কমিটি করা হয়েছে। যাতে প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে রাখা হয়েছে। এর জন্য শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন শিল্পসচিব বন্দনা যাদব সহ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা।

নতুন শিল্পনীতিতে লগ্নিকারীদের আকৃষ্ট করতে বিশেষ সুযোগসুবিধা ও ছাড়ের স্পষ্ট ঘোষণা থাকবে। বাজেট প্রস্তাবে ইতিমধ্যেই এর জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিল্পোদ্যোগীদের কাজের সুবিধার্থে এক একক জানলা ব্যবস্থা বা সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালুর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ১০০ কোটি টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও অপ্রয়োজনীয় জটিলতায় পড়তে হবে না, রাজ্য স্তর থেকেই মিলবে প্রয়োজনীয় সব ছাড়পত্র। এছাড়া যেসব শিল্প সংস্থা নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে, নতুন নীতিতে তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৫ লক্ষ টাকা ও চাকরি

কলকাতা, ২৬ জুলাই : সমুদ্রে ট্রলার দুর্ঘটনায় মৎস্যজীবীদের প্রাণহানিতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি থেকে নিহতদের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যোগ্যতা অনুযায়ী পরিবারের কর্মক্ষম তরুণদের চাকরির আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় কোস্ট গার্ড, উপকূল এলাকায় কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোস্টাল থানাগুলি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনও লোকজন নেই। পুলিশের আধুনিক সরঞ্জাম নেই। এগুলি উন্নত করা হবে।'

চলতি মাসে শংকরপুর থেকে মাছ ধরতে গিয়ে গভীর সমুদ্রে ডুবে নিখোঁজ হন ১৫ জন মৎস্যজীবী। এখনও পর্যন্ত ১১ জন উদ্ধার হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়াও হাওড়া ও নদিয়ার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা প্রাণ হারিয়েছেন। ওড়িশার নিহতদের পরিবারেও রাজ্য সচিবালয়ের মাধ্যমে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। 'মিশন বাৎসল্য' প্রকল্পের আওতায় নিহতদের পরিবারের শিশুদের ১৮ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা বাবদ মাসে ৪,০০০ টাকা করে বৃত্তির ব্যবস্থা, মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনা, বিধবা ও বার্ধক্য ভাতার আওতায় আনা হবে বলে জানান শুভেন্দু। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় গৃহহীনদের ঘরের ব্যবস্থায় রামনগর-১ ব্লকের বিডিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে ঢেলে সাজাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিঘাতেও স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের ৫০ জনের একটি দল থাকবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং ডিজিকে দিয়ে দেব, যাতে দিঘা, শংকরপুরেও এই ফোর্সের ৫০ জনের একটি দল আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি থাকে।' 'সাগরমালা ২' এবং 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'র অধীনে জিপিএস, আধুনিক ওয়ারলেস ও স্যাটেলাইটভিত্তিক আগাম আবহাওয়া সতর্কবার্তা ব্যবস্থা চালুর কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আর কি সুরক্ষা প্রদান করা যায়, সে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করলাম। প্রয়োজনে কোস্ট গার্ডের কাছ থেকে গাইডেন্স নেওয়া হবে।'

> ট্রলারডুবিতে ক্ষতিপূরণ

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭০ সংখ্যা, সোমবার, ১০ শ্রাবণ ১৪৩৩

ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগ এবং...

প্রবল জনমত এবং টানা ছাত্র আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। নিট কেলেঙ্কারি এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিল, তার উত্তাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রবল বিপাকে পড়ে। এমতাবস্থায় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ব্যতীত পরিস্থিতির সামাল দেওয়া যে যাবে না, তা বুঝতে দেরি হয়নি সরকারের।

এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত ছাত্র বিক্ষোভ। তিনটি সুস্পষ্ট দাবি জানিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করেছিল। দাবিগুলি ছিল- শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না করা, এবং পরীক্ষায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির শিকার আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া পড়ুয়াদের পরিবার পিছু এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ।

দাবিগুলির সমর্থনে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি টানা ছাব্বিশ দিন অনশন করেন। তাঁর এই অনশন সরকারের ওপর প্রবল নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে পড়ুয়াদের আন্দোলনকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেয়। সরকার গত ২০ জুলাই পুলিশ এবং আধাসেনা পাঠিয়ে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সরকারের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তর থেকে তীব্র সমালোচনা ধাবিত হয়।

এর মাঝে কিছু মহল থেকে অভিযোগ ওঠে যে, এই আন্দোলনে কোনও বিদেশি রাষ্ট্র থেকে অর্থের জোগান আসছে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর উচ্চগ্রামে উঠলে বিদেশমন্ত্রক থেকে জানানো হয়, বিদেশ থেকে ছাত্র আন্দোলনে অর্থ আসার কোনও প্রমাণ সরকারের কাছে নেই। বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টরা ছাত্রছাত্রীদের দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে যন্তরমন্তরে উপস্থিত হতে শুরু করলে সরকারের পক্ষে সে চাপ আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এই আন্দোলনে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং লোকসভায় সোচ্চার হয়েছিলেন। জয়পুরে তাঁর নেতৃত্বে বিশাল মিছিলে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ধূমায়িত ক্ষোভের সঠিক মূল্যায়ন তিনি করতে পেরেছিলেন। কর্মসংস্থানের প্রশ্নে তিনি ক্রমাগত সরকারকে বিঁধেছেন। বলেছেন, সারা দেশে বেকারি ক্রমবর্ধমান, যার শিকার হচ্ছে দেশের নবপ্রজন্ম।

সংসদে সমস্ত বিরোধী দলের হয়ে সরকারের কাছে ছাত্রদের দাবিগুলি পেশ করে তিনি জানান, যতদিন না ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করবেন, ততদিন তাঁরা এই দাবি তুলে যাবেন। শুধু তিনি নন দেশের অন্য বিরোধী দলগুলি একই দাবিতে ছাত্রসমাজের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতাতেও আন্দোলন আছড়ে পড়ে।

তবে সেখানে কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সাংবাদিকরা আক্রান্ত হন। সাংবাদিকরা তাঁদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তবে সরকারের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, এই আন্দোলন অবিলম্বে বন্ধ না হলে অশান্তি বাড়বে বই কমবে না। ধর্মেন্দ্র প্রধানের বিদায়ের পর শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশিকে। তিনি বর্তমানে খাদ্য ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্বে।

শিক্ষামন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাতে তাঁর কাজের চাপ বাড়বে। শিক্ষামন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাতে তাঁকে অতি সতর্ক হয়ে পথ চলতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের মতো সংবেদনশীল জায়গায় প্রহ্লাদ যোশি কতখানি সফল হবেন, তা তাঁর কার্যপ্রণালীর ধারা থেকে বোঝা যাবে। তাঁর হাতে থাকবে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের মতো কঠিন দায়িত্ব। তিনি যদি সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন, তাহলে ফের বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে পারে। আগামীর দিনগুলোই বলে দেবে, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের পথে হাঁটবে, নাকি নতুন কোনও বিতর্কের জন্ম দেবে।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

ইস্তফার ফাটল দিয়ে দুর্গে ঢোকার ছক

নিট কেলেঙ্কারির জেরে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় ছাত্ররা রাজপথ ছাড়লেও, আগামী এক বছরে একাধিক বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে সরকারের এই বেকায়দা অবস্থানকেই প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চাইবে বিরোধীরা।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

উদযাপন।। ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দেওয়ার পর। নয়াদিল্লিতে। -ফাইল চিত্র

প্রায় এক মাসের লাগাতার পথ-লড়াই, রাজপথে ঝরা রক্ত এবং পরিবেশ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের টানা ২৬ দিনের অনশন—অবশেষে তরুণ প্রজন্মের এই সম্মিলিত জেদের কাছেই পিছু হটতে বাধ্য হল কেন্দ্র সরকার। নিট-ইউজি ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কেলেঙ্কারির নৈতিক দায় মাথায় নিয়ে শনিবার যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিলেন, তখন নিছক কোনও মন্ত্রীর পদত্যাগ ছিল না; বরং তা ছিল রাষ্ট্রের অহংকারের বিরুদ্ধে এক জেদি প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক জয়। আর এই পদত্যাগের খবর আসতেই 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র ব্যানারে চলা স্বতঃস্ফূর্ত জেন জেড আন্দোলন তাদের প্রথম লক্ষ্যপূরণের তৃপ্তি নিয়ে রাজপথ ছেড়ে ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কিন্তু ছাত্ররা রাজপথ ছেড়ে ঘরে ফিরলেও, কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির মতো বিরোধী দলগুলো এই ইস্যুটাকে সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তারা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে, মোদি সরকারকে এই প্রথমবার কোনও গণ আন্দোলনের মুখে এতটা রক্ষণাত্মক দেখাচ্ছে। আর সরকারের এই পিছু হটাকেই বিরোধীরা নিজেদের রাজনৈতিক অক্সিজেন হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। তারা খুব ভালো করেই আঁচ করতে পেরেছে যে, রাজপথে মার খাওয়া এই তরুণদের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের মনে এক সহানুভূতি তৈরি হয়েছে। আর এই পরিবর্তিত 'পাবলিক মুড'-কেই নিজেদের পালে হাওয়া টানার সবচেয়ে মোক্ষম রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চাইছে বিরোধীরা। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগকে তারা সরকারের 'অজেয়' ভাবমূর্তির পতন হিসেবে দেখছে এবং এই ফাটল দিয়েই তারা আগামীদিনে কেন্দ্র সরকারের ওপর আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়াতে চাইছে।

এই গোটা ঘটনাপ্রবাহকে নিছক কোনও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখলে ভুল হবে; এটি আসলে এক রাজনৈতিক হাইজ্যাকের ব্লু-প্রিন্ট। রাজনীতিতে একটি কথা প্রচলিত আছে—যেখানে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ জমা হয়, রাজনীতিকরা সেখানেই নিজেদের ভোটব্যাংকের বীজ বপন করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে যখন এই ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যকে সম্পূর্ণভাবে 'বিরোধী জোটের সম্মিলিত জয়' বলে দাবি করেন, তখন এই হাইজ্যাকের চেহারাটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে পড়ুয়ারা রাস্তায় বসে রোদে পুড়ল, পুলিশের লাঠি আর পেলেট গানের আঘাতে জর্জরিত হল, তাদের সেই ঘাম ও রক্তের ফসল আজ অত্যন্ত সুকৌশলে বিরোধীদের রাজনৈতিক গুদামে মজুত করার চেষ্টা চলছে। খাড়্গে বা রাহুল গান্ধিরা এখন আন্দোলনকে অন্য খাতে বইয়ে দিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া এবং পেলেট গান চালানোর নির্দেশের নেপথ্যে থাকা পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। এর পেছনের কৌশলটা বুঝতে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হওয়ার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পর শান্ত হলেও, আসন্ন সংসদ অধিবেশনে সরকারকে কোণঠাসা করে রাখার জন্য বিরোধীদের হাতে একটি জ্বলন্ত ইস্যু প্রয়োজন, আর এই দাবিগুলো সেই শূন্যস্থানই পূরণ করছে। বাদল অধিবেশনে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র দাবি তুলে সংসদ অচল করার যে রূপরেখা বিরোধীরা তৈরি করছে, তা এই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কৌশলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আসলে বিরোধীদের এই মরিয়া চেষ্টার পেছনে রয়েছে এক গভীর নির্বাচনি সমীকরণ। আগামী এক বছরের মধ্যেই দেশে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গোয়া, উত্তরাখণ্ডের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ বা পঞ্জাবের মতো রাজ্যে, যেখানে তরুণদের কর্মসংস্থান এক জ্বলন্ত সমস্যা, সেখানে এই ইস্যুটি নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে। সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব তাঁর চিরাচরিত 'পিডিএ' সমীকরণের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভকে মিলিয়ে এক রাজনৈতিক ককটেল তৈরি করতে চাইছেন। অন্যদিকে আম আদমি পার্টি দিল্লির শিক্ষা মডেলকে সামনে রেখে এই জাতীয় ব্যর্থতার ফায়দা লুটতে মরিয়া। এই নির্বাচনগুলোতে যাওয়ার আগে বিরোধীদের এমন একটা সর্বভারতীয় আবেগ তাড়িত ইস্যু দরকার ছিল, যা জাতপাত বা ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিটি পরিবারের ড্রয়িংরুমে আঘাত করতে পারে। শিক্ষা দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব—এর চেয়ে মোক্ষম রাজনৈতিক হাতিয়ার আর কী হতে পারে? বিরোধীরা বুঝতে পেরেছে, এই ইস্যুটাকে যদি নির্বাচনের দিন পর্যন্ত কোনওভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে মোদি সরকারের 'সুশাসন'-এর দাবিকে সহজেই কালিমালিপ্ত করা সম্ভব হবে। তাই সিজেপি-র মতো একটি অরাজনৈতিক আন্দোলনকে তারা নিজেদের ভোট বৈতরণি পার হওয়ার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

এখানেই সাধারণ ছাত্রসমাজ এবং রাজনীতির কারবারিদের মধ্যে মানসিকতার ফারাকটা চোখে পড়ে। সিজেপি-র জেন জেড প্রজন্ম যে অভাবনীয় পরিপক্কতা দেখিয়েছে, তা দেশের তাবড় নেতাদের কাছে এক শিক্ষণীয় বিষয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে আলোচনায় যখন তাদের মূল দাবিগুলো—যেমন শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা, মৃত পড়ুয়াদের পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ এবং ছাত্রদের ওপর থেকে সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার—মেনে নেওয়া হল, তখন তারা আর বিষয়টিকে অহেতুক টেনে হিঁচড়ে দীর্ঘায়িত করেনি। সোনম ওয়াংচুকের মতো মানুষও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, জবাবদিহি আদায়ের কাজ শেষ, এবার লক্ষ্য হতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের লড়াইটা সরকারের পতন ঘটানোর জন্য ছিল না, ছিল সিস্টেমকে শুধরে নেওয়ার জন্য। অথচ, মূলধারার বিরোধী দলগুলো ঠিক এর উলটো পথে হেঁটে সিস্টেম বদলের চেয়ে সরকারের পতন বা রাজনৈতিক ফায়দা তোলাতেই বেশি আগ্রহী।

তবে কেন্দ্র সরকারও চুপ করে বসে থাকবে না। ছাত্রসমাজের প্রতি তারা যতই নরম বা সংবেদনশীল মনোভাব দেখাক না কেন, সংসদে বিরোধীদের রাজনৈতিক আক্রমণের মোকাবিলা তারা যে কড়া হাতেই করবে, তা বলাই বাহুল্য। ড্যামেজ কন্ট্রোলের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ইতিমধ্যেই কড়া 'অ্যান্টি-পেপার লিক বিল'-এর খসড়ায় ছাড়পত্র দিয়েছে, যেখানে ১০ বছরের জেল এবং ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে। সংসদে বিরোধীদের আক্রমণের মোকাবিলায় দ্রুত তদন্ত এবং এই কঠোর আইনকেই সরকার নিজেদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে সরকার একধাপ পিছিয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে বিরোধীদের এই ফায়দা তোলার চেষ্টার বিরুদ্ধে তারা সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফলে আসন্ন সংসদ অধিবেশন যে রীতিমতো রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করতে চলেছে, তা এখন থেকেই আঁচ করা যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা নিঃসন্দেহে দেশের বঞ্চিত ও প্রতারিত যুবসমাজের এক ঐতিহাসিক জয়। এই জয় প্রমাণ করে দিল, সাধারণ মানুষ যদি মেরুদণ্ড সোজা করে একজোট হয়, তবে যে কোনও ক্ষমতাশালী সরকারকেই পিছু হটতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু এই অরাজনৈতিক স্পর্ধাকে কুক্ষিগত করে বিরোধী শিবির যে দড়ি টানাটানি শুরু করেছে, তা দুর্ভাগ্যজনক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। আগামী এক বছরের নির্বাচনি ডামাডোলে রাজনীতির এই কাদা ছোড়াছুড়ির মাঝে ছাত্রদের মূল দাবি—শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত ও স্থায়ী সংস্কার—যেন হারিয়ে না যায়, সেটাই আজ দেশের সামনে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়।

(লেখক সাংবাদিক)

ছাত্ররা মূল দাবি আদায়ের পর রাজপথ ছাড়লেও, বিরোধীরা এই ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে মরিয়া। এই তরুণদের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের মনে এক সহানুভূতি তৈরি হয়েছে। আর এই পরিবর্তিত 'পাবলিক মুড'-কেই নিজেদের পালে হাওয়া টানার কাজে ব্যবহার করতে চাইছে বিরোধীরা। উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব সহ আগামী এক বছরে একাধিক রাজ্যের বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে কংগ্রেস বা সমাজবাদী পার্টি এই অরাজনৈতিক আন্দোলনকে নিজেদের রাজনৈতিক হাতিয়ার বানাচ্ছে। সংসদে জেপিসি-র দাবি তুলে সরকারকে কোণঠাসা করার ছক কষছে তারা। অন্যদিকে, কড়া আইন এনে প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্রও। ফলত, তরুণ প্রজন্মের সিস্টেম বদলের এই লড়াই অচিরেই ভোটব্যাংক আর ক্ষমতার দড়ি টানাটানিতে পরিণত হতে পারে।

আজ

২০১৫

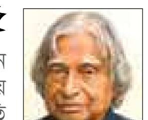

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের।

১৯২২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লোকসংগীতশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী।

আলোচিত

পুলিশকে বলব, যাঁরা রাস্তায় আজাদি, আজাদি স্লোগান তুলবেন তাঁরা যেন সোজা হয়ে বাড়ি ফিরতে না পারেন। পুলিশ তাঁদের খুব মারবে। কলকাতায় কেউ ওই স্লোগান দিলে যাতে পিজি, এনআরএস-এর ইমার্জেন্সি ঘুরে বাড়ি যেতে হয়। বাংলায় এসব চলবে না।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

ব্যাংক ম্যানেজারকে চড় করুণানিধির নাতনির! ঘটনার সূত্রপাত কায়ালভিঝির মালিকানাধীন বহুতলের লিফট মেরামত নিয়ে। ব্যাংকের তরফে লিফট সারানোর অনুরোধ জানালে ক্ষিপ্ত হন কায়ালভিঝি। ম্যানেজারকে সপাটে চড় মারেন। চেন্নাইয়ের অ্যাডিয়ার শাখার ঘটনায় এফআইআর হয়েছে।

ভাইরাল/২

মাথাযন্ত্রণার বাহানা দিয়ে দ্রুত চিকিৎসার দাবিতে দুই তরুণ বাইক নিয়ে কর্ণাটকের বিদার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঢুকে পড়েন। হাসপাতাল কর্মীরা তাঁদের আটকাতেই বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। শ্রীঘরে তরুণরা।

জনমন

জনমত

প্রাধান্য পাক জাতীয় ঐক্য

ছাত্র আন্দোলন একটি গণতান্ত্রিক অধিকারের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ইতিহাস বলে, অনেক সময় ন্যায্য আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে এমন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে, যাদের লক্ষ্য ছাত্রদের দাবি আদায় নয়, বরং আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। যখন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবির পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান, জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য, ধর্মীয় বিদ্বেষ বা সহিংসতার আহ্বান সামনে আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে- এগুলি কি সত্যিই ছাত্র আন্দোলনের ভাষা, নাকি অন্য কোনও স্বার্থান্বেষী শক্তি এর সুযোগ নিচ্ছে?

দেশের স্বার্থে আমাদের অবস্থান হওয়া উচিত স্পষ্ট- দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চলবে, কিন্তু সেই সংগ্রামের আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সহিংসতা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ বা জাতীয় ঐক্যবিরোধী প্রচেষ্টাকে কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। ন্যায্য আন্দোলনের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আন্দোলনকারীদের, তেমনি আইনসম্মত ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরও।

গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, অপরাধী আইনের মুখোমুখি হয় এবং নির্দোষ মানুষের ন্যায্য দাবি সম্মানের সঙ্গে শোনা হয়। তাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আবেগ নয়- তথ্য, গুজব নয়- প্রমাণ এবং বিভাজন নয়- জাতীয় ঐক্য।

স্বপনকুমার রায়, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

শংসাপত্র যাচাইয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থা

রাজ্য সরকার ২০১১ সালের পরবর্তী এসসি-এসটি এবং ওবিসি সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে যে নির্দেশিকা জারি করেছে তা কার্যকরের ক্ষেত্রে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অব্যবস্থা চোখে পড়ল।

কোন কোন তথ্য দিতে হবে, কাদের ক্ষেত্রে কী কী নথিপত্র প্রয়োজন- তার কোনও স্পষ্ট তালিকা প্রকাশ করেনি। ফলে ব্লকের দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষজন ব্যাপক হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অনেককেই একটি কাজের জন্য ২-৩ দিন আসতে হচ্ছে। আমি নিজেই এই ধরনের হয়রানির শিকার। এমনকি সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র কী কী তথ্য দিতে হবে সেটা জানার জন্যও লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। আমার মতে, একটি নোটিশে কোন ক্ষেত্রে কী কী নথিপত্র প্রয়োজন সেটা উল্লেখ করে দিলেই সাধারণ মানুষের হয়রানি লাঘব হয়, যেমনটা অন্যান্য ব্লকের বিডিও অফিসগুলি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে।

এই চিঠির মাধ্যমে আমি ময়নাগুড়ি বিডিও সাহেব ও কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা সাধারণ মানুষের সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

ঘরে-বাইরে আজও লিঙ্গবৈষম্যের ছায়া

পরিবারের ভেতরের সন্তানপালনের বৈষম্যমূলক অভ্যাস আজও সমাজে লিঙ্গ অসমতা টিকিয়ে রাখছে।

সুমনা ঘোষ দস্তিদার

প্রতীকী।

কারও বাবা রাজমিস্ত্রি, কেউ কৃষক, কেউ ঠিকাদারের জোগানদার, কেউ টোটো বা গাড়ির চালক। মায়েরাও কেউ চা বাগানে কাজ করেন অথবা কোনও বাড়ির সহায়িকা, কেউ বিড়ি বাঁধেন বা বিকেল হলেই বড় কড়াইতে মিহি করে বাটা ডালের বড়া ভেজে বা মাটির সরায় ভাপিয়ে বিক্রি করেন ভাপা পিঠে। কাজ শেষে রাতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেন; বাবা, ছেলে ও মেয়ে। মা হাতা দিয়ে ঝোল সরিয়ে বড় মাছের টুকরোটি খোঁজেন। অবধারিতভাবে তা গিয়ে পড়ে ছেলের থালায়, মাঝারিটি যায় বাবার পাতে এবং ছোট টুকরোটি মেয়ের জন্য। আর সবচেয়ে ছোট, ভেঙে যাওয়া মাছের অংশটি থাকে মায়ের বরাদ্দ। অনেক পরিবারেই এ এক চেনা ছবি। ঘরের ছেলেসন্তানের জন্মের পর থেকেই তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার দীর্ঘদিনের সামাজিক অভ্যাস থেকেই এই বৈষম্যের বীজ বপন হয়।

আমাদের গ্রামের স্কুলগুলির ছবিটাও কমবেশি একই রকম। স্কুলে নবম শ্রেণি থেকে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে টিফিন আনতে হয়। তবে মেয়েদের টিফিন বাক্সে থাকে দুটি বিস্কুট, মুড়ি বা কখনো-সখনো কুড়কুড়ের প্যাকেট, আর ছেলেদের বাক্সে থাকে ম্যাগি, পাস্তা, ডিম কিংবা পকেটে ৩০ টাকা। ছাত্রীদের হাতে বাড়তি টাকা সাধারণত থাকে না, ইচ্ছেখুশি মতো খরচের অধিকার যেন কেবল ছাত্রদেরই। যাতায়াতের পথে বাসে উঠলে প্রায়শই চোখে পড়ে, কোলভর্তি ছোট সন্তান বা ব্যাগ নিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন, কিংবা মেয়েটি মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অথচ পুত্রসন্তানের অগ্রাধিকারের সুবাদে ছেলেটিই সিটের সুবিধা পায়।

স্কুলে দুষ্টুমির মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অভিভাবকদের আসার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছাত্রদের পক্ষ হয়ে স্কুলমঞ্চে উপস্থিত হন মায়েরা এবং ছেলের পক্ষ নিয়ে হাজারো যুক্তি সাজান। স্কুলে মোবাইল ফোন আনা নিষেধ থাকলেও তা নিয়ে আসার প্রবণতা দেখা যায়। অভিভাবক স্কুলে এলে সেই মোবাইলটি যদি মেয়েটির হয়, তবে শিক্ষকের কাছে যথোপযুক্ত শাসন ও শাস্তি দেওয়ার অনুরোধ জানান অভিভাবক নিজেই। তিনি মেয়েটির মোবাইল খুলে মেসেজ পড়েন এবং যাওয়ার সময় বলে যান যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন, পড়াশোনার আর দরকার নেই। সে মেয়ে বলেই তার ব্যক্তিগত পরিসর ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ছাত্রটির ক্ষেত্রে তার মোবাইল খুলে দেখার সাহস বা ইচ্ছা বাবা-মায়ের হয় না, এবং তার যে কোনও ত্রুটি আড়াল করতে নানা যুক্তি দাঁড় করানো হয়।

কন্যা বা পুত্রসন্তানের মধ্যে আদর, যত্ন, স্বাধীনতা ও ইচ্ছার পরিসরে এই ব্যবধান দেখে সমাজ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সীমাহীন প্রশ্রয় ও জবাবদিহির অভাব অনেক সময় অবাধ্যতা ও দায়িত্ববোধের সংকট তৈরি করে, যা পরবর্তী জীবনে নানা সমস্যার জন্ম দিতে পারে। অন্যদিকে মেয়েদের জীবন অনেকটাই অভিভাবকের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, যেখানে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছের গুরুত্ব বড়ই ক্ষীণ। তাদের পড়াশোনার চেয়েও বিয়ে নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকেন অভিভাবকরা। অনেক সময় অভিভাবকরা মেয়ের পছন্দের সঙ্গীকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগটুকুও দিতে চান না। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক সময় মেয়েরা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে পালিয়ে বিয়ে করার পথ বেছে নেয়। এই বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিকীকরণেরও ফল।

এই মনস্তাত্ত্বিক জায়গার পরিবর্তন আনা তাই অত্যন্ত জরুরি। অনেক অন্যায় ও অপরাধের পেছনে পরিবারের এই লিঙ্গ বিভাজন এবং অপরাধকে আড়াল করার প্রবণতাই পরোক্ষভাবে দায়ী। পরিবারে ছেলের মতো সমান যত্নে, আদরে ও স্বাধীনতায় মেয়েরাও বেড়ে উঠুক, তাদের কথা ও কাজে থাকুক নিজস্ব অধিকার। ছোট থেকেই ছেলেরা সম্মান করতে শিখুক ঘর ও বাইরের প্রতিটি মেয়েকে, তবেই নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্ভব। আজও যাঁরা বলেন, ছেলে সোনার আংটি, বাঁকা হলেও তা সোনাই, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর সময় এসেছে। কন্যা ও পুত্রকে একই খাদ্যে, শিক্ষায়, সুযোগে এবং মর্যাদায় বড় করুন, তবেই প্রতিটি মেয়ে বাঁচবে সসম্মানে।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫০৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সমাপ্ত, বিনাশ ৪। শখ, ইচ্ছা বা আশা ৫। মাতামহ ৭। দাসী, নারী শ্রমিক ৮। মধুর অথচ তীব্র ও ঝাঁঝালো ৯। কটাক্ষ, চোরা-চাহনি ১১। উৎসব বা পর্ব উপলক্ষ্যে দেওয়া পারিতোষিক ১৩। মিত্র বা সখা, হিতৈষী ১৪। কাঁসার তৈরি করতালজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ১৫। হত্যা বা বধ।

উপর-নীচ : ১। সন্দেহ, সংশয় বা অবিশ্বাস ২। উন্নতমনা, মহৎ প্রাণ, উন্নত ৩। স্বদেশ ৬। ঘর্ষণজনিত চামড়ার কাঠিন্য, কড়া ৯। অদ্ভুত বা আশ্চর্যজনক ১০। দুর্বোধ্য বা জটিল ১১। পরবর্তী দিন, পরের দিন ১২। পণ্ডিত, সুশিক্ষিত বা জ্ঞানী।

সমাধান ■ ৪৫০৬

পাশাপাশি : ১। গুলতানি ৩। নিমকি ৫। তখনকার ৭। নহলা ৯। বয়াম ১১। বরাতজোর ১৪। তবিল ১৫। নিমখুন।

উপর-নীচ : ১। গুমখুন ২। নিযুত ৩। নিশান ৪। কিনার ৬। কাজিয়া ৮। হররা ১০। মধুবন ১১। বনাত ১২। তমাল ১৩। রয়ানি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরীক্ষা ও শিক্ষা সংস্কারে নজর প্রহ্লাদের

দুর্নীতি ঠেকাতে মোদির টাস্ক ফোর্স

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : দেশজুড়ে তীব্র ছাত্র তথা জেনজি আন্দোলনের চাপে শনিবারই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্রহ্লাদ যোশি। ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগের পর ককরোচ জনতা পার্টি তথা জেনজি রাজপথ থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু দেশের পরীক্ষা তথা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার ভিন্ন তাঁরা যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না সেই বার্তাই শনিবারই দিয়েছেন জেনজিরা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার পরীক্ষা ব্যবস্থায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পথে হাঁটল কেন্দ্র। শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নজিরবিহীন পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গত দু-দিনের মতো এদিনও ইনস্টাগ্রামে সেলফি মোড ভিডিওয় তিনি বলেন, 'দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে এবং তার সংস্কার সাধনে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রযুক্তিবিদ নন্দন নীলেকানির নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে কেন্দ্র। যাঁরা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করেছিল, তাঁরা এখন শ্রীঘরে।' সোমবার লোকসভায় 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশ করতে চলেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। নতুন আইনের মূল লক্ষ্য হল, প্রশ্ন ফাঁস মাফিয়া এবং সংগঠিত চক্রের কোমর ভেঙে দেওয়া। অপরাধীদের জন্য আরও কঠোর শাস্তির বিধান, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেখানে।

মোদি বলেন, 'সরকার পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ করছে। আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য এবং স্বচ্ছ করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই টাস্ক ফোর্স দ্রুত তাদের সুপারিশ জমা দেবে এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই আগামী পরীক্ষাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা সুনিশ্চিত করা হবে।' ইতিমধ্যেই পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। ওই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মাথায় রয়েছেন নন্দন নীলেকানি। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সোমনাথ, প্রাক্তন আইবি ডিরেক্টর তপন ডেকা, মাদ্রাজ আইআইটির ডিরেক্টর ভি কামাকোটি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব অনিতা করওয়াল, লজিস্টিক বিশেষজ্ঞ অমৃতলাল মিনা। রাজনৈতিক মহলের মতে, ধর্মেন্দ্রর বিদায়ের পর তড়িঘড়ি মোদি সরকারের এই টাস্ক ফোর্স গঠন এবং কড়া বিল আনার সিদ্ধান্ত আসলে দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের লাগাতার আন্দোলনেরই এক বড় জয়। যদিও কংগ্রেসের তরফে বলা হয়েছে, এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে আসলে নজর ঘোরানোরই কৌশল।

এদিকে কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন, অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রকের পাশাপাশি এবার থেকে মোদি সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের হাল সামলানোর গুরুদায়িত্বও এখন প্রহ্লাদ যোশির চওড়া কাঁধে। নতুন দায়িত্ব পেয়েই রবিবার শিক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন তিনি। কর্নাটকের ধারওয়াড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে টানা ছয়বারের সাংসদ, ৬৩ বছর বয়সী এই প্রাক্তন আরএসএস নেতা দায়িত্ব নিয়েই জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া গুরুদায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণ সততা, নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে পালন করবেন। দেশের ছাত্রসমাজের প্রত্যাশা পূরণে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখবেন না বলেও আশ্বস্ত করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে বৈঠকে প্রহ্লাদ যোশি। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

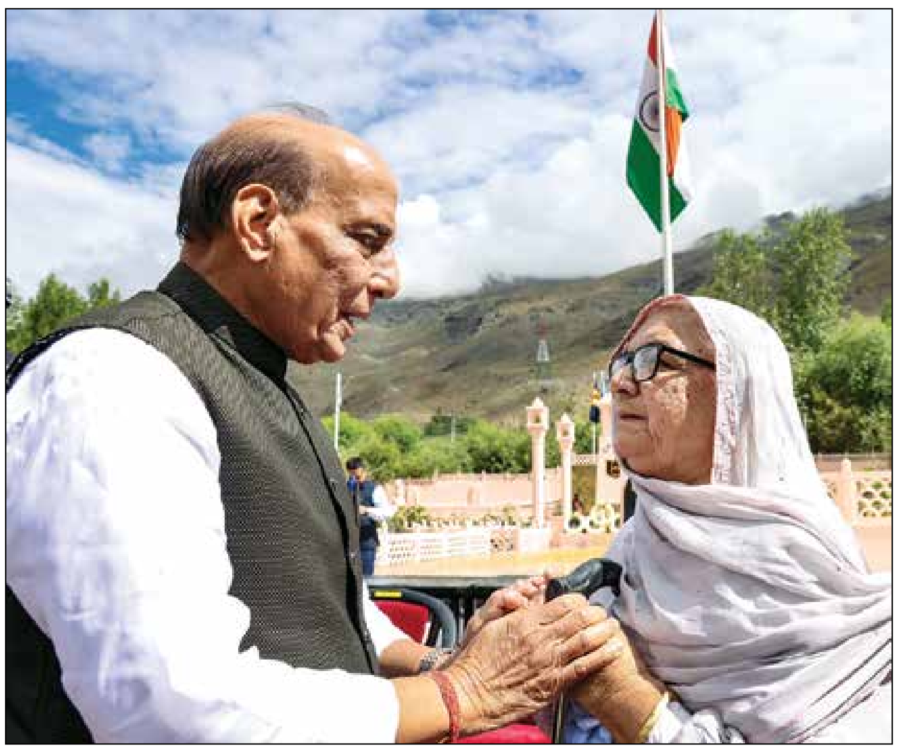

পাশে আছি... *রবিবার ২৭তম কার্গিল বিজয় দিবসে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দ্রাসে।*

আগেই ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : নিট কাণ্ডে আরশোলাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়তেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। খবর, অন্তত দু'বার পদত্যাগ করতে চেয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দরবারও করেছিলেন। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার আর্জি নাকচ করে দিয়েছিল মোদি সরকার। তাঁকে জানানো হয়েছিল, চাপের মুখে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া যাবে না। তা হলে জনমানসে ভুল বার্তা যেতে পারে। যদিও শেষপর্যন্ত ধর্মেন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সিজেপি প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসে তাদের অন্য দুটি দাবি মেনে নেওয়ার কথা বললেও ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার বিষয়টি মানতে চাননি দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং জেপি নাড্ডা। তবে শেষমেশ ধর্মেন্দ্র ইস্তফা দিতেই তাঁকে কার্যত নায়কের মর্যাদা দেওয়া শুরু হয়েছে বিজেপির নেতামন্ত্রীদের তরফে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'বিজেপির বিশ্বাস দেশ, পড়ুয়া এবং তরুণদের স্বার্থ কখনও কোনও রাজনৈতিক পদের চেয়ে বড় হতে পারে না। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।' তাঁর মতে, দেশবিরোধী শক্তি পড়ুয়াদের আন্দোলনকে কাজে লাগাচ্ছে। সেই স্বপ্নে ধাক্কা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।'

সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'পড়ুয়াদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়।' বিজেপি তাঁর পাশে আছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। নতুন শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশিও ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'গত চার-পাঁচ বছরে ধর্মেন্দ্র প্রধান দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি চালুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁর হাত ধরে দেশের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে।' এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের আন্দোলনের একেবারে গোড়ায় ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা দিতে চাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'আন্দোলনের প্রথম দিন থেকে উনি (ধর্মেন্দ্র) বিজেপি সভাপতিকে বলেছিলেন, আপনি যদি মনে করেন আমার ইস্তফা দেওয়া উচিত, তাহলে আমি দিয়ে দেব। কিন্তু দল ওঁকে ইস্তফা দিতে বারণ করেছিল। পরে পরিস্থিতি অনুযায়ী দল সিদ্ধান্ত নেয়, ওঁর পদত্যাগ করা উচিত। উনি সঙ্গে সঙ্গে তা করেছেন।' কেন্দ্রীয় সরকার বারণের পিছনে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তখনও ধারণা ছিল, পরিস্থিতি সামলে নেওয়া যাবে।

খবর, মূলত দু'টি ভাবনা থেকে ধর্মেন্দ্রের ইস্তফা বার বার নাকচ করা হচ্ছিল। প্রথমত, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের চেয়ে শিক্ষায় সংস্কারের দিকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করেছিল কেন্দ্র। সেই অনুযায়ী, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) থেকে ৪৭ জন আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়। প্রশ্নফাঁস রুখতে খসড়া বিলে অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে দু'বার সমাজমাধ্যমে ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে আশ্বাস দেন। প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরির কথা বলেন। কিন্তু তারপরেও চিঁড়ে ভেজেনি।

গুলির নির্দেশ কার, শা-কে চিঠি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : ধর্মেন্দ্র প্রধানের পর তাঁর পরবর্তী নিশানা যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সেকথা শনিবারই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। সেই অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ জানিয়ে এবার শা-কে একটি চিঠি লিখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাতে তিনি সরাসরি জানতে চেয়েছেন, দেশের ভবিষ্যতের ওপর ছররা গুলির মতো প্রাণঘাতী অস্ত্র প্রয়োগের অনুমতি খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছিলেন কি না। আর যদি তিনি না দিয়ে থাকেন, তবে কার নির্দেশে পুলিশ এই নৃশংসতা চালাল, তার জবাবদিহি করতে হবে সরকারকেই।

একইসঙ্গে ছাত্রীদের ওপর পুরুষ পুলিশকর্মীরা যেভাবে নির্মম শারীরিক নিগ্রহ চালিয়েছেন, তাকেও অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও লজ্জাজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। তবে পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে দিল্লি পুলিশ। অন্যদিকে, র‌্যাফও এই বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি।

শুধু শা-কে চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকতে নারাজ রাহুল। সোমবার সংসদে পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হওয়ার কৌশলও নিয়েছে প্রধান বিরোধী দল। দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমা চাইবার দাবিও তুলবে বিরোধী শিবির। সূত্রের খবর, সোমবার সংসদে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের কক্ষে ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের একটি বৈঠক রয়েছে। সেখানে তাঁদের রণকৌশল ঠিক হবে। উলটোদিকে কেন্দ্রের তরফে সোমবার পাবলিক এগজামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) সংশোধনী বিল আনা হতে পারে।

শনিবারই চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। কিন্তু তাতে পিছু হটতে নারাজ ককরোচ জনতা পার্টি এবং বিরোধী শিবির। রাহুল লিখেছেন, তিনি নিজে সাহিল লোচাব নামের ১৯ বছরের এক জখম পড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। ছররা গুলিতে ছেলেটির একটি চোখ চিরতরে নষ্ট হওয়ার মুখে। দিল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেহেতু সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন, তাই অমিত শা-র উদ্দেশে বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আপনি কি এই প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন? যদি আপনি না হন, তবে কার নির্দেশে ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি চলল?' একই সঙ্গে সেদিন সাদা পোশাকে লাঠি হাতে ছাত্রদের ওপর চড়াও হওয়া ব্যক্তিরা পুলিশকর্মী নাকি কোনও নির্দিষ্ট দলের 'স্বেচ্ছাসেবক', তা নিয়েও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছেন তিনি।

শুক্রবারই ছররা গুলিতে আহত ছাত্র সাহিলকে পাশে বসিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন রাহুল। সেখানে সাহিলের জামা তুলে তাঁর পিঠের ও চোখের ক্ষতচিহ্ন ক্যামেরার সামনে এনে কেন্দ্রকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেছিলেন। চিঠিতে রাহুলের অভিযোগ, ২০ জুলাই দিল্লির রাস্তায় যে সমস্ত পড়ুয়ারা একটি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করছিলেন, তাঁদের ওপর নিরাপত্তা রক্ষীরা কাঁদানে গ্যাস এবং পেলেট গান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

মোদির ক্ষমা চেয়ে সংসদে সরব হবে বিরোধীরা

> **স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আপনি কি এই প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন? যদি আপনি না হন, তবে কার নির্দেশে ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি চলল?**
>
> **রাহুল গান্ধি**

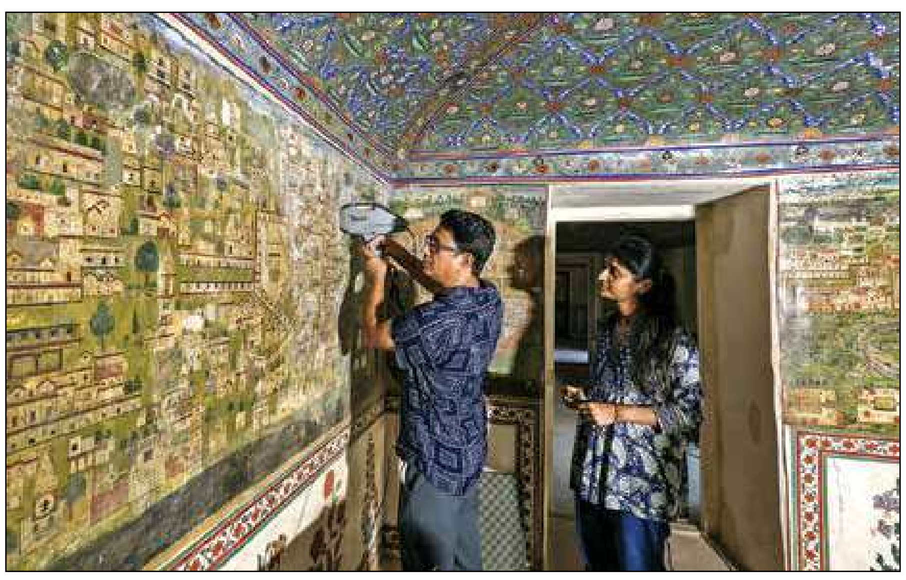

জয়পুরের আমের দুর্গের শিল্পকলা খুঁটিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। রবিবার।

'কথা হবে শুধু পিওকে নিয়ে'

নয়াদিল্লি ও লে, ২৬ জুলাই: রবিবার কার্গিল বিজয় দিবসে শহিদ সেনাদের শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৩৬ তম 'মন কি বাত'-এ নিহত সেনানিদের অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বললেন, '২৬ জুলাইকে মনে রাখার জন্য ক্যালেন্ডার দেখার দরকার হয় না। কার্গিল বিজয় দিবস আমাদের গর্বের দিন।' একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি তরুণ সমাজের প্রশংসা করেছেন।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়েই আলোচনা নয়, কথা হতে পারে শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) নিয়ে, যা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।' ২৭তম কার্গিল দিবসে লাদাখের দ্রাস থেকে তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা শুধুমাত্র আমাদের বক্তব্য নয়, এটি আমাদের কাজের মূল রূপরেখা (লাইন অফ অ্যাকশন)। আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঘরের দোরগোড়ায় নয়, একেবারে ঘরে ঢুকে আঘাত হানব। সিঁদুর অভিযানে বিশ্ব তা দেখেছে।'

ভিড় ঠেকাতে নিয়ম মানেনি র‌্যাফ : রিপোর্ট

অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় অস্বস্তি

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : দিল্লিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) 'সংসদ চলো' অভিযান চলাকালীন ভিড় সামলাতে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে বলপ্রয়োগ করা হয়নি বলে স্বীকার করে নিয়েছে খোদ র‌্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‌্যাফ)। ২০ জুলাইয়ের ওই বিক্ষোভে তিন বিক্ষোভকারীর শরীরে পেলেট লাগার ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে বাহিনী, যার পর তড়িঘড়ি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হয়।

বৈঠকে র‌্যাফের ইনস্পেক্টর জেনারেল (আইজি) সীমা ধুন্ধিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে আধিকারিকদের স্পষ্ট বলেন, 'দিল্লি বা মহারাষ্ট্রের মতো জায়গায় ভিড় সামলাতে ভিন্ন সংবেদনশীল কৌশল প্রয়োজন।' জম্মু ও কাশ্মীরের মতো উপদ্রুত এলাকা থেকে বদলি হয়ে আসা কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া সরাসরি দিল্লির রাজপথে নামানো ঠিক হয়নি বলে তিনি মত দেন। এর পাশাপাশি তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, 'প্রয়োজন ছাড়া কোনও বলপ্রয়োগ করা চলবে না। কর্মীদের হেলমেট ও বডি প্রোটেক্টর পরেই ডিউটিতে নামতে হবে। উসকানির মুখেও সর্বোচ্চ সংযম বজায় রাখতে হবে।'

আইজি-র পর্যালোচনার পরেই বাহিনীর অস্ত্র ব্যবহারে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, আপাতত দিল্লিতে মোতায়েন নিরাপত্তা কর্মীদের পেলেট গান, অ্যান্টি-রায়ট গান, ইলেক্ট্রিক শক ওয়েপন এবং ইলেক্ট্রিক শিল্ড দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। গোটা বিষয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে সিআরপিএফ-এর ডিজি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ বলেন, 'বিক্ষোভ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও পুরো ঘটনার একটি পেশাদার পর্যালোচনা করা হবে।' ভবিষ্যতে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনে নামার আগে প্রত্যেক কর্মীকে আগাম ব্রিফিং দেওয়ার বিষয়েও কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে বাহিনীর শীর্ষস্তর থেকে।

প্রশংসা প্রতিবেশীদের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকা, রিলস আর মিমে অভ্যস্ত জেন-জি। এর বাইরে নয় ভারতীয় জেন-জিও। কিন্তু ভারতীয় তরুণ প্রজন্ম এভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস নতুন করে লিখবে, হয়তো ভাবেননি অনেকেই। নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কের জেরে দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ভারতের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে তৈরি 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)। তাদের অভিনব-অনড় প্রতিরোধ শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে। এই ঘটনা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে মুগ্ধ করেছে গোটা দক্ষিণ এশিয়াকে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল প্রতিবেশী দেশগুলির চোখ এখন ভারতের তরুণ প্রতিবাদীদের দিকে। পাকিস্তানের সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে এক তরুণীকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'এত দারুণ কাজ করলে আমরা ভারতের প্রতি বিদ্বেষ ধরে রাখব কী করে? এদের প্রেমে পড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই!' শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট, সমাজকর্মীরা পুলিশ ভ্যান আটকে রাখা মুম্বই তরুণীর ছবি শেয়ার করে অনেককেই বিশ্বখ্যাত 'ট্যাংক ম্যান'-এর স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে।

পঞ্জাবে মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি

অমৃতসর, ২৬ জুলাই : পঞ্জাব সরকারের অধীনে গত কয়েকবছরে একাধিক নিয়োগ ও প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হারজোত সিং বাইন্স এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. বলবীর সিংয়ের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে কংগ্রেস-বিজেপি সহ বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, আম আদমি পার্টি দুর্নীতিমুক্ত শাসনের দাবি করলেও, কাজের বেলায় যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বিএসপি এবং শিরোমণি অকালি দলও একই সুরে অভিযোগ জানিয়েছে।

অখিলেশকে প্রস্তাব ওয়াইসির

লখনউ, ২৬ জুলাই : ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন রাজনৈতিক চাল চাললেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবকে জোটের প্রস্তাব দিয়ে ওয়াইসি জানিয়েছেন, বিজেপির জয়রথ থামাতে তাঁরা হাত মেলাতে তৈরি, তবে সেই জোট হতে হবে সম্পূর্ণ সমান মর্যাদার ভিত্তিতে।

পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদে এক কর্মসূচিতে থেকে ওয়াইসি বলেন, 'বিজেপিকে ঠেকানোর দায় শুধু মিমের একার নয়। সময় থাকতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, পরে যেন আফসোস না করতে হয়।' সপাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর বার্তা, মুসলিম ভোটাররা আর সমাজবাদী পার্টির জন্য 'ফুল বিছানোর' কাজ করবে না। সমতার ভিত্তিতে টেবিলে বসে অধিকার ও 'ইনসাফ'-এর কথা বলতে চান তাঁরা।

'মিরাকল'-এর আশায় পিকে

পাটনা, ২৬ জুলাই : '১০০টা মত্ত হাতির পাল সামলাতে একটা উটই যথেষ্ট!' বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক আগে কদম কুয়াঁ এলাকার এক মুদি দোকানদারের এই মন্তব্যই যেন পাটনার বর্তমান রাজনৈতিক আবহের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। আগামী ৩০ জুলাই বাঁকিপুরে ভোট। এতদিন এই কেন্দ্রে বিজেপির একাধিপত্য থাকলেও, এবার হাওয়া অন্যরকম। ওই দোকানদারের কথায়, 'আমরা বরাবরই বিজেপির ভোটার। কিন্তু এবার প্রশান্ত কিশোর (পিকে) অনেক ভালো বিকল্প।' এর নেপথ্যে কাজ করছে দিল্লির ঐতিহাসিক আরশোলা-বিপ্লব। ওই ব্যক্তির ছেলেও সম্প্রতি পাটনার ডাকবাংলো মোড়ে শিক্ষাব্যবস্থার গলদের প্রতিবাদে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েছেন। দিল্লির যন্তর মন্তরে সিজেপি-র টানা ৩৬ দিনের আন্দোলনের জেরে খোদ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার ঘটনা বিহারের তরুণ সমাজেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। একটা ধারণা জোরালো হচ্ছে, তরুণদের সমস্যা সমাধানে বিজেপি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। সেই ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে বাঁকিপুরে প্রথমবার ভোটে লড়ে বাজিমাত করতে চাইছেন প্রশান্ত কিশোর স্বয়ং।

টানা পাঁচবারের বিধায়ক নীতিন নবীন রাজ্যসভায় যাওয়ায় এই উপনির্বাচন। কায়স্থদের ১৪ শতাংশ ভোটের ওপর ভর করে গত তিন দশক ধরে এই কেন্দ্রে জিতেছে গেরুয়া শিবির। এবার প্রার্থী আনকোরা বুথকর্মী নীরজ কুমার সিনহাকে।

অন্যদিকে, অঙ্ক পালটে দিতে আসরে নেমেছেন পিকে। তাঁর বার্তা, 'মোদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে সরাতে এবং বিজেপির দাম্ভিকতাকে যোগ্য জবাব দিতে এটাই সেরা সুযোগ।' বিজেপির হিন্দুত্বের তাস ভোঁতা করতে পিকে অত্যন্ত সুকৌশলে বলছেন, 'আমাদের দলের হলুদ পতাকা শ্রীবিষ্ণুর প্রতীক, এটা পবিত্রতার রং।'

রাজপথে পিকে-র রোড-শোয়ে এখন উপচে পড়ছে ভিড়। আরজেডি-র একসময়ের একনিষ্ঠ ভোটাররাও এখন পিকের দিকে ঝুঁকছেন। এমনকি জাতিভেদ ভুলে যাদব এবং মুসলিমরাও তাঁকে সমর্থন করছেন। তবে বিজেপির সাংগঠনিক জোর প্রবল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদের মতো হেভিওয়েট নেতারা নীরজ সিনহার হয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। দিল্লির ছাত্র-আন্দোলনের ঢেউয়ের ধাক্কায় তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ পিকে-কে নিয়ে আগ্রহী হলেও, শেষ হাসি কে হাসবে, তা ইভিএমই বলবে। তবে প্রশান্ত কিশোর যে এবার ১০০ হাতির পালের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আরশোলা বিপ্লবের আঁচ বাঁকিপুরে

নিট চক্রীদের ফাঁসি চান আত্মঘাতী পড়ুয়ার মা

নাগপুর, ২৬ জুলাই : নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেও ক্ষোভ কমেনি আত্মঘাতী নিট পরীক্ষার্থী আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদীর মা নীলম চতুর্বেদীর। তিনি প্রশ্নফাঁসে জড়িতদের ফাঁসি চেয়েছেন। ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তাঁর বার্তা, 'কেবলমাত্র পদত্যাগে দায়বদ্ধতা শেষ হয়ে যায় না। আমরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় খুশি হতে পারিনি। যারা প্রশ্নফাঁসে জড়িত তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।'

দুবার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর নীলমের কৃষক স্বামী পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তিনি কীভাবে সংসার চালাবেন, সেই দুশ্চিন্তাই ধরা পড়েছে তাঁর চোখেমুখে। হাতে মেয়ের ছবি।

শনিবার ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে সিজেপির কর্মী-সমর্থকরা যখন বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়ছেন, তখন মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মেয়ের ছবি হাতে নিয়ে নিজেদের কষ্টের কথা বলেছেন নীলম। তাঁদের বাড়ি মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জ জেলার মাগানিয়ায়। মেয়ের নিটের প্রস্তুতির জন্য তাঁরা নাগপুরে চলে আসেন। কিষান ক্রেডিট কার্ডে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ এবং আত্মীয়দের থেকে কিছু টাকা ধার করেন। ৩ মে-র নিট পরীক্ষা আকাঙ্ক্ষার ভালোই হয়েছিল। প্রশ্নফাঁসের জেরে সেই পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় ২০ মে আত্মহত্যা করেন। দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় সফল হবেন কি না সেই আশঙ্কা থেকে এই পরিণতি। সিজেপির দাবি অনুযায়ী নীলম এক কোটি টাকা পান কি না এখন সেটাই দেখার।

এদিকে টানা ৩৬ দিনের উত্তাল আন্দোলনের পর অবশেষে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে দিল্লির যন্তরমন্তরে। একের পর এক প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও সাউন্ড সিস্টেম গুটিয়ে নিয়ে রাজপথ ছেড়েছেন আন্দোলনকারীরা। রবিবার যন্তরমন্তরে বিজয় উদযাপনের আবহাওয়া থাকলেও, নাগপুরে বসে এক ফোঁটা শান্তি পাচ্ছেন না আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী আকাঙ্ক্ষার মা নীলম চতুর্বেদী।

ভারতীয়দের নিয়ে শঙ্কা বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের জেরে যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষ্ণসাগর দিয়ে যাতায়াতে হামলার মুখে পড়ছে পণ্যবাহী জাহাজ। ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি দুই পণ্যবাহী জাহাজে হামলায় প্রাণ হারিয়েছে ৫ ভারতীয় নাবিক।

রবিবার বিদেশমন্ত্রকের বার্তায় জানানো হয়েছে, কৃষ্ণসাগর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজে কাজ করা ভারতীয়দের সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জাহাজে কাজে যোগ দেওয়ার আগে জীবনের ঝুঁকির বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখার জন্য নাগরিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ভারতীয় জাহাজ বা নৌকর্মী বর্তমানে ওই এলাকায় কাজ করছেন, তাঁদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

ওডেসা বন্দরে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার করতে সব ধরনের সহায়তা দিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও দূতাবাসের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ জলপথে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক জাহাজ সংস্থাগুলিকেও কর্মী নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মন্ত্রক। সরকারের এই সতর্কবার্তার পর সংঘাতময় অঞ্চলে ভারতীয় নৌকর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করছে একাধিক আন্তর্জাতিক জাহাজ সংস্থা।

বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত আলোচনা

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই অধ্যায় থেকে বাছাই করা কয়েকটি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হল-

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মাধ্যমিক ভূগোল

১) ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় কী?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর হল ম্যাগনেটোস্ফিয়ার। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ইলেক্ট্রন ও প্রোটন আয়নগুলি বলয় আকারে অবস্থান করে। বিজ্ঞানী জেমস ভ্যান অ্যালেন এই বলয়গুলি প্রথম আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নাম অনুসারে এই স্তরের নাম হয় ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়।

২) ডবসন ইউনিট কী?

উত্তর : ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপের একক হল ডবসন। ১ ডবসন ইউনিট ওজোন গ্যাসের ঘনত্বের অর্থ হল ১ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ০.০১ মিমি পুরু ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব। ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদ গর্ডন ডবসনের নাম অনুসারে এই ইউনিটের নামকরণ করা হয়।

৩) এরোসল কী?

উত্তর : বায়ুতে ভাসমান বিভিন্ন প্রকার ধূলিকণা, কয়লার কণা, লবণ কণা, জৈব পদার্থের কণা প্রভৃতিকে এককথায় এরোসল বলে।

৪) আয়োনোস্ফিয়ার নামকরণ কেন হয়েছে?

উত্তর : ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে, মেসোপজের ওপর প্রায় ৮০ কিমি থেকে ৬০০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত সমস্ত গ্যাসীয় অণু-পরমাণু প্রখর সৌর বিকিরণের সঙ্গে ছুটে আসা সূর্যদেহের বিভিন্ন বস্তুকণা এবং অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে সংঘাতে আয়নে পরিণত হয়। তাই এই স্তরের নাম আয়োনোস্ফিয়ার।

৫) সৌরধ্রুবক বলতে কী বোঝো?

উত্তর : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহিঃপ্রান্ত প্রতি একক ক্ষেত্রফলে ও নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য থেকে যে পরিমাণ বিকিরিত শক্তি গ্রহণ করে তাকে সৌরধ্রুবক বলে। এটি ল্যাংলেতে প্রকাশ করা হয়।

৬) এল নিনো কী?

উত্তর : স্পেনীয় শব্দ EL NINO -এর প্রকৃত অর্থ শিশু খ্রিস্ট। এল নিনো হল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের চিলি উপকূলে সাধারণত খ্রিস্ট মাসের সময় দেখা অস্থির অনির্দিষ্ট এবং উষ্ণ সমুদ্রস্রোত। বন্যা, খরা, উষ্ণতার পরিবর্তন, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র এর ফলে বিঘ্নিত হয়।

৭) হ্যারিকেন বলতে কী বোঝো?

উত্তর : অত্যন্ত শক্তিশালী এক বিশেষ ধরনের ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতকে হ্যারিকেন বলে। প্রকৃতপক্ষে মধ্য আটলান্টিকের পশ্চিমভাগে সৃষ্ট এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ক্যারিবিয়ান সাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত হ্যারিকেন নামে পরিচিত।

৮) আঁধি কী?

উত্তর : পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও পঞ্জাবে বসন্তের শেষদিকে যে ধুলোর ঝড় দেখা যায় তাকে আঁধি বলে। এই ঝড়ের আগমনে দুপুর বা অপরাহ্নেও যেন আঁধার নেমে আসে তাই একে আঁধি বা কালো ঝড় বলে।

৯) বৃষ্টিপাতের ছেদ বলতে কী বোঝো?

উত্তর : ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকাকালীন জলীয় বাষ্পপূর্ণ থাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমলে নিষ্ক্রিয় মৌসুমি বায়ুতে বৃষ্টিপাত কমে যায়, বৃষ্টিপাত একটানা না হয়ে মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি দেখা দেয়। এই অবস্থাকে মৌসুমি বায়ুর বৃষ্টিপাতের ছেদ বলে।

১০) রংধনু কী?

উত্তর : আকাশের রংধনু আসলে সূর্যের সাদা আলোর বিচ্ছুরণের প্রাকৃতিক ঘটনা। সূর্যের আলো সাতটা আলাদা রঙের আলোর সমষ্টি। রংধনু সাধারণত বৃষ্টির পরে আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। আকাশে ভাসমান জলকণার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার সময় বিচ্ছুরণের ফলে আকাশে সাতটা আলোর ছটা তৈরি হয় যাকে রংধনু বলে।

১১) মেঘাচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝো?

উত্তর : মেঘাচ্ছন্নতা বলতে আকাশে মেঘের আবরণের পরিমাণকে বোঝায়। মেঘাচ্ছন্নতা হিসাব করা হয় অক্টাস নামক এককে। বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে আকাশে মেঘাচ্ছন্নতার পরিমাপ প্রকাশ করা হয়।

১২) জিওস্ট্রপিক বায়ু বলতে কী বোঝো?

উত্তর : ট্রপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বাংশে গড়ে প্রায় ১০-১২ কিমির মধ্যে সমচাপ রেখার সঙ্গে সমান্তরালে প্রবাহিত বায়ুকে জিওস্ট্রপিক বায়ু বলে। সাধারণত বায়ুচাপের ঢালের বল ও কোরিওলিস বলের মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য হলে জিওস্ট্রপিক বায়ুর সৃষ্টি হয়।

১৩) সমপ্রেস রেখা কী?

উত্তর : উচ্চস্থানের বায়ুর চাপকে সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুর চাপে পরিণত করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ভূপৃষ্ঠের সমচাপযুক্ত স্থানগুলিকে মানচিত্রে যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয় তাকে বলে সমপ্রেস বা সমচাপ রেখা। এই রেখাগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বায়ুর চাপ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দেয়।

১৪) আর্দ্রতা গুণাঙ্ক কী?

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর মোট ওজন এবং সেই বায়ুতে উপস্থিত মোট জলীয় বাষ্পের ওজন- এই দুইয়ের অনুপাতকে বিশেষ আর্দ্রতা বা আর্দ্রতার গুণাঙ্ক বলে।

১৫) অনিয়মিত বা আকস্মিক বায়ু কী?

উত্তর : যে বায়ু ভূপৃষ্ঠের কোনও স্থানে হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে আগমন ঘটায় ও আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্তন ঘটায় তাকে বলে অনিয়মিত বা আকস্মিক বায়ু। যেমন - ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত।

১৬) জেট বায়ু কী?

উত্তর : ঊর্ধ্ব ট্রপোস্ফিয়ারে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন সংকীর্ণ সর্পিলাকার বায়ুতে জেট বায়ু বলে। এর গতিবেগ ১০০-৫০০ কিমি/ ঘণ্টা।

১৭) ঘূর্ণবাতের চক্ষু কী?

উত্তর : ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রকে ঘূর্ণবাতের চক্ষু বলে। চক্ষুকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণবাতের বাতাস ঘুরতে থাকে। এর ব্যাস সাধারণত ৩০-৬৫ কিমি হয়। সর্বত্র বৃষ্টিপাত হলেও চক্ষু স্থানটি শান্ত ও মেঘহীন হয়।

১৮) বিউফোর্ট স্কেল কী?

উত্তর : বায়ুর শক্তি মাত্রা নির্ণয় করার জন্য যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তাকে বিউফোর্ট স্কেল বলে। এর মান ০-১২ অবধি থাকে। এখানে বাতাসের গতিবেগ মাইল পার আওয়ার এককে প্রকাশ করা হয়। এই স্কেলের আবিষ্কারক স্যর ফ্রান্সিস বিউফোর্ট।

১৯) নিট বিকিরণ কী?

উত্তর : সূর্য থেকে আগত সকল প্রকার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ এবং পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল থেকে নির্গত সকল তরঙ্গের বিকিরণের পার্থক্য হল নিট বিকিরণ।

২০) কেনেলি-হেভিসাইড স্তর কী?

উত্তর : আয়নোস্ফিয়ারের ৯০-১২০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত অংশ কেনেলি-হেভিসাইড স্তর নামে পরিচিত। এই স্তরটি E স্তর নামেও পরিচিত। Kenelly ও Heaviside এই দুজন বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে এই স্তরের নামকরণ করা হয়েছে। এই স্তরটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গকে আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে যেতে বাধা দেয়।

জেনে রাখা ভালো

CFC গ্যাসের আবিষ্কার করেন মার্কিন রসায়নবিদ Thomas Midgley

ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্রের নাম স্পেক্ট্রোফোটোমিটার।

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্রথম Meteorology শব্দটি ব্যবহার করেন।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রবাল দ্বীপগুলি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঘটনাকে কোরাল ব্লিচিং বলে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ভারতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ বছরে গড়ে প্রায় ২৫ মিটার করে পিছোচ্ছে।

ফর্টিন ব্যারোমিটারের আবিষ্কর্তা জিন নিকোলাস ফর্টিন।

আবহাওয়ার প্রতিটি উপাদানকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্রগুলিকে স্টিভেনশন স্ক্রিন-এ বসানো থাকে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর চাপের পরিমাপ করা হয় তাকে অল্টিমিটার বলে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টি প্রতিদিন বিকেল ৪টায় সংঘটিত হয় বলে একে 4 O' clock rain বলে।

বায়ুমণ্ডলের ৯৯% বায়ুর চাপ ৩২ কিমির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রশ্নোত্তরে মানুষের জনন

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

● যে হরমোন ক্ষরণের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালে স্পার্মাটোজেনেসিস শুরু হয় তা হল-

a) লিউটিনাইজিং হরমোন
b) ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন
c) টেস্টোস্টেরন
d) গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন

উ :-c) টেস্টোস্টেরন

● ক্রিপটরকিডিজম হল-

a) দুটি শুক্রাশয়ের যে কোনও একটির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়
b) একটি বা দুটি শুক্রাশয়ের কোনওটিই স্ক্রটাম থলিতে নেমে আসতে পারে না
c) একটি বা দুটি শুক্রাশয়ের কোনওটিই গঠিত হয় না
d) উপরের কোনওটিই নয়

উ:- b) একটি বা দুটি শুক্রাশয়ের কোনওটিই স্ক্রটাম থলিতে নেমে আসতে পারে না।

● এক্টপিক প্রেগন্যান্সি বলতে বোঝায়-

a) ত্রুটিযুক্ত ভ্রূণের জরায়ুতে রোপণ
b) হরমোনের অস্বাভাবিকতার জন্য গর্ভধারণের সমাপ্তি
c) জিনগত ত্রুটিপূর্ণ গর্ভাবস্থা
d) জরায়ু ব্যতীত স্ত্রী জননতন্ত্রের অন্যত্র ভ্রূণের রোপণ

উ:-d) জরায়ু ব্যতীত স্ত্রী জননতন্ত্রের অন্যত্র ভ্রূণের রোপণ

● রজঃচক্রের সময় জরায়ু গাত্রের কোন স্তরে চক্রাকার পরিবর্তন দেখা যায়?

a) মেসোডার্ম
b) মায়োমেট্রিয়াম
c) এন্ডোথেলিয়াম
d) এন্ডোমেট্রিয়াম

উ:- d) এন্ডোমেট্রিয়াম

● রজঃস্রাবের কারণ হল -

a) FSH-এর ক্ষরণ বৃদ্ধি
b) অক্সিটোসিন-এর ক্ষরণ হ্রাস
c) প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ হ্রাস
d) ইস্ট্রোজেনের ক্ষরণ বৃদ্ধি

উ:- c) প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ হ্রাস

● অ্যান্ট্রাম কী?

a) লিকার ফলিকুলি দ্বারা পূর্ণ গহ্বর
b) তরল দ্বারা পূর্ণ গহ্বর যা ডিম্বাণুকে পুষ্টি প্রদান করে
c) করোনা রেডিয়াটার বৃদ্ধির স্থান
d) সবকটি

উ:- d) সবকটি

● রজঃচক্র শুরু হওয়ার পরে যে সময়ে ডিম্বাণু নিঃসরণ ঘটে এবং গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি দেখা যায় তা হল -

a) চতুর্থ দিন
b) ১৪তম দিন
c) ২৬তম দিন
d) প্রথম দিন

উ:-b) ১৪তম দিন

● সন্তান প্রসবকালে জরায়ুর সংকোচনে সাহায্য করে কোন হরমোন?

a) ইস্ট্রোজেন
b) অক্সিটোসিন
c) প্রোজেস্টেরন
d) রিলাক্সিন

উ:-b) অক্সিটোসিন

● অতিরিক্ত রজস্রাবকে বলা হয়-

a) অ্যামেনোরেজিয়া
b) ডিসমেনোরিয়া
c) মেট্রোরেজিয়া
d) মেনোরেজিয়া

উ:-d) মেনোরেজিয়া

● রজঃস্রাব শুরু হওয়াকে বলে-

a) ডিসমেনোরিয়া
b) মেনোপজ
c) মেনার্কি
d) ওভুলেশন

উ:-c) মেনার্কি

● একটি রজঃচক্রে কয়টি ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়-

a) ১টি
b) ২টি
c) ৩টি
d) ৪টি

উ:- a) ১টি

● নিয়মিত রজঃস্রাবীয় চক্র চলতে থাকা স্ত্রীলোকের রজস্রাব বন্ধ হয়ে যায় নিম্নলিখিত যে কারণে, তা হল-

a) রক্তে অধিক পরিমাণ যৌন হরমোনের উপস্থিতি
b) উন্নতমানের কর্পাস লুটিয়ামের উপস্থিতি
c) হাইপারট্রপিক্যাল এন্ড্রোমেট্রিয়াল স্তরের উপস্থিতি
d) শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুর নিষেক

উ :-d) শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুর নিষেক

● ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে শুক্রাণুর প্রস্তুতিতে বলা হয়-

a) স্পার্মিয়েশন
b) কর্টিকাল বিক্রিয়া
c) স্পার্মিওজেনেসিস
d) অ্যাক্রোজোম বিক্রিয়া

উঃ - d) অ্যাক্রোজোম বিক্রিয়া

● নীচের কোনটি প্লাসেন্টা থেকে ক্ষরিত হয় না?

a) hCG
b) প্রোল্যাক্টিন
c) ইস্ট্রোজেন
d) প্রোজেস্টেরন

উ:-b) প্রোল্যাক্টিন

● ডিম্বাশয়-এর যে অংশ থেকে ইস্ট্রোজেন ক্ষরিত হয় সেটি হল-

a) কর্পাস লিউটিয়াম
b) গ্রাফিয়ান ফলিকলের মেমব্রেনাস গ্রানুলোসা
c) ডিম্বাশয়-এর প্রজনন কলাস্তর
d) পিটুইটারি

উ: -b) গ্রাফিয়ান ফলিকলের মেমব্রেনাস গ্রানুলোসা

● সারটোলি কোষের কাজ হল -

a) নিষেকে সহায়তা করা
b) শুক্রাণু গঠন করা
c) শুক্রাণুগুলিকে পুষ্টি প্রদান করা
d) হরমোনের সংশ্লেষ করা

উ:-c) শুক্রাণুগুলিকে পুষ্টি প্রদান করা

● মানুষের ক্ষেত্রে উসাইটের মিওটিক অ্যারেস্ট ঘটে নিম্নলিখিত কোনটির নিঃসৃত পদার্থ দ্বারা-

a) গ্রানুলোসা কোষ
b) থেকা কোষ
c) জোনা পেলুসিডা
d) কিউমুলাস উফোরাস

উ :- a) গ্রানুলোসা কোষ

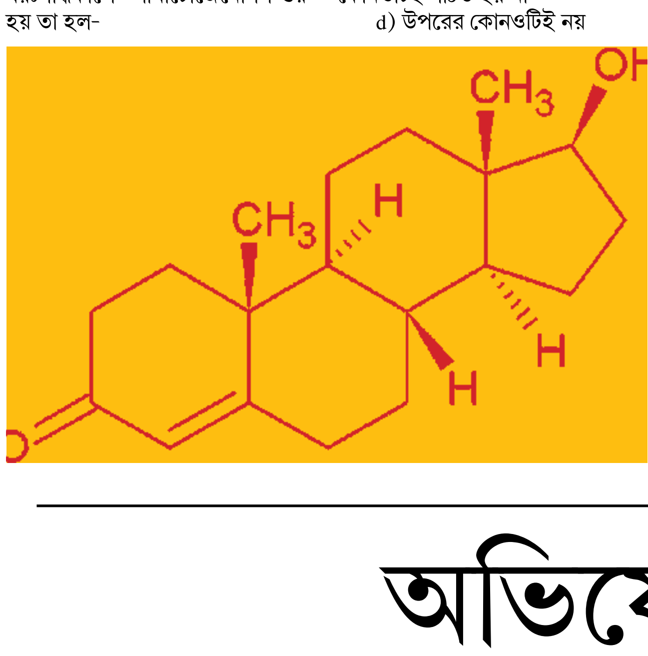

ভাবতে শেখো, প্রকাশ করো

বিষয় : ডিজিটাল যুগেও লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে তোমার ইতিবাচক ভাবনা কী?

রাসেল সরকার, *শিক্ষার্থী*
মেখলিগঞ্জ নেতাজি পিটিটিআই কলেজ, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে মানুষ নানা দিক থেকে অনেক এগিয়েছে। পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আজ মহাবিশ্ব সম্পর্কেও খুব সহজে তথ্য জানা যাচ্ছে। কিন্তু সেই জানার গভীরতা কোথাও যেন মানুষের মস্তিষ্কে স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারছে না। এর অন্যতম কারণ, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে বিনোদনের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করছি। হাতের মুঠোফোনে আজ সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার উপস্থিত থাকলেও, তা মানুষকে কতটা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী করে তুলছে, বর্তমান সমাজের চিত্র দেখলেই তা বেশ কিছুটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমি যে প্রান্তিক শহরে বাস করি, তার প্রাণকেন্দ্র হল পিভিএনএন লাইব্রেরি। একসময় এই লাইব্রেরিকে ঘিরেই জন্ম নিয়েছিল কবিতা, নাটক ও নানা উপন্যাসের চর্চা। বিভিন্ন এলাকার লাইব্রেরিগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একদল মননশীল পড়ুয়া। তাঁরাই ছিলেন শিক্ষিত, মেধাবী এবং সমাজ পরিচালনার অন্যতম কারিগর। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে পড়ুয়াদের মধ্যে লাইব্রেরি বিমুখতা তৈরি হয়েছে। তবু লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনার গুরুত্ব আজও অপরিসীম।

শিশুদের প্রথম শিক্ষাজীবন থেকেই লাইব্রেরিমুখী করে তোলা প্রয়োজন। তাদের মুঠোফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে দূরে রেখে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে দুই-তিনটি প্রজন্ম লাইব্রেরির গুরুত্ব সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ। স্কুল-কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের লাইব্রেরি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি জরাজীর্ণ লাইব্রেরিগুলোর সংস্কার করে সেগুলোকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। এমন মনোরম পরিবেশ তৈরি করা দরকার, যেখানে মানুষ অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও মুঠোফোন ছাড়া বইয়ের জগতে ডুবে থাকতে পারে।

সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির দায়িত্ব নতুন প্রজন্মকে মনোযোগী করে গড়ে তুলতে ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্ত করে লাইব্রেরিমুখী করা। লাইব্রেরির নীরব ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ শুধু পড়াশোনার জন্য নয়, ব্যক্তিত্ব ও মননের বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে একাগ্রতা, ধৈর্য এবং নিয়মিত অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা একজন মানুষকে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবন গঠনে সহায়তা করে। তাই সমাজের শিক্ষানুরাগী ও সচেতন মানুষদের এ বিষয়ে আরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতা মিললে এই কাজ আরও সহজ ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

অভিযোজনের নমুনা প্রশ্নাবলি

সুপ্রিয়কুমার দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক
অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল, কোচবিহার

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

1) নীচের কোন প্রাণীটি বিশেষ নৃত্য দ্বারা নিজ দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে খাদ্যের উৎস সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করে তা শনাক্ত করো। - a) শিম্পাঞ্জি b) আরশোলা c) ময়ূর d) মৌমাছি।

উত্তর : মৌমাছি

2) নীচের কোন অস্থিযুক্ত মাছের পটকার গ্যাস শোষণ করে নেয়- a) রেড গ্রন্থি b) অগ্র প্রকোষ্ঠ c) গ্যাসট্রিক গ্রন্থি d) রেটিয়া মিরাবিলিয়া

উত্তর : রেটিয়া মিরাবিলিয়া

3) শিম্পাঞ্জি নেহাই হিসাবে ব্যবহার করে- a) পাথর b) কাঠের টুকরো c) গাছের ডাল d) কোনওটিই নয়

উত্তর : কাঠের টুকরো

4) পায়রার দেহে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গ হল- a) পালক b) ফুসফুস c) পুচ্ছ পালক d) বায়ুথলি

উত্তর : বায়ুথলি

5) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায় যে উদ্ভিদে- a) রাইজোফোরা b) সুন্দরী c) আম d) জাম

উত্তর : রাইজোফোরা

6) মৌমাছির বার্তা প্রদানের নৃত্যের মহড়া দেখতে-

a) 'S' আকৃতির b) '6' আকৃতির c) '8' আকৃতির d) 'O' আকৃতির

উত্তর : '8' আকৃতির

7) ক্যাকটাসের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণ- a) সালোকসংশ্লেষ রোধ b) শ্বসন রোধ c) বাষ্পমোচন রোধ d) বাষ্পমোচন বৃদ্ধি

উত্তর : বাষ্পমোচন রোধ

8) মাছের পটকায় অবস্থিত বিশেষ রক্তজালকটি হল-

a) রেড গ্রন্থি b) পেকটিন, c) নিউম্যাটিক নালি, d) রেটিয়া মিরাবিলিয়া

উত্তর : রেটিয়া মিরাবিলিয়া

9) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখা দেখা যায় যে গাছে সেটি হল- a) সুন্দরী b) ফণীমনসা c) সিরিওপস d) বট

উত্তর : সিরিওপস

10) মাছকে জলের চাপ, তাপ, স্রোতের অভিমুখ, pH মাত্রা ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে যে অঙ্গটি সেটি হল- a) মায়োটোম পেশি b) পার্শ্বরেখা c) ফুলকা d) পটকা।

উত্তর : পার্শ্বরেখা

উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

1) পায়রার চোখে....এর উপস্থিতির জন্য দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

উত্তর : পেকটিন।

2) মাছের....পেশির সংকোচন মাছকে গমনে সাহায্য করে।

উত্তর : মায়োটোম।

3) রুই মাছ একটি....অভিযোজিত প্রাণী।

উত্তর : মুখ্য জলজ।

4) শ্বাসমূল দেখা যায়.....গাছে।

উত্তর : সুন্দরী।

5) উটের RBC-এর আকৃতি.....

উত্তর : ডিম্বাকার।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

1) লবণ সহনের জন্য সুন্দরী গাছের একটি অভিযোজন উল্লেখ করো।

উত্তর : সুন্দরী গাছের পাতায় অবস্থিত লবণ গ্রন্থি জলের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত লবণ রেচনে সাহায্য করে।

2) ফণীমনসার কাঁটা কোন অঙ্গের রূপান্তর?

উত্তর : পাতার।

3) একটি গৌণ জলজ প্রাণীর নাম লেখো।

উত্তর : তিমি।

4) পর্ণকাণ্ড কোন জাতীয় উদ্ভিদে দেখা যায়?

উত্তর : জেরোফাইট বা জাঙ্গল উদ্ভিদে।

5) পায়রার ক'টি বায়ুথলি থাকে?

উত্তর : নয়টি।

6) পায়রার লেজের পালকগুলিকে কী বলে?

উত্তর : রেকট্রিসেস।

7) রেকট্রিসেসের কাজ কী?

উত্তর : দিক পরিবর্তনে সাহায্য করে।

8) উটের কুঁজে কী সঞ্চিত থাকে?

উত্তর : ফ্যাট।

9) অস্থিবিশিষ্ট মাছদের পটকার পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত গ্যাস শোষণকারী অঙ্গটির নাম কী?

উত্তর : রেটিয়া মিরাবিলিয়া।

10) পত্রযুক্ত ক্যাকটাস পত্ররন্ধ্রের প্রকৃতি কী?

উত্তর : পত্রযুক্ত ক্যাকটাসে পত্ররন্ধ্রগুলি নিমজ্জিত প্রকৃতির হয়।

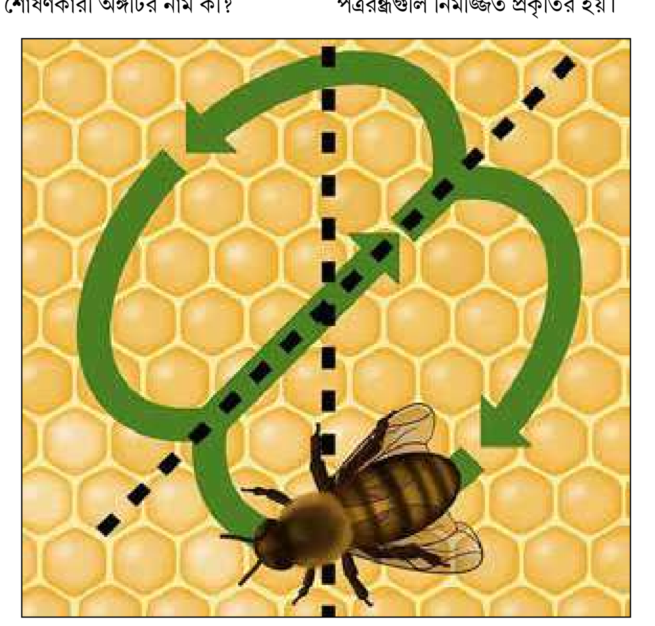

ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা তানিষ্কা রায়। বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া তানিষ্কা নাচ ও আবৃত্তিতে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গান-কবিতায় প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বাতিল করা, দিল্লিতে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের ওপর থেকে মামলা প্রত্যাহার, পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিচার সহ একাধিক দাবিতে রবিবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে জমায়েত করেন 'শিলিগুড়ি স্পিকস'-এর সদস্যরা। গান এবং কবিতায় প্রতিবাদ মুখরিত হয়। এদিনের কর্মসূচিতে ছাত্র-যুবরা গিটার সহযোগে 'মেরে সিনে মে নেহি তো তেরে সিনে মে সহি, হো কহি ভি আগ লেকিন আগ জ্বলনি চাহিয়ে' গানটি পরিবেশন করে। এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের সদস্যরাও এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

এদিনের কর্মসূচিতে এআইডিএসও এবং এসইউসিআই-এর সদস্যদের দেখা গেলেও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এই কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক। এদিনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়া গৌতম সরকার বলেন, 'এটা জেন জেড-দের জয়। আমরা চাই এনটিএ বাতিল করা হোক এবং আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হোক। এর পাশাপাশি নিটের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় যে ২১ জন পরীক্ষার্থী আত্মঘাতী হয়েছেন, আমরা তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' এদিন নিট প্রশ্ন ফাঁসের কারণে আত্মহত্যা করা ২১ জন পড়ুয়ার ছবিতে মাল্যদান করা হয়। ডাঃ শাহরিয়ার আলম আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ওপর থেকে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে এদিন সকাল থেকে বাঘা যতীন পার্কের সামনে মোতায়েন ছিল পুলিশ। ছিল উইনার্স বাহিনীও।

গান-কবিতায় প্রতিবাদ। বাঘা যতীন পার্কে রবিবার। ছবি : সূত্রধর

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল রবিবার। এদিন দেশবন্ধুপাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৬ জুলাই থেকে শুরু হওয়া কেন্দ্রীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই ক'দিনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছেন, তাঁরা ২৩ অগাস্ট জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে। ছিলেন বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি গোপাল দে প্রমুখ।

সম্মেলন

ইসলামপুর, ২৬ জুলাই : একটি বেসরকারি ভবনে রবিবার অনুষ্ঠিত হল নমশূদ্র সমাজ সংস্থার দ্বিবার্ষিক ইসলামপুর মহকুমা সম্মেলন। সংগঠনের কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপেন সরকারকে সভাপতি এবং তাপস বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ৩৩ জনের একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি সমীরকুমার বর বলেন, 'নমশূদ্র সমাজের শিক্ষা, সামাজিক অগ্রগতি, সাংগঠনিক ঐক্য এবং অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে আগামীদিনে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে সংগঠন।'

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ইংগিত-এর আয়োজনে নবম প্রশান্ত মজুমদার স্মৃতি নাট্য উৎসব। শেষ দিনের নিবেদন অনুভব নাট্য সংস্থা (কোচবিহার)-এর 'চিঠি' ও থিয়েটার ফর ইউ প্রোডাকশনের 'প্রজাপতি হতে হতে'। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে।

উমা বরণের প্রস্তুতি

রথের দড়িতে টান পড়ার অর্থই তো মহিষাসুরমর্দিনীর আগমনী বার্তা। ক্যালেন্ডার বলছে, পুজোর এখনও ঢের দেরি। কিন্তু উৎসবের শহর শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যে বেজেছে পুজোর বাদ্যি। উত্তরের এই প্রাণবন্ত জনপদে দুর্গাপুজো মানে তো নিছক কয়েকদিনের আনন্দ নয়, তা ঐতিহ্য, শিল্পকলা, সৃজনশীল চিন্তা এবং সংস্কৃতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। আর সেই ছবি ফুটিয়ে তুলতে এবারও কমিটিগুলি প্রস্তুত তাদের চমক নিয়ে। উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা শুনলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

আদিশক্তি ও কৈলাসের রূপ

সুব্রত সংঘের দুর্গাপুজো এবছর ৬৯ বর্ষে পদার্পণ করছে। তাদের এবারের নিবেদন 'আদিশক্তি'। মাটি থেকে প্রায় ১০-১২ ফুট উঁচুতে তৈরি হবে সুদৃশ্য মণ্ডপ, যেখানে পৌঁছাতে হবে সিঁড়ি বেয়ে। পুরোনো দিনের মন্দিরের আদলে গড়া এই মণ্ডপটি সবার নজর কাড়বে বলেই আত্মবিশ্বাসী উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রকুমার নাথ বলছেন, 'কৈলাসে শিবপার্বতী যেমনভাবে থাকেন বলে আমরা জানি, তেমন চিত্রই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। গঙ্গার উৎপত্তি গোমুখকে জলের স্রোতের মধ্যে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে।'

থাইল্যান্ডের অরুণ মন্দিরের ছোঁয়া

গত বছর ডিজনিল্যান্ড তৈরি করে তাক লাগিয়ে দেওয়া কাওয়াখালির জনকল্যাণ সংঘের পুজোর এবছর ৩২ বর্ষ। এবারও রয়েছে চমক। তাদের এবারের আকর্ষণ থাইল্যান্ডের বিখ্যাত অরুণ মন্দির। কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত বিশ্বাস বলছেন, 'পুজো প্রাঙ্গণটি একটু গ্রামের দিকে হলেও শহরের মানুষরাও যাতে ভিড় জমান, সেকারণে প্রতিবারই কিছু আকর্ষণীয় করার চেষ্টা থাকে। থিমের সঙ্গে পুরোমাত্রায় মানানসই করেই তৈরি হবে এবারের প্রতিমা।

নাড়ির টানে 'জীবনসুতো'

৭২ বর্ষে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের থিম 'জীবনসুতো'। নাড়ির টানেই যে সমস্ত মানুষ একসূত্রে বাঁধা পড়ে, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হবে এই থিমের মাধ্যমে। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পরিবেশবান্ধব জিনিস দিয়ে তৈরি হবে পুজোমণ্ডপ, যার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পাশাপাশি প্রথা অনুযায়ী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও জমজমাট আয়োজন থাকবে।

ঐতিহ্য ও সংস্কারের মেলবন্ধন

এবছর ৪৫ বর্ষে পা দিচ্ছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। পুজোর থিম এখনও জনসমক্ষে আনেননি উদ্যোক্তারা। তবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁদের বার্তা। রীতিনীতি, সংস্কার এবং ধর্মের সঠিক নিয়মগুলি যে মেনে চলা প্রয়োজন, সেটাই বোঝানোর উদ্যোগ নিয়েছে এই ক্লাব। সেই ভাবনার আদলেই সেজে উঠবে মণ্ডপ এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হবে মায়ের প্রতিমা। পুজো কমিটির সম্পাদক রবিশংকর চক্রবর্তী জানান, তিনটি ধাপে হতে চলেছে এবারের মণ্ডপ। যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের নির্মীয়মাণ মণ্ডপ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দালানবাড়ি

রথের দিন খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে ৫৮ বর্ষের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উপকার অ্যাথলেটিক ক্লাব। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০০ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবছর পুজোমণ্ডপ সেজে উঠবে তাঁরই আদি দালানবাড়ির আদলে। কলকাতা থেকে শিল্পীরা এসে অগাস্ট মাস থেকে শুরু করবেন মণ্ডপের কাজ। প্রতিমাও আসবে কলকাতা থেকেই। ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সুমন্ত ঘোষ জানান, প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

'অঙ্গীকার'

৫০ বর্ষে পড়ল অগ্নিশিখা ক্লাবের পুজো। তাদের এবারের ভাবনার নাম 'অঙ্গীকার'। কন্যাভ্রূণ হত্যা এবং নির্বিচারে গাছ কাটার মতো সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ফুটে উঠবে তাদের পুজোমণ্ডপে। সমাজের এই গভীর ক্ষতকে সামনে এনে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করার অঙ্গীকার নিয়েছে এই ক্লাব। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বাজেট। অগ্নিশিখা ক্লাবের তরফে সুমিত সেনগুপ্ত বললেন, 'খুঁটিপুজো হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই মণ্ডপের কাজ শুরু হবে।'

অযোধ্যার রাম মন্দির

৭৩ বর্ষে শিলিগুড়িতে অযোধ্যার রাম মন্দির ফুটিয়ে তুলে তাক লাগাতে চলেছে উজ্জ্বল সংঘ। ঝাড়খণ্ড থেকে দক্ষ শিল্পীরা এসে শুরু করবেন মণ্ডপের কাজ। তবে মায়ের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে এ শহরেই। পুজো কমিটির সম্পাদক প্রীতম সিংহ জানান, এবছর পুজোর বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা।

শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়া এবং উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল ভাবনার মেলবন্ধন এবারও শহরের শারদোৎসবে অন্য মাত্রা যোগ করতে চলেছে।

পুলিশের দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : আবাসনের পিছনের বহুতলের বাসিন্দাদের যাতায়াতের রাস্তা করে দিতে ভেঙে ফেলা হল সীমানা প্রাচীর। এর জেরেই তীব্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ওই আবাসনের বাসিন্দারা। ঘটনাটি শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরের। প্রাচীর ভাঙার প্রতিবাদে প্রোমোটারের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন তাঁরা। আবাসিকদের অভিযোগ, প্রোমোটার প্রভাব খাটিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান না মেনে প্রাচীরটি ভেঙে রাস্তা বের করেছেন। এখন সেই পথ দিয়েই পিছনের বহুতলের বাসিন্দারা যাতায়াত করছেন। সমস্যা সমাধানে প্রোমোটারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও লাভ হয়নি। তাই, রবিবার একজোট হয়ে খালপাড়া আউটপোস্টে অভিযোগ দায়ের করেন। আবাসিক দুর্গানন্দ মিশ্র বললেন, 'আমরা নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। এর প্রতিবাদ করতে গেলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আজ পর্যন্ত আইনিভাবে আমাদের হাতে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়নি।'

সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন প্রোমোটার রবিকান্ত আগরওয়াল। তাঁর সপক্ষে যুক্তি, 'প্রয়োজনীয় অনুমতি ও আইনি ছাড়পত্র নিয়েই প্রোজেক্টের এলাকা বাড়ানো হয়েছিল। সেই কারণে পিছনের সীমানা প্রাচীর ভাঙা হয়েছে। নিয়ম মেনেই ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়েছে।' উলটে তাঁর অভিযোগ, আবাসিকরা একসময় তাঁর কাছে টাকা দাবি করেছিলেন। সেই দাবি না মানায় এধরনের অভিযোগ তুলছেন। তবে কী প্রেক্ষিতে আবাসিকরা টাকা চেয়েছিলেন, তা খোলসা করেননি রবিকান্ত।

মারামারি

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : স্টেশন ফিডার রোডে দুই কিশোরের মারপিটের ঘটনার জেরে রবিবার রাতে খালপাড়ার অগ্রসেন রোড এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মারপিটে জড়িয়ে পড়া দুই কিশোর একই স্কুলের একই শ্রেণির পড়ুয়া। প্রথমে স্টেশন ফিডার রোডে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ঘটনায় একজন ছুরিকাহত হয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। পরে এক কিশোর অগ্রসেন রোডের বাড়িতে ফিরে গেলে অপর কিশোর আরও চার বন্ধুকে নিয়ে সেখানে পৌঁছায়। এরপর ফের দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। বাসিন্দারা চার কিশোরকে আটক করে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে তাদের সেফ কাস্টডিতে নেয়। পরে চারজনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে প্রাথমিক তদন্তে কারও ছুরিকাহত হওয়ার কোনও প্রমাণ মেলেনি। রবিবার রাত পর্যন্ত ঘটনায় থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

মিছিল

ইসলামপুর, ২৬ জুলাই : ইসলামপুরের নাম পরিবর্তন করে 'ঈশ্বরপুর' করা সহ তিন দফা দাবিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে রবিবার বিকালে মিছিল ও পথসভা করা হয়। এদিন শহরের চৌরিঙ্গি মোড় রাধাগোবিন্দ মন্দির থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল শেষে হয় পথসভা।

দু'বছরেও পৌঁছায়নি ১০টি মেশিন

তিনটি বেডে চলছে ডায়ালিসিস বিভাগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ডায়ালিসিস বিভাগের বেহাল দশা। দীর্ঘদিন ধরে মাত্র চারটি বেড থাকলেও, কয়েকদিন ধরে একটি মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় তিনটি বেডে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, বছর দুয়েক আগে জেলা হাসপাতালে অত্যাধুনিক ১০টি ডায়ালিসিস মেশিন আসার কথা থাকলেও, এখনও পর্যন্ত তা এসে পৌঁছায়নি।

ডায়ালিসিস বিভাগের এমন বেহাল দশার মধ্যেই রোগীর সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। ফলে সমস্যা আগের তুলনায় আরও বেড়েছে। বিশেষ করে যাতায়াতের সমস্যার কারণে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বদলে শহর ও সংলগ্ন এলাকার রোগীরা জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিস করাতে আসছেন। কিন্তু তিনটি মেশিন দিয়ে ডায়ালিসিস পরিষেবা দিতে একপ্রকার হিমসিম অবস্থা হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। কবে নতুন ডায়ালিসিস মেশিন আসবে তা নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক বা হাসপাতাল সুপার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বললেন, 'দ্রুত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করছি।'

বিগত সরকারের আমলে জেলা হাসপাতালে আধুনিক ১০টি মেশিন নিয়ে এসে ডায়ালিসিস বিভাগে ১০টি নতুন শয্যা চালু করার কথা বলা হয়েছিল। দীর্ঘ টালবাহানার মধ্যে শোনা গিয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন করবেন। তবে সেটা আর হয়নি। এদিকে, ডায়ালিসিস মেশিন কম থাকায় অনেক রোগীর প্রয়োজনের তুলনায় কম দিন ডায়ালিসিস করা সম্ভব হচ্ছে। যে রোগীর সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালিসিস প্রয়োজন, সেখানে তাঁদের সপ্তাহে দু'দিন ডায়লিসিস করা হচ্ছে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া রোগীরাও বাধ্য হয়ে দু'দিন করেই ডায়ালিসিস করাচ্ছেন।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। -সংবাদচিত্র

> **দ্রুত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করছি।**
>
> **-শংকর ঘোষ** পর্যটনমন্ত্রী

জেলা হাসপাতালে ছেলের ডায়ালিসিস করাতে মাল্লাগুড়ি থেকে এসেছিলেন রত্না ঠাকুর। তাঁর কথায়, 'ক'দিন মেডিকেলে ছেলের ডায়লিসিস করিয়েছি। কিন্তু মেডিকেলে যাতায়াত করার খরচার পাশাপাশি অনেকটা সময় লাগার কারণে জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিসের জন্য আসছি। কিন্তু এখানে তিনটি মেশিন কাজ করায় বেশিরভাগ সময় অপেক্ষা করতে হয়। আরও বেশি মেশিন থাকলে এই সমস্যা হত না।'

হাসপাতালের এক কর্মীর কথায়, 'কবে থেকে শুনছি, ১০টি নতুন শয্যা ডায়ালিসিসের জন্য চালু হবে। কিন্তু কবে সেই মেশিন আসবে তার কোনও ঠিক নেই।'

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন কানকাটা মোড়ের বাসিন্দা পেশায় পরিচারিকা ঋতু দাস তাঁর বাবার ডায়ালিসিস করান জেলা হাসপাতালে। ঋতুর কথায়, 'কাজ ছেড়ে বাবাকে নিয়ে আসতে হয়। এখানে অপেক্ষা করতে হয়। নতুন ১০টি বেড চালু হলে কম অপেক্ষা করতে হবে। ফলে আমার মতো অনেকের সুবিধা হবে।'

ধর্ষণের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : পনেরো বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে শনিবার রাতে সতেরো বছরের এক কিশোরকে আটক করে প্রধাননগর থানা। রবিবার ওই কিশোরকে দার্জিলিংয়ের জুভেনাইল কোর্টে তোলা হলে বিচারক হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, ওই কিশোরী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। যদিও এ ব্যাপারে স্পষ্ট হতে এদিন তার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। তবে রাত পর্যন্ত মেডিকেল রিপোর্ট হাতে পাননি চিকিৎসকরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কিশোর ও কিশোরী একই এলাকার হওয়ায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি হঠাৎ করেই কিশোরীর শারীরিক গঠনে পরিবর্তন আসতেই সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। শনিবার কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করতেই ঘটনা সামনে আসে। পরে সেদিন রাতেই কিশোরীর পরিবারের তরফে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

রক্তদান

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে রবিবার ঝংকার মোড়ের সামনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি ১২ জন মহিলা রক্তদান করেন। ৮০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়।

কানাইয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

ধন্দে তৃণমূল কাউন্সিলাররা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৬ জুলাই : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন ইসলামপুর পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলাররা। পুরসভার তিন দশকের চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে 'ঋতব্রত তৃণমূল' শিবিরে যাওয়ায় এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দিশাহারা তাঁরা। আগামী পুরভোটে টিকিট পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ায় কেউ নির্দলে যাওয়ার কথা ভাবছেন, কেউ আবার রাজনীতি ছেড়ে দিতে চাইছেন। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে দলের একাংশ তলে তলে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলেও খোদ তৃণমূল কাউন্সিলাররাই স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও কানাইয়ালালের দাবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইসলামপুর পুরসভার মোট ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে বর্তমানে ১৪টি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। এর মধ্যে তিনজন নির্দল হিসেবে জিতে পরে ঘাসফুলে যোগ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বলছে, বাম আমলে কানাইয়ার নেতৃত্বেই এই পুর বোর্ড দখল করেছিল কংগ্রেস। তৃণমূল আমলেও ক্ষমতা তাঁরই হাতে ছিল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই কানাইয়া একসময় দলবল নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। সেই পুরোনো সম্পর্কের জেরে তিনি এবার বিজেপির হাত ধরতে পারেন বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে। তবে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দাবি, এমনটা হলে দলের অন্দরেই বিদ্রোহ দেখা দেবে। ফলে সেই সম্ভাবনা কার্যত নেই।

এই ডামাডোলের জেরে পরের পুর ভোটে নতুন শিবিরের হয়ে কানাইয়া নেতৃত্ব দিলে, পুরোনোরা আর টিকিট পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলের কাউন্সিলাররা। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্ত বললেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ যে সংকটে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ দলটিকে ভালোভাবে নিচ্ছে না। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি, সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নেব।' ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পূর্ণিমা সাহা দে-র আক্ষেপ, 'আমরা এখন ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার। কোন দলে আছি, কী প্রতীক পাব কিছুই বুঝতে পারছি না। এভাবে ভোটে লড়াই করা যায় না।' ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গুরুদাস সাহার কথায়, 'রাজনীতি আমার পেশা নয়, নেশা। সম্মানজনক পরিস্থিতিতে লড়াই করার সুযোগ পেলে লড়ব, নইলে বসে যাব।'

> **দলের সমস্ত কাউন্সিলার আমার সঙ্গেই আছেন। আমি যেদিকে থাকব, ওঁরাও থাকবেন। টিকিট নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই, সব সমস্যা মিটে যাবে।**
>
> **কানাইয়ালাল আগরওয়াল**
> চেয়ারম্যান, ইসলামপুর পুরসভা

অন্যদিকে নির্দল থেকে তৃণমূলে আসা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অমল সরকার স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রতীক না পেলে তিনি ফের নির্দলেই লড়বেন। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অসিত সেন অবশ্য ওয়ার্ডের মানুষের পরামর্শ মেনে চলার কথা জানিয়েছেন। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সংগীতা সাহা দাস কানাইয়ার নির্দেশেই চলতে চান। যাবতীয় জল্পনা ও দলের ভেতরের এই ক্ষোভ প্রসঙ্গে কানাইয়ার বক্তব্য, 'দলের সমস্ত কাউন্সিলার আমার সঙ্গেই আছেন। আমি যেদিকে থাকব, ওঁরাও থাকবেন। টিকিট নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই, সব সমস্যা মিটে যাবে।'

হাতে হাত রেখে ৫০ বসন্তে বিশ্বাসের বুনিয়াদ

বৈবাহিক জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী পেরিয়েছেন সুভাষপল্লির সমরেন্দ্রনাথ দেব এবং করুণা দেব কর। এই দীর্ঘ পথ চলায় অভিযোগ বা অনুযোগের মেঘ জমেনি, বরং বিশ্বাসের বুনিয়াদ আর অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় প্রতিদিন আরও গভীর হয়েছে তাঁদের ভালোবাসার শিকড়। লিখলেন তমালিকা দে

ঝোড়ো হাওয়ায় হাত ছেড়ে দূরে সরে যাওয়া নয়, বরং দুঃসময়ে একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে পথ চলার নামই যে প্রকৃত দাম্পত্য- তা প্রমাণ করে দিয়েছেন সুভাষপল্লির সমরেন্দ্রনাথ দেব (৮৪) এবং করুণা দেব কর (৮১)। তাঁরা পেরিয়েছেন বৈবাহিক জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী। চলতি বছর জুনে জীবনের সোনালি এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন সমরেন্দ্রনাথ ও করুণা। অর্ধশতাব্দীর এই দীর্ঘ পথ চলায় অভিযোগ বা অনুযোগের মেঘ জমেনি, বরং বিশ্বাসের বুনিয়াদ আর অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় প্রতিদিন আরও গভীর হয়েছে তাঁদের ভালোবাসার শিকড়।

৫০ বছর আগে হলদিবাড়ি থেকে বধূ হয়ে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন করুণা। সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা হওয়ার সুবাদে কর্মজীবনের প্রথম দেড় বছর শিলিগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি যাতায়াত করতে হত তাঁকে। পরবর্তীতে বদলি হন। স্ত্রীর যাতে স্কুলে পৌঁছাতে দেরি না হয়, সেই কথা ভেবে রান্নার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন কোঅপারেটিভ ব্যাংকের কর্মী সমরেন্দ্রনাথ। করুণার স্মৃতিচারণায় উঠে আসে সেই দিনগুলোর কথা, 'ইলিশ ভাপা থেকে চিংড়ি মাছের মালাইকারি— বিভিন্ন রকমের রান্না স্বামীর কাছেই আমার শেখা।' চাকরি সূত্রে অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে কাটালেও স্বামীর নিঃশর্ত সহযোগিতাই তাঁর কর্মজীবনকে সহজ করে দিয়েছিল।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে যেখানে বিবাহিত জীবন টিকিয়ে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানে এই দম্পতি হেঁটেছেন পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথে। সফল দাম্পত্যের রহস্য সম্পর্কে করুণা বললেন, 'একে অপরের পরিস্থিতি বোঝাটাই আসল। একসময় স্বামীর চাকরিতে সমস্যা হয়েছিল, তখন একা হাতে সংসার সামলেছি। কিন্তু কোনওদিন ওঁকে একা বোধ করতে দিইনি।' স্ত্রীর এই মানসিক শক্তির প্রশংসা করে সমরেন্দ্রনাথ জানান, সংসার ও কর্মজীবন কীভাবে নিখুঁতভাবে সামলাতে হয়, তা তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখেই শিখেছেন। দুই সন্তানের লালনপালন থেকে পরিবারের দেখভাল- সবকিছুর মধ্যেই নিজের আনন্দ খুঁজে নিতেন করুণা।

সমরেন্দ্রনাথ ও করুণা।

আজও অবসর সময়ে মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কিংবা শ্যামাসংগীত শোনা এবং একসঙ্গে দূরদর্শন দেখা তাঁদের দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ। প্রতিবছর নিয়ম করে একসঙ্গে দুর্গাপুজো দেখতে যাওয়া এই দম্পতির কাছে এক আনন্দের উৎসব। রাজ্যের বাইরে খুব একটা ঘোরা না হলেও এনিয়ে তাঁদের কোনও আক্ষেপ নেই। তবে গান গাইতে খুব ভালোবাসতেন করুণা, কিন্তু বিয়ের পর তা আর চালিয়ে যেতে না পারায় সামান্য আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে তাঁর। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিম ভালোবাসা কেবল তাঁদের নিজেদের জীবনকেই পরিপূর্ণ করেনি, বরং আগামী প্রজন্মের কাছেও তাঁরা হয়ে উঠেছেন এক 'রোল মডেল'।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের ১১তম জেলা সম্মেলন।

অরুণকে সরাতে স্বাক্ষর সংগ্রহ

শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে বহিষ্কারের দাবিতে সই সংগ্রহ শুরু করেছে দলেরই একাংশ। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় দলের বিভিন্ন স্তরের এক হাজার নেতার স্বাক্ষর নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছে। ওই স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠাবেন দলের বিক্ষুব্ধরা। ইতিমধ্যে ৭০০ জনের স্বাক্ষর হয়েছে বলে দাবি। তাঁদের মধ্যে ঘোষপুকুর থেকে ৪০০ জন, বিধাননগরের ২০০ জন ছোট, মাঝারি নেতা আছেন।

জেলা সভাপতিকে বহিষ্কারের দাবিদারদের অন্যতম আরেক অরুণ মণ্ডল। যিনি বিধাননগর মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে দলের কোনও দায়িত্বে নেই। তাঁদের দাবিপত্রে জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে অবৈধ বালি খননে মদত, লবি তৈরি করে তোলাবাজিতে সাহায্য, মেলা বসাতে টাকা নেওয়া এবং সক্রিয় কর্মীদের শোকজ করার মতো নানা অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ অরুণের অভিযোগ, 'জেলা সভাপতি নানা অনিয়মে মদত দিচ্ছেন। তাঁর অনুগামীদের অন্যায় কাজ ধরিয়ে দেওয়া হলেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। সক্রিয়, উৎসাহী কর্মীদের দলে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সেসব জানিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছি আমরা। জেলা সভাপতিকে বহিষ্কার করা হলে দলীয় সংগঠন মজবুত হবে বলে আমাদের মনে হচ্ছে।'

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী অবশ্য বলেন, 'আমার কাছে কেউ কোনও জেলা সভাপতিকে বহিষ্কারের দাবি জানাননি। সেটা দলীয় নিয়মও না।' জেলা বিজেপি সভাপতি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য জানা যায় না। তবে দলের জেলা কমিটির সহ সভাপতি রাজু সাহা বলেন, 'এরকম কোনও অভিযোগ শুনিনি।' দুই অরুণ বিধাননগরের একই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন একসময়। প্রথম থেকেই তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই ছিল। জেলা সভাপতি বর্তমানে শিবমন্দিরে বাড়ি করেছেন। তবে তিনি বিধাননগরেরই ভোটার। মহকুমা পরিষদ ভোটে দুজনেই প্রার্থী হতে চাইছেন বলে খবর। বিক্ষুব্ধ অরুণদের সঙ্গে দলের মহকুমার এক বিধায়কও রয়েছেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে পদ্ম শিবিরের অন্দরমহলে।

আপাতত শুধু বাঘিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুলাই : অবশেষে চূড়ান্ত হল। দুটো না তিনটে নয়, আপাতত একটিই বাঘিনী ছাড়া হবে বক্সার জঙ্গলে। আগামী ২ অক্টোবর অনুষ্ঠান করে বক্সা টাইগার রিজার্ভে তৈরি করা এনক্লোজারে বাঘিনী ছাড়া হবে। বন দপ্তর প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল- ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসের দিন জঙ্গলে একটি বাঘিনী ছাড়া হবে। কিন্তু সেই দিনক্ষণ পিছিয়ে ২ অক্টোবর করা হয়। বন দপ্তর ঠিক করেছিল যেহেতু সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই দুটি বা তিনটি বাঘ ছাড়া যেতে পারে। কয়েকদিন আগে রাজাভাতখাওয়ায় প্রশাসনিক বৈঠক শেষে বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ জানান, একটি বাঘ ও বাঘিনী ছাড়ার প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সেটা এখন সম্ভব হচ্ছে না। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় বনমন্ত্রী জানান, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। আপাতত একটি বাঘিনী ছাড়া হবে।

মনোজ বলেন, '২ অক্টোবর একটি বাঘিনী ছাড়া হবে। সেটির উপর নজরদারি চলবে। এরপর দু'-তিন মাস পর আরেকটি বাঘ ছাড়া হবে। বক্সায় বাঘ রাখতে যা যা করা দরকার, সবই করা হচ্ছে। নেওয়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ।'

বাঘের জন্য প্রস্তুত এনক্লোজার। বক্সায়।

অন্যদিকে বনকর্তাদের বক্তব্য, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী সমস্যা হয় সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তাই আগে একটি বাঘ এনে পরীক্ষা করা হবে। একটি বাঘ সামলানো অনেকটা সহজ হবে। বনকর্মীদের অভাবের বিষয়টিও দেখতে হচ্ছে। সবকিছু ঠিকমতো সামলানো গেলে এবং ওই বাঘ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আরও সঙ্গী আনার বিষয়টি ভাববে বন দপ্তর। এদিকে, বাঘের উপর নজরদারি চালাতে তিনটি দল ২৪ ঘণ্টা টহল দেবে। দলগুলিতে বনকর্মীদের সঙ্গে থাকবে কুনকি হাতিও।

বক্সা টাইগার রিজার্ভে বিভিন্ন সময় পরিযায়ী বাঘের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। এবছরও জানুয়ারি মাসে বাঘের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বিগত কয়েক বছরে বারবার বাঘের উপস্থিতি নজরে আসায় জঙ্গলে বাঘিনী ছাড়া হচ্ছে। অসম বা ভুটান থেকে এবার বক্সায় বাঘ এলে যেন স্থায়ীভাবে থেকে যায় সেজন্যই প্রথমে বাঘিনী ছাড়া হবে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শুধু রাজ্যের শীর্ষ বনকর্তারা যোগাযোগ রাখছেন এমনটা নয়। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের আধিকারিকরাও যোগাযোগ রাখছেন। প্রয়োজনীয় কী কী কাজ হচ্ছে, সেদিকে নজর রয়েছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটিরও। বাঘ এনে কীভাবে রাখা হবে, যে যে গাইডলাইন দেওয়া রয়েছে সেই মতো কাজ হচ্ছে কি না সেই মতো রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। কাজেই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে নিতে হচ্ছে বন দপ্তরকে।

জলদাপাড়া থেকে তিন কুনকি বক্সায়

আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুলাই : বক্সায় ছাড়া হবে বাঘ। আর সেই বাঘের ডেরার নিরাপত্তা দেখভালের জন্য এবার নিযুক্ত করা হচ্ছে কুনকি হাতি। জলদাপাড়া থেকে সারথি, ভরত এবং ভিট্টল নামে তিনটি কুনকি বক্সায় আনা হচ্ছে। রবিবার জলদাপাড়া থেকে হাঁটাপথে ওদের নিয়ে রওনা হন বনকর্মীরা। রাজাভাতখাওয়ার নিমাতি রেঞ্জ এলাকায় হাতিগুলিকে এনে রাখা হয়েছে।

বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'বক্সায় বাঘ আনলেই তো শুধু হবে না। বাঘের ওপর নজর রাখতে হবে। এর জন্য তিনটি কুনকি আনা হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা তিনটি টিম করে তাদের নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হবে।' বন দপ্তর জানিয়েছে, জলদাপাড়ায় এই মুহূর্তে ৮৪টি কুনকি আছে, আর বক্সায় আছে দুটি। বক্সায় পাঁচটি কুনকিই বাঘের দেখাশোনায় কাজ করবে। বক্সার হস্তীশালায় তাদের রাখা হবে।

জনগণনার সময় সকালে স্কুলের প্রস্তাব

কার্যকরের ইঙ্গিত স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই : জনগণনা চলাকালীন বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন সকালে করার প্রস্তাবকে সমর্থন করে তা কার্যকরের ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। রবিবার জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের ১১তম জেলা সম্মেলনে যোগ দিয়ে মন্ত্রী এই ইঙ্গিত দেন। একইসঙ্গে তিনি দুর্গাপুজোর মতো প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগ এবং ভবিষ্যতে কোনও স্কুলেই শূন্যপদ না থাকার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

আগামী মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হচ্ছে জনগণনার কাজ। এই কাজে রাজ্যের বড় অংশের শিক্ষক যুক্ত হওয়ায়, পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের স্বার্থে জনগণনা চলাকালীন স্কুল প্রাতঃকালীন বা সকালে করার যে প্রস্তাব অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের সদস্য শিক্ষকরা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে করছেন শিক্ষামন্ত্রী। এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষকদের এই প্রস্তাব নিয়ে সরকার অবশ্যই ভেবে দেখবে। শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী এবং সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিষ্ণু তন্ত্র প্রমুখ।

জনগণনার কাজে বহু শিক্ষক যুক্ত থাকায় এবং তাঁরা স্কুলে উপস্থিত হতে না পারলে পড়ুয়াদের যে ক্ষতি হবে, সেই আশঙ্কা থেকেই মূলত প্রাতঃকালীন পঠনপাঠনের প্রস্তাব। প্রস্তাবের সমর্থনে প্রাথমিক শিক্ষক সন্দীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'গরমের ছুটির পর সকালে স্কুল হওয়ায় যেমন পড়ুয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনই জনগণনার সময় সকালে ক্লাস হলে পড়াশোনার কোনও ক্ষতি হবে না।' শিক্ষক বদলি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকরা যাতে বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান, সরকার সেই চেষ্টা করবে। তবে শহরের স্কুলগুলিতেই সকলের কাজ করার প্রবণতা শিক্ষক উদ্বৃত্তের সমস্যা তৈরি করতে পারে। শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত ঠিক রাখা এবং প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত তিনজন শিক্ষক নিশ্চিত করার বিষয়টি সরকারের বিশেষ নজরে রয়েছে।'

এছাড়াও সিলেবাস কমিটি গঠিত হয়েছে জানিয়ে শিক্ষকমহলকে এই বিষয়ে তাঁদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী। একই ক্যাম্পাসে বা কাছাকাছি অবস্থিত অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা জুনিয়ার হাইস্কুল ও হাইস্কুলগুলিকে একসঙ্গে করার চিন্তাভাবনার কথাও জানান। নিজেকে একজন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তুলে ধরে তাঁর আত্মসমালোচনা, 'আমরা শিক্ষকরা অনেক সময় বলে থাকি এটা, ওটা নেই। আমি জানি একাধিক স্কুলের দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপগুলোতে ধুলোর আস্তরণ পড়ে রয়েছে। শিক্ষকদের বলব সেগুলো ছাত্রদের দেখিয়ে পাঠ দান করবেন।' রাজ্যের ৮০০টি বিদ্যালয়কে পিএমশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং এক হাজার স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে অত্যাধুনিক গবেষণাগার গড়ে তোলা হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও স্কুলগুলোতে ছাত্র এবং শিক্ষকদের জন্য বায়োমেট্রিক মেশিন চালু করার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

নিটে ফেল ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

মুম্বই, ২৬ জুলাই : নিট পরীক্ষার্থীদের মৃত্যুমিছিল থামছে না! শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ মহারাষ্ট্রের অহিল্যানগরের জালালপুর গ্রামের বাড়ি থেকে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় অঙ্কিতা সাংলের দেহ। সম্প্রতি সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার রি-টেস্টে ১৬৬ পেয়ে অকৃতকার্য হয় সে। পরিবারের দাবি, দেহের পাশ থেকে মারাঠিতে লেখা নোট মিলেছে। তাতে লেখা ছিল, 'তোমরা আমাকে এত ভালোবাসা দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমাদের একটা ইচ্ছেও পূরণ করতে পারলাম না।' সঙ্গে দাদার উদ্দেশে সে লিখেছে, 'মা-বাবার খেয়াল রেখো।' ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিভেদের স্থান নেই

প্রথম পাতার পর

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সম্প্রতি ফের একবার উত্তরবঙ্গজুড়ে এক নতুন অশান্তির বীজ বপন করার মরিয়া চেষ্টা শুরু হয়েছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে রাজবংশী বনাম বাঙালির এক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কৃত্রিম লড়াই।

সাম্প্রতিক এই কলহের সূত্রপাত এক অনভিপ্রেত ও বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দৌলতে এখন সকলেরই জানা যে, বিজেপি সাংসদ নগেন রায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বেশকিছু অবমাননাকর, কুরুচিপূর্ণ ও বিকৃত মন্তব্য করেছেন। দেশের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি এহেন অসম্মানজনক আচরণ স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর সমাজ এবং দেশপ্রেমী মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। কিন্তু এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কিছু মানুষ এমন একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন, যা কার্যত ওই চক্রান্তকারীদেরই উদ্দেশ্য সফল করার পথ প্রশস্ত করে দিল। নগেনের মন্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে কেউ কেউ সরাসরি সমগ্র রাজবংশী সমাজকে আক্রমণ করে বসলেন। অত্যন্ত কুরুচিকর, অপমানজনক এবং জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া হল ওই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর দিকে। ফলস্বরূপ, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরাও অপমানে ক্ষুব্ধ হলেন। পালটা মন্তব্য, আক্রমণ এবং ট্রোলিংয়ের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার পাতাগুলি কার্যত একটি সাইবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল।

এই মন্তব্য এবং পালটা মন্তব্যের বিষাক্ত আবহে উত্তরবঙ্গজুড়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাসের এক অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ময়দানে নেমে পড়েছে। তারা চাইছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে রাজনীতির রুটি সেঁকতে। অথচ, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এই পুরো বিতর্কটি কতটা অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন। একজন নগেন রায়ের অপরিণামদর্শী বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য দিয়ে যেমন গোটা রাজবংশী সমাজকে বিচার করা যায় না, ঠিক তেমনই ইন্টারনেটে লুকিয়ে থাকা মুষ্টিমেয় কিছু উগ্র বাঙালির অশালীন মন্তব্যের ভিত্তিতে সমগ্র বাঙালি জাতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো চরম বোকামি। রাজবংশী সমাজ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মতো সমাজসংস্কারকের জন্ম দিয়েছে, যাঁর দর্শন ছিল সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রীতির। অন্যদিকে বাঙালি সমাজও যুগ যুগ ধরে রাজবংশী ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে আপন করে নিয়েছে। আজ যে বিভেদের রেখা টানা হচ্ছে, তা উত্তরবঙ্গের প্রকৃত মাটির কথা নয়, তা আরোপিত।

ইতিহাস সাক্ষী আছে, যখনই কোনও সমাজে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য মেরুকরণের চেষ্টা হয়েছে, তখনই তার সবচেয়ে বড় মাশুল গুনতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ির বাজারে যখন কোনও কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে আসেন, তখন ক্রেতা-বিক্রেতার জাতিপরিচয় তাঁর কাছে মুখ্য হয় না। যুগ যুগ ধরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি ও রাজবংশী ছাত্রছাত্রীরা একই বেঞ্চে বসে পড়াশোনা করেছে, একসঙ্গে টিফিন ভাগ করে খাচ্ছে। ডুয়ার্সের চা বাগান হোক বা কোচবিহারের কৃষিজমি, রাজবংশী, বাঙালি উভয়ের ঘামেই এই অঞ্চলের অর্থনীতি সচল রয়েছে। এমনকি সামাজিক স্তরেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। দুর্গাপুজোর মণ্ডপ থেকে ভাওয়াইয়া উৎসব সব জায়গাতেই দুই সম্প্রদায়ের অবাধ যাতায়াত। এই বাস্তব চিত্রগুলিই প্রমাণ করে যে, সামাজিক মাধ্যমে যে ঘৃণার চাষ হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম অনেক সময়ই নেতিবাচক খবর এবং বিতর্ককে বেশি করে মানুষের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু এর পাশাপাশি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এই ঘোর বিতর্কের মাঝেই দুই সম্প্রদায়ের বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই বিভেদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াতেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, কোনও রাজনৈতিক নেতার উসকানিতে তাঁরা নিজেদের ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না। বহু বিশিষ্টজন, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন। তাঁরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, নেতাজির আদর্শই ছিল সমস্ত জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের জন্য লড়াই করা। তাই তাঁর নাম নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করাটা খোদ নেতাজির আদর্শের প্রতি চরম অবমাননা। বৃহত্তর সমাজের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদই প্রমাণ করে যে, উত্তরবঙ্গের মানুষ আসলে শান্তি চান, সংঘাত নয়।

বর্তমানে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে দ্রুত এই ঘৃণার বেড়া ভেঙে দেওয়া জরুরি। এই দায়িত্ব কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা প্রশাসনের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। এর জন্য সমাজের সমস্ত স্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও সচেতন মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পাড়ায় পাড়ায়, চায়ের দোকানে, আড্ডায় এবং অবশ্যই সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে যে, উত্তরবঙ্গ কারও একার নয়। উত্তরবঙ্গ মানেই এক মিলিত সংস্কৃতির উদযাপন। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের পাতা ফাঁদে পা না দিয়ে, আমাদের উচিত একে অপরের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বাঙালির উচিত রাজবংশীদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সম্মান করা এবং রাজবংশী সম্প্রদায়েরও উচিত মুষ্টিমেয় কিছু ভুল মানুষের আচরণের জন্য গোটা বাঙালি সমাজকে ভুল না বোঝা। একমাত্র সহমর্মিতা, পারস্পরিক সম্মান এবং সচেতনতার মাধ্যমেই আমরা এই বিভেদের চক্রান্তকে চিরতরে নির্মূল করতে পারি। উত্তরবঙ্গের আকাশ-বাতাস আবারও মুখরিত হোক সম্প্রীতির ভাওয়াইয়া সুরে, যেখানে কোনও ভেদাভেদ নেই, আছে কেবল মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অটুট প্রতিশ্রুতি।

সাহিত্যিক দেবেশ রায় উত্তরের ভূখণ্ডের নাম দিয়েছেন 'ভগবানের আঙিনা'। তাঁর কথা দিয়েই শেষ করলাম। তিনি লিখেছেন, 'আমরা ইতিহাসে পুরাণ। বাংলার শেষ রাজার রাজধানী আমাদের এই আঙিনায়- গৌড়, পাণ্ডুয়ায়। ভাগীরথী তখন আমাদের বাঁ হাতে ঘিরতেন- তারপর পাশ ফিরলেন। ভগবানের সংসার। সেই গৌড়েই পাঠানরা বসল। সারা বাংলায়-বাংলাদেশ সহ একটাই মাত্র দেশীয় রাজ্য- কোচবিহার। কলকাতা ছাড়া একটাই মাত্র রাজধানী- দার্জিলিং। ভগবানের সংসার। দেব-দেবতারা ছাড়া মানুষ কোথায়? আমাদের এই ভগবানের আঙিনায় দেবতা ছাড়া মানুষ নেই, মানুষ ছাড়া দেবতা নেই।' এই আঙিনায় বিভেদ রোখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

নিয়োগই অবৈধ

প্রথম পাতার পর

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনও নির্বাচন পরীক্ষা না নিয়েই বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথমে 'ভলান্টিয়ার' বা অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পর বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নিয়মিত করে দেওয়া হয়েছে। ৯৩২ জন শিক্ষকের নিয়োগকে 'সম্পূর্ণ অবৈধ' বলে সিলমোহর দিয়েছে তদন্ত কমিটি। রিপোর্টে তাঁদের 'ব্যাক ডোর'-এর মাধ্যমে চাকরিতে ঢোকা 'সরাসরি সুবিধাভোগী' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোনও কোনও স্কুলে অনুমোদিত পদের সংখ্যার চাইতেও বেশি প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়েছে। পদ্ধতি না মেনে নিয়োগের সুপারিশ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তদন্তকারীরা। এই দুর্নীতিতে আইনি পদ্ধতি মেনে অভিযোগ দায়ের করে বিধিবদ্ধ তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের সুপারিশ করেছেন তদন্তকারীরা।

রিপোর্টে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও তোলা হয়েছে। তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ, কোনও নির্ধারিত নির্বাচন পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগের ফলে সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগের অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের ১৪ ও ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধানও মানা হয়নি। রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তদন্ত কমিটি। তবে তদন্ত রিপোর্টে কাউকে সরাসরি অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়নি।

শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ অনুষ্ঠিত জিটিএ-র টেট নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পরীক্ষা হলেও তার ফল প্রকাশ করা হয়নি। ওই টেটের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষার ফলাফল বাস্তবে গুরুত্ব পায়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তে জিটিএ-র স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি নিয়মে সর্বোচ্চ ২৪০ টাকা 'উন্নয়ন ফি' নেওয়ার কথা থাকলেও কয়েকটি স্কুলে ছাত্রপিছু ৭০০ থেকে ১,৬০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলে রিপোর্টে লিখেছে তদন্ত কমিটি। কোন কোন স্কুল বেশি টাকা নিচ্ছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

সব মিলিয়ে, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম থেকে শুরু করে টেট এবং স্কুলের ফি আদায়— জিটিএ-র শিক্ষা ব্যবস্থার একাধিক স্তরে গুরুতর অভিযোগের যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে বলেই মনে করেছে তদন্ত কমিটি। এখন রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কী পদক্ষেপ করে, ৯৩২ জনের নিয়োগের ভবিষ্যৎ কী হয় এবং বিধিবদ্ধ তদন্তকারী সংস্থার হাতে বিষয়টি তুলে দেওয়া হয় কি না, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের তদন্ত রিপোর্ট জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগের বিতর্ককে আরও জটিল করল বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।

হ্যাটট্রিক মীরাবাই চানুর

প্রথম পাতার পর

ক্লিন অ্যান্ড জার্কেও কিছুটা নাটকের সৃষ্টি হয়। রুথ বারবেলের ওজন ৯৩ কেজিতে নিয়ে গেলে, সোনা নিশ্চিত করতে চানুর সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১০৫ কেজি তোলার। স্ন্যাচের মতোই ক্লিন অ্যান্ড জার্কেও প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হন চানু। কিন্তু ফিরে আসার সময় তাঁর চোখেমুখে কোনও হাসি ছিল না, ছিল তীব্র জেদ আর দৃঢ়তা। বারবেল তোলার আগে তাঁর সেই পরিচিত হুংকার গ্যালারিতে উপস্থিত ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করে তোলে। এরপর অবলীলায় ১০৫ কেজি তুলে বিচারকদের মুগ্ধ করেন তিনি। মোট ১৯০ কেজি তুলে রুথের (১৬৮ কেজি) থেকে ২২ কেজি ব্যবধানে এগিয়ে থেকে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেন চানু।

তবে এই অভাবনীয় সাফল্যের পরও মাটিতেই পা রাখছেন মণিপুরি কন্যা। কারণ, তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য মাত্র দুই মাস পর শুরু হতে চলা এশিয়ান গেমস। নিজের কেরিয়ারের অধরা ওই পদকটি জয়ের জন্য তিনি যে কতটা মরিয়া, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। সোনা জয়ের পর চানু বলেছেন, 'টানা তৃতীয়বার সোনা জিতে দারুণ লাগছে। দেশের এবং ফেডারেশনের জন্য এই সাফল্য সবসময়ই গর্বের। তবে আমি এখানে নিজের ১০০ শতাংশ দিইনি। আমার মূল ফোকাস এশিয়ান গেমস। এখানকার পারফরমেন্স সেই প্রস্তুতিরই অংশ।' গ্লাসগোয় তাঁর এই দুরন্ত ফর্মই বলে দিচ্ছে, এশিয়ান গেমসের পদকও হয়তো খুব একটা দূরে নেই।

আজাদি বললেই

প্রথম পাতার পর

একে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা বলে মনে করছে গোটা সংঘ পরিবার। তাদের এই স্লোগান হল দেশবিরোধিতা, রাষ্ট্রবিরোধিতার স্বর। আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা। বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ বলেন, 'নিট দুর্নীতির আন্দোলন নিয়ে আমাদের বা রাজ্য সরকারের আপত্তি নেই। কিন্তু আন্দোলনের নামে আজাদি মার্কা স্লোগান আমরা মেনে নিতে পারি না।'

শমীকের মতে, 'পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে চরমপন্থা মাথাচাড়া দিয়েছে। কিছু মানুষ পুলিশকে আক্রমণ করছেন। সাংবাদিকরা আক্রান্ত। ভারত তেরি টুকরে হোঙ্গে বলতে পারছে না। শুধু আজাদি আজাদি বলছে।' তাঁর পরিষ্কার কথা, 'যে যা খুশি করছে করুক, কিন্তু দেশকে টুকরো করতে চাইলে আইনের বাইরে যেতে হবে।' তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল অবশ্য মনে করেন, এই ধরনের কথা দায়িত্বশীল নেতার মতো নয়।

নিরাপত্তা জোরদার

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ জুলাই : সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ মন্দিরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই কারণে চ্যাংরাবান্ধা নাকা চেকিং পয়েন্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রচণ্ড কড়াকড়ি করেছে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। মেখলিগঞ্জের ট্রাফিক ওসি শশধর রায়ের নেতৃত্বে চলছে জোরদার নজরদারি।

রবিবার সন্ধ্যা থেকেই পণ্যবাহী বড় গাড়ি চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সোমবার দিনভর তা জারি থাকবে। মেখলিগঞ্জ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নাকা চেকিং পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় কলসিবান্ধা শিব মন্দির পার করেই কোচবিহার জেলার সীমানা শেষ ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমানা শুরু। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা তথা পূর্ব ভারতের বহু পুণ্যার্থী জল্পেশ যাওয়ার পথে কলসিবান্ধা মন্দিরে পুজো দিয়ে যান। শ্রাবণ মাসের প্রতি রবিবার ও সোমবার নাকা চেকিং চলে এখানে। তবে মুখ্যমন্ত্রী আসার কারণে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

অবসান আজ

প্রথম পাতার পর

উদ্বোধনের পরই উড়ালপুলের দুই লেন যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এদিকে রবিবারও উড়ালপুলে শেষমুহূর্তের কাজ চলেছে। কয়েকদিন আগে গার্ডওয়ালের একাধিক জায়গায় ফাটলের অভিযোগ উঠেছিল। এদিন সেই অংশগুলিতে মেরামতির কাজ করা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলায় বর্ধমান রোড এলাকার বাসিন্দারা খুশি। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিতা দত্ত বলেন, 'কিছুদিন ধরেই রাত বাড়ার সঙ্গে সেতুতে হুজ্জতি চলছিল। সেতু উদ্বোধন হয়ে যাওয়ায় আর এই সমস্যা থাকবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

পদ্মের ঘরেই ক্ষোভের সুর

প্রথম পাতার পর

বাধা দিতে গেলে উলটো ফল হয়েছে।

যেমন ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার খবরে উল্লসিত ওড়িশার বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারঙ্গীর মেয়ে অর্চিতা শচীন রাহার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে পরিষ্কার লিখেছেন, 'আমার পরিবার ডিপি-র (ধর্মেন্দ্র প্রধান) সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু আমি পড়ুয়াদের সঙ্গেই আছি।' ওই পোস্ট মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। কয়েকজন সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের টিমের তরফে অপরাজিতা সারঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল অর্চিতাকে দিয়ে পোস্টটি মুছিয়ে ফেলার জন্য।

পোস্ট ডিলিট দূরের কথা, উলটে পোস্ট মোছার জন্য তাঁকে চাপ দেওয়ার খবরটাও ইনস্টাগ্রামে ফাঁস করে দেন অর্চিতা। তাঁর সাফ কথায়, 'আমি পোস্ট ডিলিট করব না।' তারপর থেকে তাঁর ইনস্টা প্রোফাইলটি উধাও। অসমের রাজস্বমন্ত্রী তথা এনডিএ শরিক অগপ নেতা কেশব মহন্তের মেয়ে দিবিসা তো একেবারে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। গুয়াহাটির রাস্তায় অন্য পড়ুয়াদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর মিছিলে হাঁটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ড্যামেজ কন্ট্রোলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে বলতে হয়েছে, 'বাবার রাজনৈতিক আদর্শকে কন্যা অনুসরণ না-ই করতে পারেন। সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, তখন তাঁদের চিন্তাধারাকে অভিভাবকদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য বাবা-মায়েদের জবাবদিহি করার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রীকে যেন এর জন্য হেনস্তা করা না হয়। আমার সন্তান কিছু বললে তার কৈফিয়ত আমি কেন দেব?'

তবে তিনি মন্ত্রী-কন্যা দিবিসার সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। বিজেপির ঘরে ঘরে এমন অনেক অর্চিতা, দিবিসা। এমনই একজন বিহারের পাটনাসাহিবের ২১ বছরের তরুণ ঋষভ জানিয়েছেন, তাঁর বাবা কট্টর বিজেপি সমর্থক। আন্দোলনে তাঁকে শামিল হতে দিতে চাননি। রাগের মাথায় বাবা তাঁকে ধাক্কা মারলে হাতে চোট পান ঋষভ। সেই চোট এবং মা-বাবা'র বারবার বোঝানো সত্ত্বেও ঋষভকে আটকানো যায়নি। যন্তরমন্তরে হাজির হয়েছিলেন তিনি।

ঋষভের সঙ্গে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন তাঁর তিন খুড়তুতো ভাই শিবম, সংকেত এবং নিশান্ত। ঋষভের মতো বিজেপিকে সমর্থন তাঁদেরও পারিবারিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিবমের ভাষায়, 'আমার মা-বাবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অন্ধ ভক্ত। রাজপথে নামার চেয়ে আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘরের ভেতরের রাজনৈতিক মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ জানানো।'

জেদে অনড় থেকে অনেকে পরিবারের আপত্তির কারণে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন রকমের মাস্ক বা মুখোশ পরে যন্তরমন্তরে যোগ দিয়েছিলেন যাতে তাঁদের সহজে চেনা না যায়। বিহার থেকে এসেছিলেন ২২ বছরের বিসিএ স্নাতক আনন্দ। তিনি ও দিল্লির হিমাংশু শর্মার মতো অনেকের মুখ ছিল মাস্কে ঢাকা। কারণ জানতে চাইলে আনন্দ জানান, পুলিশ বা র‌্যাফ নয়, তিনি আসলে ভয় পাচ্ছেন তাঁর বিজেপি-সমর্থক মা-বাবাকে।

যদিও তাঁর কথায় অভিভাবকদের কট্টর বিজেপি আনুগত্যের লেশমাত্র নেই। তাঁর সাফ কথা, 'মা-বাবাদের ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে আজ তরুণ প্রজন্মকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।' অনেক বিজেপি পরিবার আবার সচেতনভাবেই ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহে সমর্থন জুগিয়েছে। বিহারের আয়ুষ কুমার তাঁর বিজেপি-সমর্থক মা-বাবাকে জানিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা আপত্তি করেননি।

দিল্লির বাইপাস এলাকার অর্পণার বাবা আরএসএস কর্মী। অর্পণা ভেবেছিলেন, বাবা অনুমতি দেবেন না। কিন্তু মেয়েকে অবাক করে দিয়ে তাঁর আরএসএস কর্মী বাবা বলেছিলেন, প্রতিবাদ করা নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাই তিনি বাধা দেবেন না, শুধু সাবধানে থাকতে হবে। যন্তরমন্তরের আন্দোলন তাই কোনও রাজনৈতিক প্রতিবাদ হয়ে ওঠেনি। তারুণ্যের যুক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়ে উঠেছিল।

যন্তরমন্তরে আন্দোলনের আয়োজক ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের কথায় যেন সমস্ত তরুণের আওয়াজ, 'এই তো সবে শুরু। অনেক পথ যাওয়া বাকি।' দলের মুখপাত্র সৌরভ দাসের কথায়, 'তরুণরাই দেশের সব সমস্যার সমাধান করবে।' শনিবার রাত ১২টার পর ধীরে ধীরে এই বার্তা নিয়েই সবাই যন্তরমন্তর ছেড়েছেন। জেন জেড-এর এই জেদের কাছে সত্যি বড় অসহায় এখন কেন্দ্রীয় সরকার।

বৈভবের ব্যাটে রানের ফুলঝুরি

মায়াঙ্কদের হাত ধরে শীর্ষে ভারত

অর্ধশতরানের পর চেনা 'এ' সেলিব্রেশনে বৈভব সূর্যবংশী।

ভারত-১৯২/৫
জিম্বাবোয়ে-১৫৭/৭

হারারে, ২৬ জুলাই : ত্রয়োদশ ওভারের তৃতীয় বল।

ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সোজা বোলারের মাথার ওপর দিয়ে। শরীরের ভারসাম্যের সঙ্গে ব্যাটের পারফেক্ট পজিশন। সিকান্দার রাজার হাত থেকে বেরোনো বল সোজা স্টেডিয়ামের ছাদে! হারারে স্পোর্টস ক্লাবের জায়েন্ট স্ক্রিন জানান দিচ্ছিল- ১০২ মিটার ছক্কার!

পাওয়ারের বদলে টেকনিকের কামাল। মন্থর পিচে বৈভব সূর্যবংশীর যে শট আরও মহাতারকার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিচ্ছিল। পাওয়ার প্লে-তে শুধু পাওয়ার হিটিং নয়, পিচ, পরিস্থিতি বুঝে খেলার গতি পরিবর্তন, গিয়ার বদলানো-আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজেকে নতুনভাবে চেনালেন 'বস বেবি'।

তিন উইকেট নিয়ে জিম্বাবোয়েকে ভাঙলেন মায়াঙ্ক যাদব।

মাঠের প্রতিটি প্রান্তে শটের সমারোহ। অফের দিকে নিশ্চিন্তে ফাঁকফোকর খুঁজে নিলেন। মিলল রিভার্স সুইপে জিম্বাবোয়ের স্পিন-জাল ছিন্ন করার প্রয়াস। ধীরস্থির, একইসঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার। ৮১ রানের ইনিংসের পরতে পরতে পরিণতবোধ এবং একার কাঁধে দলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দক্ষতার প্রতিফলন।

পুরস্কারস্বরূপ নয়া বিশ্বরেকর্ড। প্রথম ব্যাটার হিসেবে ১৬ বছরে পা রাখার আগে টি২০ কেরিয়ারে জোড়া হাফ সেঞ্চুরি। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১৮ বলে পঞ্চাশে পা রেখেছিলেন। আজ ৩১ বল নিলেন। বৈভব সূর্যবংশীর যে ক্ষমতার জোরে 'অপরাজিত' তকমা নিয়ে জিম্বাবোয়ে সফর শেষ করল ভারতীয় দল। টানা দুই জয়ে আগেই টি২০ র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছিল শ্রেয়স আইয়ারের দল।

আয়ারল্যান্ডে ০-২ হোয়াইটওয়াশ। ইংল্যান্ডে ৫ ম্যাচের সিরিজের চারটি ম্যাচ হার। বাকি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে না গেলে কী হত বলা মুশকিল। সেখান থেকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩-০ সিরিজ জয়, যার সুবাদে ইংল্যান্ডকে পিছনে ফেলে ফের টি২০ ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখল ভারতের।

বৈভবের কাঁধে চেপে ভারত ১৯২/৫ স্কোরে পৌঁছে যায়। মন্থর পিচে যে চাপটা নিতে পারেনি আয়োজকরা। মায়াঙ্ক যাদব, যশ ঠাকুরের পেস-সুইংয়ে শুরুতেই কেঁপে যায়। ইনিংসের প্রথম বলেই ব্রায়ান বেনেটকে (০) ফেরান মায়াঙ্ক। সিরিজে দ্বিতীয়বার গোল্ডেন ডাক। চতুর্থ ওভারে যশের জোড়া ধাক্কায় পরপর দুই বলে আউট ডিওন মেয়ার্স (১৯) ও অধিনায়ক সিকান্দার (০)। এক হাতে নেওয়া রাজার ক্যাচের রাজকীয় মুনশিয়ানা যশের।

বেন কুরানের (২০) প্রচেষ্টা থামে রবি বিষ্ণোইয়ের স্পিনে। ৬৫/৪। রায়ান বার্ল (অপরাজিত ৫৪) ও ওয়েসলি মাধেভেরে (২৮) একটা চেষ্টা চালালেও জয়লক্ষ্যের ধারেকাছে জিম্বাবোয়েকে পৌঁছোতে দেননি মায়াঙ্ক (২৯/৩), যশ (৪৫/২), অশোক শর্মারা (২০/১)। শেষপর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ১৫৭/৭-এ আটকে দিয়ে ৩-০ সিরিজ জিতে ফেরা।

শনিবারই সিরিজ নিশ্চিত করে নেয় ভারত। এদিন নিয়মরক্ষার ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সময় শ্রেয়সের মুখে জয়ের ধারা বজায় রাখার কথা। দলে জোড়া পরিবর্তন। প্রিন্স যাদব ও শিবম দুবের পরিবর্তে অশোক ও সূর্যাংশ শেড়গে।

অভিষেক শর্মার (২) ফের ব্যর্থতা এদিনও ভালো শুরুর ভাবনাকে অবশ্য গুলিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আজ আশঙ্কার মেঘ সরানোর দায়িত্বে স্বয়ং সূর্যবংশী। ছন্দে থাকা ঈশান কিষানকে (২৯) নিয়ে ৭৫ রানের যুগলবন্দি। তারপর শ্রেয়সের (২৭) সঙ্গে আরও হাফ সেঞ্চুরির জুটিতে ভরসা জোগালেন বৈভব। পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ৬৪/১। ১০ ওভারে ৯৫/২। ৩১ বলে ৫০ এবং মায়ের উদ্দেশ্যে অভিনব সেলিব্রেশন। দুই হাতের আঙুলের মাধ্যমে ইংরেজি 'এ' অক্ষর (মা আরতির নামের প্রথম অক্ষর) তৈরি করা। তবে ক্রিকেটপ্রেমীরা যখন অপেক্ষায় আরও বড় এক সেলিব্রেশন, ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার- তখনই আউট বৈভব। সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে শতরানের সম্ভাবনা ৮১-তে ইতি পড়ে যায়।

৮টি চার ও ৪ ছক্কায় সাজানো ৮১। ১৬৫.৩০ স্ট্রাইক রেট বৈভবসুলভ না হলেও পিচ-পরিস্থিতি অনুযায়ী পারফেক্ট ইনিংস। যা সঞ্জু স্যামসনের ফেরার রাস্তা আরও কঠিন করে দিল বলা চলে। তিলক ভার্মা (অপরাজিত ১১) ও রিঙ্কু সিং (২৫) শেষপর্যন্ত স্কোরটাকে দুশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন, যা অতিক্রম করতে পারেনি সিকান্দার ব্রিগেড।

হোয়াইটওয়াশের খুশি নিয়ে জিম্বাবোয়ে সফর শেষ। সামনে শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সফর। ভিভিএস লক্ষ্মণের হাত থেকে ফের হেডকোচের ব্যাটন গৌতম গম্ভীরের কাছে। সংক্ষিপ্ত দায়িত্বে লক্ষ্মণের সাফল্য অবশ্য গম্ভীরের জন্যও বার্তা। কারও মতে, লাল ও সাদা বলের ফরম্যাটে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হোক গম্ভীর ও লক্ষ্মণের মধ্যে। আসন্ন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের রিভিউ কমিটির বৈঠকে যা নিয়ে ঝড় ওঠে কিনা সেটাই দেখার।

বুমরাহ, সাইয়ের ফিটনেস নিয়ে শঙ্কা

শ্রীলঙ্কায় প্রথম টেস্টে নেই সুন্দর

মুম্বই, ২৬ জুলাই : আশঙ্কাই সত্যি হল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজে প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতের তারকা অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত ওডিআই সিরিজে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই ওয়াশির শ্রীলঙ্কা সফরে খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সুন্দরকে পাওয়া যাবে না। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) তিনি কত তাড়াতাড়ি ফিট হতে পারেন, তার উপর দ্বিতীয় টেস্টে নামার বিষয়টি নির্ভর করছে।

রিহ্যাবের মাঝে ছোটবেলা ও বড়বেলার ছবি পোস্ট করলেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

টিম ইন্ডিয়ার চোট সমস্যা এখানেই শেষ নয়। শ্রীলঙ্কা সফরে তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহ ও টপ অর্ডার ব্যাটার বি সাই সুদর্শনের খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের মতে, আপাতত বিশ্রামে থাকা বুমরাহ সিওই-তে ৩০ জুলাই রিপোর্ট করবেন। সেখানে ফিটনেস টেস্টের পরই বুমরাহর খেলার বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পিঠের সমস্যায় ভোগা সুদর্শন যদিও দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন। তবে স্কোয়াডে জায়গা পেতে হলে অবশ্য সুদর্শনকেও ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে।

অন্যদিকে, চোটের জন্য আগেই পেসার হর্ষিত রানা ও অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি ছিটকে গিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য শুভমান গিল ব্রিগেডের ৪ অগাস্ট রওনা হওয়ার কথা। কিন্তু একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের চোট-আঘাত দল নির্বাচনের আগে অজিত আগরকারদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

আরও এক স্বপ্ন সত্যি হল : বৈভব

হারারে, ২৬ জুলাই : জয়ের হ্যাটট্রিকে সিরিজ দখল। অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার ট্রফির স্বাদ। যদিও বিজয়ী ট্রফি শ্রেয়স আইয়ার এগিয়ে দিলেন বৈভব সূর্যবংশীর দিকে। বৈভবের থেকে দলের তরুণ তুর্কি অশোক শর্মার হাতে। পাশে সূর্যাংশ শেড়গে সহ বাকিরা। তারুণ্যের তেজ, আস্ফালন-তারই যেন প্রতীকি ছবি।

শ্রেয়সের তরুণ ব্রিগেডের নায়ক একান্তভাবে বৈভব। ৫০, ২০ ও আজ ৮১। যার সুবাদে প্রথমবার ম্যাচ ও সিরিজ সেরা। বৈভবের কাছে যা আরও এক স্বপ্নপূরণ। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে জোড়া পুরস্কার নিতে শ্রেয়সকে (অনুবাদকের

তরুণ ব্রিগেডের প্রশংসায় শ্রেয়স

ভূমিকা) নিয়ে হাজির হন বৈভব! তরুণ সতীর্থের বক্তব্যকে ইংরেজিতে অনুবাদের সময় অধিনায়কের চোখেমুখেও একই রকম গর্বের প্রতিফলন।

বৈভব বলেছেন, 'প্র্যাকটিসে যা করি, সেটাই ম্যাচে মেলে ধরার চেষ্টা করি। প্রথমবার ম্যাচের সেরার পুরস্কার। সিরিজ সেরাও। স্বপ্নপূরণের মতো সবকিছু। নিজের সহজাত টি২০ খেলাটাই খেলার চেষ্টা করেছি। ভালো শুরুর পাশাপাশি ফোকাস ছিল ইনিংসকে যথাসম্ভব লম্বা করার। সবমিলিয়ে দুর্দান্ত অনুভূতি।'

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ২ উইকেট নিয়ে জিম্বাবোয়েকে চাপে রাখেন যশ ঠাকুর।

অধিনায়ক শ্রেয়স থেকে দলের কোচিং স্টাফের কথাও বৈভবের মুখে। সিনিয়ার সতীর্থরা সবসময় পাশে থাকেন বলেও জানালেন। আরও বলেন, 'এখানে (হারারেতে) অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছিলাম। অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। কোচ, অধিনায়ক থেকে দলের প্রত্যেকেও আমাকে সাহায্য করেছে।'

অধিনায়কের শুরুটা জোড়া সিরিজ হার দিয়ে। তৃতীয় সফরে ভাগ্যের চাকা বদলের স্বস্তি নিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, 'ভয়ডরহীন ক্রিকেট। মাঠে তরুণ ব্রিগেড দুর্দান্ত এনার্জি ও তাগিদ দেখিয়েছে। একজন অধিনায়ক এটাই চায় তার দলের থেকে। এই সিরিজ জয় তাই আরও স্পেশাল। ৩-০ জয়, ক্লিনিকাল পারফরমেন্স। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন হলেও আইপিএলের সুবাদে এই তরুণ ব্রিগেড টি২০ ফরম্যাটে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তারই প্রমাণ ওদের পারফরমেন্সে।'

শ্রেয়সের কথায়, অধিনায়ক হিসেবে লক্ষ্য ছিল তরুণ ব্রিগেডকে চাপমুক্ত রেখে সেরাটা আদায় করে নেওয়া। খুশি সেটা পেরেছেন। যার কৃতিত্ব দিচ্ছেন তরুণ ব্রিগেডকে। বলেছেন, 'ওরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন হলেও প্রত্যেকে দারুণভাবে দায়িত্ব সামলাল। ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্স তুলে ধরল। যা বজায় রাখতে পারলে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভালো।'

উলটো ছবি জিম্বাবোয়ে শিবিরে।

> প্র্যাকটিসে যা করি, সেটাই ম্যাচে মেলে ধরার চেষ্টা করি। প্রথমবার ম্যাচের সেরার পুরস্কার। সিরিজ সেরাও। স্বপ্নপূরণের মতো সবকিছু। নিজের সহজাত টি২০ খেলাটাই খেলার চেষ্টা করেছি। ভালো শুরুর পাশাপাশি ফোকাস ছিল ইনিংসকে যথাসম্ভব লম্বা করার।
>
> -বৈভব সূর্যবংশী

জিম্বাবোয়ের জার্সিতে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির। গ্যালারিতেও প্রিয় অধিনায়ককে নিয়ে বেশ কিছু ব্যানার, ফেস্টুন। যদিও হারের হ্যাটট্রিক সিকান্দার রাজার ইতিহাস গড়ার যে মঞ্চে জল ঢেলে দেয়। ব্যর্থতার মাঝেও দল নিয়ে আশার কথা শোনালেন। নতুন একাধিক ক্রিকেটার উঠে আসাকে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বলে উল্লেখ করলেন। জানিয়ে দিলেন, অধিনায়ক হিসেবে সেই গুরুভার পালন করতে চান।

হার্দিকের জন্য ঝাঁপাল চেন্নাই

চেন্নাই, ২৬ জুলাই : আগামী বছর আইপিএলের আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও কিছুটা এগিয়ে চেন্নাই সুপার কিংস।

এই বছর আইপিএল শেষ হওয়ার পর থেকেই হার্দিকের সঙ্গে মুম্বইয়ের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তারকা অলরাউন্ডার নিজে যেমন দল ছাড়তে চাইছেন, তেমন মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজিও তাঁকে আর রাখতে চাইছে না। যদিও হার্দিকের জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বড় দর হাঁকিয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, হার্দিকের পরিবর্তে আয়ুষ মাত্রে, সেইসঙ্গে বড় অঙ্কের অর্থ দাবি করেছে মুম্বই। দুই পক্ষের মধ্যে দরকষাকষি চলছে।

সূত্রের খবর, আয়ুষকে ছাড়তে নারাজ চেন্নাই। পালটা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস ও শিবম দুবেকে ছাড়তে রাজি তারা। একইসঙ্গে ১০ কোটি টাকার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যদিও মুম্বই ম্যানেজমেন্ট এখনও সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই মাত্রেকে চাইছে তারা। অধিনায়ক হিসেবে গুজরাট টাইটান্সে বেশ সফল হার্দিক। আইপিএল জিততে না পারলেও তাঁর নেতৃত্বে ফাইনাল খেলেছে গুজরাট। যদিও মুম্বই অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি তিনি।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনাহত সিং। ওটাওয়ায়।

জুনিয়ারে স্কোয়াশে বিশ্বসেরা অনাহত

ওটাওয়া, ২৬ জুলাই : জুনিয়ার বিশ্ব স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস ভারতের অনাহত সিংয়ের। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি।

শনিবার ফাইনালে বিশ্বের ২০ নম্বর অনাহত ১১-৩, ১১-৭, ১১-৯ পয়েন্টে হারিয়েছেন মিশরের রুকাইয়া সালেমকে। গত চার বছর অনাহত ফাইনালে উঠতে পারেননি। এই বছরই শেষবার জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছিলেন। শেষ সুযোগেই বাজিমাত করেছেন ১৮ বছরের দিল্লির এই মেয়েটি।

> এই জয় আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান। এখনও মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।
>
> -অনাহত সিং

স্বপ্নপূরণের পর অনাহত বলেছেন, 'এই জয় আমার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান। এখনও মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। বিগত চার বছর হয় কোয়ার্টার ফাইনাল, নাহলে সেমিফাইনাল থেকে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে। এবারই শেষ সুযোগ ছিল জুনিয়ার পর্যায়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার। এরপর আমি জুনিয়ার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে নামতে পারব না।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি জানতাম, ফাইনালে হতাশ হয়ে পড়লে একদম বাজে খেলব। তাই ফাইনালের প্রতিটি মুহূর্ত স্রেফ উপভোগ করতে চেয়েছিলাম।'

অনাহতের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল সাইরাস পোঁচা। তাঁর কথায়, 'ভারতীয় স্কোয়াশে এটা একটা বড় মাইলফলক। আরও বড় সাফল্যে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অনাহতের মধ্যে।' আপাতত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে জুনিয়ার সার্কিটে নিজের কেরিয়ার শেষ করেছেন অনাহত। এবার তাঁর লক্ষ্য সিনিয়ার পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করা।

ক্লাব ফুটবলে ফিরেই গোল পেলেন নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ২৬ জুলাই : স্বপ্ন পূরণ হয়নি। চোখে জল নিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করতে হয়েছে ব্রাজিলিয় তারকা নেইমারকে।

বিশ্বকাপ ব্যর্থতা এখন অতীত। ফের ক্লাব ফুটবলে ফিরেছেন নেইমার। শুধু তাই নয়, ক্লাবের জার্সিতে নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। রবিবার ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে স্যান্টোস ২-২ গোলে ড্র করেছে চ্যাপেকোয়েন্সের বিরুদ্ধে। দুইটি গোলই করেছেন নেইমার। ৩৬ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন নেইমার। অবশ্য ৬২ মিনিটের মধ্যে ২-১ গোলে পিছিয়ে পড়ে তাঁর দল। ৮৯ মিনিটে ফের গোল করে স্যান্টোসের হার বাঁচান ব্রাজিলিয়ান তারকা।

বিশ্বকাপের পর কয়েকদিনের ছুটিতে ছিলেন নেইমার। সেই সময় পোকার টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তা নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। এদিন গোল করে সমালোচকদের পালটা জবাব দিয়েছেন ব্রাজিলিয় তারকা। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে চোট নিয়েই খেলতে গিয়েছিলেন তিনি। কোনও ম্যাচেই প্রথম একাদশে ছিলেন না। নরওয়ের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে নেইমার গোল করলেও ব্রাজিল জিততে পারেনি ।

এদিকে, স্যান্টোসে নেইমারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, মেজর লিগ সকারের দল সিনসিনাটি এফসি-র সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। তবে সেই আলোচনা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

গোলের পর নেইমার।

নির্বাসনমুক্ত সাদা-কালো শিবির

আজ ডুরান্ড অভিযান শুরু মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাই : ডুরান্ড অভিযান শুরুর আগেই সুখবর সাদা-কালো শিবিরের। অবশেষে নির্বাসনের খাঁড়া উঠল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। নতুন ফুটবলার রেজিস্ট্রেশনে আর কোনও বাধা রইল না। সোমবার ডুরান্ড কাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান। প্রতিপক্ষ বাগপাত এফসি। দলটা একেবারেই নতুন। গত মরশুমে আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের এই দলটি। তাই প্রতিপক্ষকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। তাঁর কথায়, 'আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। প্রথম ম্যাচ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপক্ষ বাগপাত গতবার আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনে জিতেছিল। এবার আরও শক্তিশালী হয়ে এসেছে।'

ট্রান্সফার ব্যান থাকায় এতদিন নতুন কোনও খেলোয়াড় নিতে পারেনি মহমেডান। দলে নেই কোনও বিদেশি। তাই ইসরাফিল, জুয়েলরাই প্রথম ম্যাচে মহমেডানের ভরসা। তবে ডুরান্ড অভিযান শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগেই সেই নির্বাসন উঠে গেল। ফলে এখন নয়া বিদেশি এবং ভারতীয় ফুটবলার দলে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এদিকে, জামশেদপুর এফসি প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার ডিফেন্ডার্স এফসি-কে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে।

রিয়ালে রড্রি! ক্লাব পেলেন ভোজিনহা

বিশ্বকাপে গোল্ডেন বল জয়ী রড্রিকে নিতে চাইছে রিয়াল মাদ্রিদ।

মাদ্রিদ, ২৬ জুলাই : দলবদলের বাজারে বড় চমক। স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রড্রিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি থেকে ছিনিয়ে নিতে কোমর বেঁধে নেমেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

২০২৭ সালেই নীল ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে রড্রির চুক্তি শেষ হচ্ছে। এখনও তাঁর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির পথে এগোয়নি সিটি। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে রিয়াল। যদিও সিটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা শুরু হয়নি এখনও। তবে ব্যালন ডি'অর জয়ী রড্রিকে দলে নিলেও তাঁকে মরশুমের শুরু থেকে পাবে না রিয়াল। পিঠের চোট নির্মূল করতে অস্ত্রোপচার করাবেন তিনি।

এদিকে ২০২৬ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর নতুন ক্লাবে যোগ দিলেন কেপ ভের্দের গোলকিপার ভোজিনহা। চিলির শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব কোলো-কোলো এফসিতে সই করলেন তিনি। চিলির ক্লাবটির তরফে শনিবারই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সঙ্গে চুক্তির খবর ঘোষণা করা হয়। ফ্রি এজেন্ট হিসেবেই চিলির ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটিতে যোগ দিচ্ছেন ভোজিনহা।

মেসি, স্কালোনিকে বার্তা ডি মারিয়ার

বুয়েনস আয়ার্স, ২৬ জুলাই : কাতারে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের অন্যতম কারিগর তিনি। লিওনেল মেসির সঙ্গে তাঁর জুটি নিয়ে চর্চা হয় আজও। সেই অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার বার্তা মেসি, লিওনেল স্কালোনিদের। ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের পরই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মেসির অবসর নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে জাতীয় দলের কোচ স্কালোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তাঁরই এক মন্তব্যে। এই পরিস্থিতিতে দুজনকেই জাতীয় দলের সঙ্গে থেকে যাওয়ার আহ্বান জানালেন ডি মারিয়া।

রোজারিওয় চতুর্থ ডিভিশন লিগের খেলা দেখছেন লিওনেল মেসি।

এক সাক্ষাৎকারে অ্যাঞ্জেল বলেছেন, 'আমার ধারণা মেসি আরও বেশ কয়েক বছর খেলা চালিয়ে যেতে পারবে। ওর এখনও অনেক সাফল্য পাওয়া বাকি। ৩৯ বছর বয়সেও ও যেভাবে খেলছে তাতেই প্রমাণ হয় কেন সে ইতিহাসের সেরা ফুটবলার।' স্কালোনিকেও জাতীয় দলের দায়িত্বে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রাক্তন আর্জেন্টাইন তারকার মন্তব্য, 'সিদ্ধান্তটা ব্যক্তিগত। তবে আমি চাই স্কালোনি আরও কিছুদিন দায়িত্বে থাকুন। দলে অনেক প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে, যারা সাফল্য এনে দিতে পারে। আশা করি দেশের স্বার্থে উনি কাজ চালিয়ে যাবেন।'

পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে চোখের জল আটকাতে পারলেন না সাইখোম মীরাবাই চানু। রুপো জিতে চানামবাম ঋষিকান্ত সিং।

জোড়া রেকর্ড গড়ে সোনা মীরাবাইয়ের

গ্লাসগো, ২৬ জুলাই : নিষ্ফলা শনিবারের পর রবিবার ডাবল ধামাকা। কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলন শুরুর দিনেই সোনা ও রুপো জমা পড়ল ভারতের খাতায়। জোড়া গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা আনলেন সাইখোম মীরাবাই চানু। কমনওয়েলথে টানা তিনটি আসরে তিনি দেশকে সোনা উপহার দিলেন।

মণিপুরি কন্যা মীরাবাই একপেশে লড়াইয়ে সোনার দখল নিয়েছেন। স্ন্যাচে গেমস রেকর্ড গড়ে ৮৫ কেজি তোলার পরই বোঝা গিয়েছিল দিনটা তাঁর হতে চলেছে। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে অবশ্য শুরুতে ধাক্কা খেয়েছিলেন তিনি। প্রথম প্রয়াসে ১০৫ কেজি তুলতে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় সুযোগে সফল হয়ে ৪৮ কেজি বিভাগ থেকে সোনা এনে দেন মীরাবাই। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে এই ১০৫ কেজি ওজনও গেমসের রেকর্ড। সেইসঙ্গে টানা তিনটি কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতে তিনি পা রাখলেন দুই কুস্তিগির সুশীল কুমার ও ভিনেশ ফোগটের ক্লাবে। সুশীল ২০১০, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে এবং ভিনেশ ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ সালে এই কৃতিত্ব দেখান।

ভারোত্তলনে এবার ভারতের পদক জয়ের শুরুটা হয়েছিল আরও এক মণিপুরি লিফটার- চানামবাম ঋষিকান্ত সিংয়ের হাত ধরে। ৬০ কেজি বিভাগে কমনওয়েলথ গেমসে রেকর্ড তৈরি করেও তাঁকে রুপোতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মণিপুরের ২৮ বছর বয়সি তরুণ স্ন্যাচে গেমসের ইতিহাসে নজির গড়া লিফটে ১২১ কেজি ওজন তোলেন। কিন্তু পরে তাঁর নজিরে ভাগ বসিয়ে মালয়েশিয়ার মহম্মদ আনিক বিন কাসদান ১২১ কেজি তুলে দেন। স্ন্যাচ শেষে দুইজনেই এক বিন্দুতে থাকলেও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে আনিক ১৪৫ কেজি তুলে মাত দেন ঋষিকান্তকে। ১৪৩ কেজি তুলে ঋষিকান্ত দুই বিভাগ মিলিয়ে শেষ করেন ২৬৪ কেজিতে। মালয়েশিয়ান লিফটার ২ কেজি এগিয়ে থেকে সোনার দখল নেন।

ভারতীয় সেনার প্রতিনিধি ঋষিকান্ত ২০২২ সালের বার্মিংহাম গেমসেও গিয়েছিলেন। সেবার ৫৫ কেজিতে নেমেও তিনি খালি হাতে ফেরেন। এবার নিজের ওজন বিভাগ পরিবর্তন করে একেবারে রুপো নিয়ে ফিরছেন মণিপুরি তরুণ।

বক্সিংয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন যদুমণি সিং ও প্রীতি পাওয়ার। ৫৫ কেজি বিভাগে পাকিস্তানের সুমামা রেহমানের বিরুদ্ধে শুরু থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ যদুমণির দখলে ছিল। সর্বসম্মতভাবে ০-৫ ফলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। মহিলাদের ৫৪ কেজি বিভাগে মালাউয়ির ডেবোরা টেনজির বিরুদ্ধে ম্যাচের মাঝপথেই রেফারি খেলা থামিয়ে প্রীতিকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানের সুমামা রেহমানকে হারানোর পর ভারতের যদুমণি সিং।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	১৪	৭	১১
২	ইংল্যান্ড	৪	৭	৫
৩	স্কটল্যান্ড	৪	২	০
৪	নাইজিরিয়া	৩	৪	০
৭	ভারত	১	১	১

রুপো ঋষিকান্তর

লন বোলসে অবশ্য ধাক্কা খেয়েছে ভারত। মহিলাদের পেয়ার্সে গত কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতা রূপা রানি তিরকে ও পিঙ্কি সিং এদিন টানা দুই ম্যাচ টাইব্রেকারে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর রূপা-পিঙ্কি হেরে যান নামিবিয়ার আমান্ডা স্টিনক্যাম্প ও ডায়ানা ভিলোয়েনের কাছে। ৫-০ এগিয়ে যাওয়ার পরও প্রথম সেট ৫-৭ ব্যবধানে রূপা-পিঙ্কির হাতছাড়া করাটাই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় সেট ১০-১ জিতে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে গেলেও সেখানে তাঁরা ০-৩ ফলে হেরে বসেন। এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সেট ৪-৩ ব্যবধানে জয় দিয়ে শুরু করেও ফের একবার টাইব্রেকারে ম্যাচ খোয়াতে হয় রূপা-পিঙ্কিকে। দ্বিতীয় সেট তাঁরা হেরে যান ৩-৯ ফলে।

আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সে অল-অ্যারাউন্ড ফাইনালে ১৫ নম্বরে শেষ করেছেন তপন মোহান্তি। তবে সাঁতারে ৪x২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে ফাইনালে জায়গা করেছেন শ্রীহরি নটরাজ, আরিয়ান নেহেরা, অনীশ গৌড়া ও দক্ষন শশীকুমার।

বড় ম্যাচ হারের পরেও ইতিবাচক হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাই : প্রথম ম্যাচেই হার। তাও আবার চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাছে। মরশুমের শুরুতেই চাপে ইস্টবেঙ্গল এফসি।

ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। মর্যাদার ম্যাচে ১-০ গোলে হার। তাও দলের পারফরমেন্সে খুশি কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তাঁর কথায়, 'মাত্র দুই-তিনটি ট্রেনিং সেশন হাতে পেয়েছিলাম। দলের সবার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় গড়ে ওঠেনি। তাতেই এই পারফরমেন্স। ছেলেদের লড়াইয়ে আমি খুশি। আগামীদিনে পারফরমেন্সে আরও উন্নতি ঘটবে।'

ডার্বিতে একাধিক সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। শেষ ১৫ মিনিটে তিন-চারটি সিটার মিস করেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। যদিও কোচ হাবাস বলেছেন, 'আমরা একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছি। তবে তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নয়। ধীরে ধীরে খেলায় উন্নতি হবে।' শনিবাসরীয় ডার্বিতে প্রথম একাদশে শুরু করেছিলেন স্ট্রাইকার ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। কিন্তু গত দুই মরশুম ধরে রিজার্ভ বেঞ্চে থাকতে থাকতে নিজের আত্মবিশ্বাসটাই তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

> মাত্র দুই-তিনটি ট্রেনিং সেশন হাতে পেয়েছিলাম। দলের সবার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় গড়ে ওঠেনি। তাতেই এই পারফরমেন্স। ছেলেদের লড়াইয়ে আমি খুশি। আগামীদিনে পারফরমেন্সে আরও উন্নতি ঘটবে।
> -আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

এডমুন্ড লালরিনডিকাকেও দুই-একবার ছাড়া সেভাবে চোখে পড়েনি।

কলকাতা লিগে মোহনবাগান সিনিয়ারদের খেলিয়ে দেখে নিয়েছিল। ফলে বড় ম্যাচে একটু হলেও ফিটনেসে এগিয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবির। ইস্টবেঙ্গল আনোয়ার আলি-জিকসন সিংদের নিয়ে সেই রকম কোনও পরিকল্পনাই করেননি। ব্যতিক্রম কেবল জেসিন টিকে এবং পিভি বিষ্ণু। কলকাতা লিগে তারা নিয়মিত খেলছেন এবং গোলও করছেন। এই দুই ফুটবলারের ক্ষেত্রে অন্তত ফিটনেসে ঘাটতির যুক্তি খাটে না। তারপরেও জেসিনদের কেন হাবাস দেরিতে মাঠে নামালেন তা বোধগম্য নয়।

শেষ পনেরো মিনিট ছাড়া ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠকেও তেমন জমাট লাগল না। জিকসন চেষ্টা করলেও রোহিত কুমারের অবস্থা ছিল তথৈবচ। তিনি এখনও লাল-হলুদ জার্সির চাপ নেওয়ার মতো পরিণত হননি। মহম্মদ বসিম রশিদ-ড্যানি রামিরেজরা ফিট না হলে মিডফিল্ডে বাঁধুনি আসবে না। লাল-হলুদের পরের ম্যাচ ৩১ জুলাই সিআইএসএফ প্রোটেক্টরসের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচের আগেও খুব বেশি সময় পাবেন না হাবাস। নকআউটের আশা জিইয়ে রাখতে হলে এই ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের কাছে মাস্ট উইন। তবে আশার কথা, দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই সম্ভবত চলে আসছেন ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে।

ছাঙ্গতের নাম ঘোষণার অপেক্ষায় মোহনবাগান

ডার্বির পর দল গুছিয়ে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাই : ডার্বির হার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দলের প্রস্তুতির অভাব। মহম্মদ বসিম রশিদ ও ড্যানি র‍্যামিরেজের মতো বিদেশিরা মাঠে নামলেও, তাঁদের ফিটনেস ও ছন্দের অভাব ছিল স্পষ্ট। ম্যাচ শেষে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিদেশি সহ পুরো দল একসঙ্গে অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি। তবে এই ফল নিয়ে আর পড়ে থাকতে রাজি নন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। তাঁর এখন একমাত্র লক্ষ্য দ্রুত দল গুছিয়ে নেওয়া। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাবাস স্পষ্ট জানিয়েছেন, দল গঠনের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে। একজন ভারতীয় ডিফেন্ডার এবং ষষ্ঠ বিদেশি বেছে নেওয়ার কাজও প্রায় চূড়ান্ত।

কোচের এই মন্তব্যের দিনই জানা যায়, লাল-হলুদ রক্ষণভাগে শক্তি বাড়াতে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন নরিন্দর গেহলট। পাশাপাশি, ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে এফসি গোয়ায় খেলা পল মোরেনো এবং রেনো পিসিকোপোর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়েছে। তবে রেনোর ক্ষেত্রে একটা ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। গত মরশুমে চোটের কারণে তিনি সেভাবে মাঠে নামার সুযোগ পাননি। মরশুমের শেষদিকে চোট পাওয়ার পর তাঁকে আর মাঠে দেখা যায়নি। তাই তাঁকে সই করানোর আগে ইস্টবেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট কড়া মেডিকেল টেস্ট করানোর পথেই হাঁটবে।

পড়শি ক্লাব দল গোছাতে ব্যস্ত থাকলেও বসে নেই মোহনবাগানও। আর্মান্দো সাদিকুর মতো শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন, ওপরের বলে দক্ষ একজন নিখুঁত স্ট্রাইকারের সন্ধানে রয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। এই দৌড়ে বারবার উঠে আসছে স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ইভি লোপেজের নাম। যদিও স্ট্রাইকার নেওয়ার বিষয়টি এখনও পুরোপুরি চূড়ান্ত নয়। তবে সমর্থকদের জন্য স্বস্তির খবর, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে সবুজ-মেরুন জার্সিই পরতে চলেছেন। তাঁর হাতে একটি ছোট চোট রয়েছে। সেই চোট সারিয়ে এই মাসের শেষে বা অগাস্টের শুরুতেই সরকারিভাবে ছাঙ্গতের নাম ঘোষণা করতে পারে বাগান ম্যানেজমেন্ট।

কলকাতার দুই প্রধানের পাশাপাশি দলবদলের বাজারে অন্যান্য দলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়েছে। আরও এক বছরের জন্য বেঙ্গালুরু এফসি-তেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুনীল ছেত্রী। অন্যদিকে, কার্লোস ডেলগাডো নতুন মরশুমে মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে মাঠে নামবেন।

সাব-জুনিয়ার ব্যাডমিন্টনে ৬১৫

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই : জলপাইগুড়ি ইন্ডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২৫-৩০ জুলাই পর্যন্ত চলবে রাজ্য সাব-জুনিয়ার অনূর্ধ্ব-১৩,১৫ ছেলে ও মেয়েদের রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ২২ জেলা থেকে ৬১৫ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করছে। রবিবার মোট ১৬৫টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে দ্বিতীয় রাউন্ড জিতে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছে জলপাইগুড়ির স্বরাজ ভৌমিক। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছে জলপাইগুড়ির ঊষশী দাস।

ম্যাচের সেরা হয়ে বিবেক মণি টোপনো। ছবি : অনীক চৌধুরী

এটিও-র ৮ গোল

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার মালবাজার এটিও ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে পান্ডাপাড়া বয়েজকে। এটিও-র হেমো রায় হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল করেন আমির হোসেন এবং বিবেক মণি টোপনো। অন্য গোলটি ধীরাজ ছেত্রীর। ম্যাচের সেরা বেছে নেওয়া হয় বিবেককে।

জিতলেও দলের পারফরমেন্সে খুশি নন প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস।

আধুনিক ফুটবল উপহার দিতে চান বাগান কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুলাই : ডার্বি জিতে ডুরান্ড কাপে নকআউটের অঙ্কে অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গ্রুপ পর্বের বাকি দুইটি ম্যাচ সম্ভবত সবুজ-মেরুন কোচের কাছে পরীক্ষানিরীক্ষার সেরা সুযোগ।

বড় ম্যাচের আগে দল নিয়ে প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময় পাননি বাগানের নবাগত হেডকোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। ডুরান্ডে মোহনবাগানের পরের ম্যাচ ৪ অগাস্ট। অর্থাৎ হাতে বেশ খানিকটা সময় রয়েছে। বিশ্রামের জন্য রবিবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলেন প্যানোস। সোমবার থেকেই আবার মাঠে নেমে পড়বেন। ফুটবলারদের ফিটনেসে উন্নতির পাশাপাশি দলের খেলাতেও আমূল পরিবর্তন আনতে চান সবুজ-মেরুনের গ্রিক হেডস্যর। শনিবার ম্যাচ শেষেই তিনি বলছিলেন, 'দলের প্রচেষ্টায় আমি সন্তুষ্ট, তবে পারফরমেন্সে নই। আইএসএলে আমরা যে ফুটবল খেলব এখনও তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারিনি।'

প্যানোস জমানায় সবুজ-মেরুন সমর্থকরা যে নতুন ঘরানার ফুটবল উপহার পেতে পারে শনিবার ইস্টবেঙ্গল ম্যাচেই তার কিছুটা আঁচ পাওয়া গিয়েছে। গ্রিক কোচের পছন্দ মূলত গঠনমূলক আগ্রাসী ফুটবল। ফলে জেমি ম্যাকলারেন, মিগুয়েল ফিগুয়েরার মতো ফুটবলাররা যোগ দিলে আক্রমণভাগে ঝাঁঝ আরও বাড়বে। আর বাগান ফুটবলাররা গ্রিক কোচের দর্শনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে এই দলই অশ্বমেধের ঘোড়া হয়ে উঠতে পারে বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। শনিবার ম্যাচ শেষে প্যানোসও বলেছেন, 'আমার কাছে ফুটবল ধর্ম। জানি আমাকে নিয়ে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। তা ম্যানেজমেন্ট হোক বা সমর্থকদের। তাই আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে। সেই সুযোগও রয়েছে। সামনের একটা সপ্তাহ দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ আমার কাছে। প্রথম ম্যাচের আগে এই সুযোগটা পাইনি। আরও আধুনিক ফুটবল উপহার দিতে চাই আমি।'

ডুরান্ডে গ্রুপ পর্বের বাকি দুই ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ সাউথ ইউনাইটেড ও সিআইএসএফ প্রোটেক্টরস তুলনামূলকভাবে দুর্বল। ফলে অনেকটাই চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারবেন ফুটবলাররা। প্যানোসও দেখে নিতে পারবেন তাঁর দর্শনের সঙ্গে ফুটবলাররা খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন কি না। তবে পরিস্থিতি যা ডুরান্ডে পরের ম্যাচেও আক্রমণভাগে সবুজ-মেরুন কোচের ভরসা সেই মনবীর সিং। তবে গত মরশুমটা বেঞ্চে কাটিয়ে তাঁর দক্ষতায় যে মড়চে পড়েছে তা বেশ বোঝা গিয়েছে প্রথম ম্যাচেই। শুধু তাই নয়, শেষ কয়েকটা মরশুম উইংয়ে খেলেছেন মনবীর। স্ট্রাইকার হিসেবে তিনি যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না তাও বারবার চোখে পড়ল। সুহেল আহমেদ বাটও ছন্দে নেই। ফলে ম্যাকলারেন না আসা পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ নিয়ে চিন্তা থাকবে প্যানোসের।

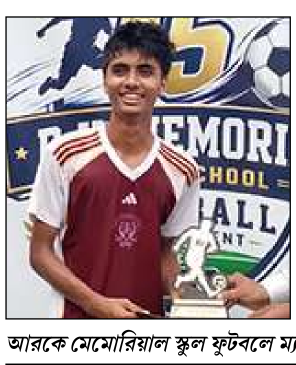

আরকে মেমোরিয়াল স্কুল ফুটবলে ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে আরমান চৌহান, আয়ুষ উপরেতি ও রোশন মাহাতো।

জিতল হেব্রন, নর্থ পয়েন্ট স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে রবিবার হেব্রন স্কুল ৩-১ গোলে হারিয়েছে রানিডাঙ্গা দার্জিলিং পাবলিক স্কুলকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে হেব্রনের রোশন মাহাতো। তাদের অন্য গোলটি শ্রেয়ান গুরুংয়ের। রানিডাঙ্গার একমাত্র গোলস্কোরার দেবকান্ত মিত্র। পরে ডিএভি স্কুল ও ঝাপা ন্যাশনাল স্কুলের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। ম্যাচের সেরা ঝাপার আয়ুষ উপরেতি। দিনের শেষ ম্যাচে নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ২-১ গোলে জিতেছে হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বিরুদ্ধে। নর্থ পয়েন্টের তন্ময় বর্মন ও আরমান চৌহান গোল করে। হুইটনের গোলটি অভিষেক তামাংয়ের। ম্যাচের সেরা আরমান। সোমবার খেলবে দার্জিলিং পাবলিক স্কুল-ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল, সেক্রেড হার্টস স্কুল-হেব্রন স্কুল ও তারাচাঁদ ধানুকা অ্যাকাডেমি-মাটিগাড়ার রয়্যাল অ্যাকাডেমি।

মেয়েদের ফুটবলে রানার্স পশ্চিমবঙ্গ

বাগডোগরা, ২৬ জুলাই : ইন্ডিয়ান ব্লাইন্ড ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ফুটবলে সিক্স সেন্স অফ বেঙ্গল ১-০ গোলে পরাজিত হয় গুজরাটের কাছে। রবিবার গুজরাটে আয়োজিত এই ফাইনাল নিয়ে সিক্স সেন্স অফ বেঙ্গলের উত্তরবঙ্গের কো-অর্ডিনেটর বিমল মাহাতো বলেছেন, 'আজ আমাদের মেয়েরা ভালো খেলেছে। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গে না থাকায় রানার্স হতে হল।'

শুরু রাজগঞ্জ ফুটবল লিগ

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ২৬ জুলাই : রাজগঞ্জ ব্লক জোন ফুটবল লিগ শুরু হল রবিবার। এক মাসব্যাপী এই ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে হারিয়েছে শিকারপুর নিউ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবকে। বেলাকোবা হাইস্কুলের মাঠে গোল দুইটি করেন ম্যাচের সেরা রূপম রায়।

ক্যারাটেতে ১৩০ জন

বেলাকোবা, ২৬ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলা স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় রবিবার বেলাকোবা হাইস্কুল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল উত্তরবঙ্গ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। কাতা ও কুমিতে বিভাগে ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে প্রায় ১৩০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলা থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিলেন। কাতায় ১৬টি এবং কুমিতে বিভাগে ৩৫টি গ্রুপে ছেলে ও মেয়েরা অংশ নেয়। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারীদের ট্রফি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উত্তরের খেলা

তাইকোন্ডোতে ৪০০ প্রতিযোগী

বালুরঘাট, ২৬ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের ইউনিভার্সাল কাপ নর্থবেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ তাইকোন্ডো রবিবার অনুষ্ঠিত হল। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতায় পুমসে, কিরুগির দুইটি ক্যাটিগোরি ও স্পিড ফাইটিং ইভেন্টে পাঁচটি বয়স বিভাগে ৪০০ জন অংশ নিয়েছিল।

জেতালেন প্রসেনজিৎ

বালুরঘাট, ২৬ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলা সুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবলে রবিবার এয়ারপোর্ট ইয়ং ফুটবল দল ১-০ গোলে সিরোহী ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ললিতমোহন আদর্শ হাইস্কুলের মাঠে প্রসেনজিৎ তিরকি গোল করেন।

বেল্ট পরীক্ষায় ৬৭ ক্যারাটেকা

কোচবিহার, ২৬ জুলাই : কোচবিহার স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ক্যারাটেকাদের বার্ষিক বেল্ট পরীক্ষা রবিবার রাজারহাটে অনুষ্ঠিত হল। পরীক্ষক ছিলেন রাকেশ সরকার, অলোক দাস ও সুজিত রবিদাস। কোচ মিঠুনজিৎ বর্মন জানান, ২৫ জন মেয়ে সহ মোট ৬৭ জন ক্যারাটেকা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শংসাপত্র ও বেল্ট প্রদান করা হবে।

রাজ্য বডি বিল্ডিংয়ে দ্বিতীয় সানি ভার্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই : আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত রাজ্য বডি বিল্ডিংয়ে মেন্স ফিজিকে দ্বিতীয় হয়েছেন শিলিগুড়ির সানি ভার্মা। ওয়ার্ল্ড ফিটনেস ফেডারেশন অনুমোদিত মিস্টার ও মিস ওয়েস্টবেঙ্গল শীর্ষক এই প্রতিযোগিতায় সানি ১৭২ সেন্টিমিটার ঊর্ধ্বের উচ্চতা বিভাগে নেমেছিলেন। তিনি অবশ্য ধারাবাহিক সাফল্যের মধ্যেই রয়েছেন। গত সপ্তাহে কলকাতায় ভাইজান ক্লাসিকে এই মেন্স ফিজিকে ১৭২ সেন্টিমিটার ঊর্ধ্বের উচ্চতা বিভাগ থেকে সানি দ্বিতীয় স্থান নিয়ে ফিরেছিলেন। সেখানে ডেনিম জিন্সে তিনি হয়েছিলেন প্রথম। মে মাসে অসমে মর্যাদাসম্পন্ন শেরু ক্লাসিকে এনপিসি-তে তিনি শেষ করেন পঞ্চম স্থানে। এদিন দ্বিতীয় হওয়ার পর সানি বলেছেন, 'ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত টানা প্রতিযোগিতা রয়েছে আমার। আশা করছি, এই সাফল্য ধরে রাখতে পারব।'

আলিপুরদুয়ারে পাওয়া পদক ও ট্রফি দেখছেন সানি ভার্মা।

দাবায় সেরা সৌমিক, সুনেত্রা

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই : সারা বাংলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে, জলপাইগুড়ি চেস প্লেয়ার্স পেরেন্টস ফোরামের সহযোগিতায় এবং জেলা দাবা অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অনূর্ধ্ব-১৭ ওপেন অ্যান্ড গার্লস ফিডে রেটেড চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সৌমিক বন্দোপাধ্যায় এবং মেয়েদের বিভাগে সেরা সুনেত্রা দে। সৌমিকের পয়েন্ট ৭। সুনেত্রার সংগ্রহ ৭.৫ পয়েন্ট। ওপেন বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে অঙ্কিত দাস ও হৃষীকেশকুমার বণিক। মেয়েদের বিভাগে দ্বিতীয় দেবপ্রিয়া মান্না, তৃতীয় দিশিতা দে। দুই বিভাগের প্রথম চার জন জাতীয় স্তরে অংশ নেবে।

জয়ী ময়নাগুড়ি : নগরডাঙ্গা ইয়ুথ কর্নার ক্লাব ও পাঠাগারের ফুটবলে ময়নাগুড়ি এফসি টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে সামসিংকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময় গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা ময়নাগুড়ির ধীমান রায়। সোমবার খেলবে জলপাইগুড়ি ব্যান্ড এফসি ও দোমোহনির তিস্তা এফসি।